[illegible]d by the Syndicate of the Calcutta University
Matriculation Examination in … 1912.

প্রতিভাসুন্দরী।

(উপন্যাস)

তৃতীয় সংস্করণ—সংশোধিত

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত

প্রকাশক—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রক্ষিত।

মজিলপুর – ২৪ পরগণা।

ফাল্গুন, ১৩১৬।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

কলিকাতা,
১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,
"কালিকা-যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পাণ্ডিত্য, জ্ঞান ও সদ্‌গুণের গৌরবে

যিনি দেশবিদেশে সম্পূজিত

যাঁহার তেজস্বিতা, মনস্বিতা ও নিঃস্বার্থ পরোপকারিতায়,

অতিবড় অধমাত্মাকেও অবনত হইতে হয় ;

যাঁহার সরসমধুর অমায়িক ব্যবহারে, ও

উচ্চ বংশোচিত সামাজিক শিষ্টাচারে,

ধনী নির্ধন সকলেই চমৎকৃত ;

বঙ্গের সেই সুসন্তান—

বাণী-চরণাশ্রিত, বিদ্যাবিনয়-অলঙ্কৃত,

ভারতের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধিকরণের

মাননীয় বিচারপতি,

পরম পূজাস্পদ "ডাক্তার সরস্বতী",

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়,

C. S. I., M. A., D. L., D. Sc., F. R. A. S., F. R. S. E.,

মহোদয়ের পবিত্রনামে,

তদীয় ভক্তের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলিরূপে,

"প্রতিভাসুন্দরী"

উৎসৃষ্ট হইল।



ভূমিকা

প্রতিভা স্বর্গের জিনিস, প্রতিভা ঈশ্বরের বিভূতি। সেই প্রতিভা সংসারে আসিলে, তাহাকে অনেক সহিতে হয়,—পদে পদে তাহাকে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। কেননা প্রতিভার লক্ষ্য,—সত্য ও জ্ঞানালোক বিতরণ।

সেই সত্য ও জ্ঞানালোক বিতরণের পথে, পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা-বিঘ্ন, জীবনব্যাপী সংগ্রাম, দুঃসহ জয়-পরাজয় আছে। শেষ. আত্মপ্রাণ উৎসর্গেই প্রতিভার শান্তি।

প্রকৃত প্রতিভা, আপনাকে উৎসর্গ করিতেই সংসারে আসিয়া থাকে। এই প্রতিভার বহু রূপ, বহু মূর্ত্তি। কখন মাতৃমূর্ত্তিতে, পরার্থে, তিনি আপন সন্তানকে রাক্ষসের মুখে নিক্ষেপ করিতেও কুণ্ঠিত হন না;—তখন তিনি হন পাণ্ডবজননী, মহীয়সী কুন্তী। কখন পত্নী-মূর্ত্তিতে, বিনাদোষে কলঙ্কিনী নাম লইয়া, সেই জগৎ-পূজ্যা সতীলক্ষ্মী, অসহ্য বনবাস-ক্লেশও অম্লানবদনে সহ্য করেন; তখন তিনি হন—বসুন্ধরা-সুতা শ্রীরাম-গৃহিণী। আর কখন বা শরণাগতকে রক্ষার জন্য—একটি ক্ষুদ্র পারাবতের প্রাণরক্ষার আশায়, আপন প্রাণের প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা না করিয়া, স্বহস্তে তাহাকে দেহের সমুদয় রক্ত ও মাংস,—সেই কপোত-শীকারী

শ্যেন-পক্ষীকে উপহার দিতে হয়; তখন তিনি হন—শরণাগত-রক্ষক, আশ্রিতপালক রাজা ঔশীনর।—পৌরাণিক ইতিবৃত্তে এমন মহান্ আত্মত্যাগ,—এমন মহতী প্রতিভার আদর্শ, ভূরি ভূরি পরিলক্ষিত হয়। ইহা গেল প্রতিভার একতম রূপ।

অন্য রূপে প্রতিভার আর এক পরিচয় পাওয়া যায়। এই কাব্য-চিত্রে সেই পরিচয় একটু দিয়াছি। সত্য ও জ্ঞানালোকে, এ প্রতিভা এতই উর্দ্ধে অবস্থিত যে, মৃত্যুকে মৃত্যু বলিয়াই মনে করে না; অধিকন্তু স্পষ্টই বলে,—"মরণেই প্রতিভার জীবন; জীবন ভৌতিক ছায়া মাত্র।" শুধু মুখের কথায় নয়,—কাজেও তাহাই করে।—তাই না মহাত্মা সক্রেটিশ সুধাস্বাদনের ন্যায়, হাসিতে হাসিতে বিষপান করিয়া অমর হইয়া আছেন? তাই না প্রেমের অবতার খৃষ্ট, 'ক্রুশে' বিদ্ধ হইয়া,—মরিতে মরিতেও শত্রুগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, "ত্রাণকর্ত্তা" নামে অর্দ্ধপৃথিবী-ব্যাপিনী ঐশ্বরিক-পূজা পাইয়া আসিতেছেন? আর তাই না ভারতের একটি অলৌকিক নারীরত্ন, জ্ঞানালোক বিতরণের পথে, একদিন আপনাকে উৎসর্গ করিয়া, ইহলোকে অমরী হইয়া রহিয়াছেন?

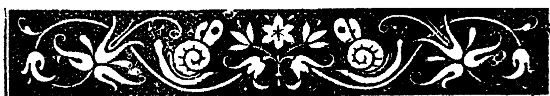
এ কি প্রতিভা,—না প্রেম? যা বল তাই। আমরা কিন্তু ইহাকে প্রতিভা নামেই অভিহিত করিয়াছি, আর সেই প্রতিভা 'ঈশ্বরের বিভূতি' বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি।

প্রকৃতই, প্রতিভা—ঈশ্বরের বিভূতি। দৃষ্টান্তস্বরূপ জ্যোতির্ব্বিদ্যা-গরীয়সী, মহীয়সী খনার চরিত্র অবলম্বন করিয়াছি। ফলতঃ, যে ভাবে খনার অলৌকিক প্রতিভার পুরস্কার ইহসংসারে প্রদত্ত হয়,—যে ভাবে সেই 'প্রতিভাসুন্দরীর' পরিণাম সংঘটিত হইয়া

াকে,—তাহা স্মরণ করিলেও চোখে জল আসে। অথবা মনে হয়, এমন আত্মত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, এতকাল পরে, এ পাষাণ হৃদয়ে, সেই দেবীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছে!—অবশ্য আমার চোখে এ মূর্ত্তি দেখিতে হইবে।

কালবশে, এ হেন প্রতিভার পুণ্যস্মৃতি, আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। নানা কারণে এক্ষণে সেই স্মৃতি, জীবনে জাগরূক রাখার প্রয়োজন হইয়াছে। তাই এমন দিনে, বিদেশ হইতে উপকরণাদি সংগ্রহ না করিয়া. দেশের জিনিসেই দেশের প্রতিমা গঠন করিলাম। পাঠক যদি এ প্রতিমার আবশ্যকবোধ না করেন, তাহা হইলে ইহা গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন করিবেন;—অথবা যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিবেন,—আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ বা আক্ষেপ নাই।

মাজিলপুর, ২৪ পরগণা। | সেবক শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।



প্রতিভাসুন্দরী

প্রথম খণ্ড।

প্রতিভার উদ্ভব

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মর্ত্ত্যের নন্দনকানন—মধুর উজ্জয়িনী। প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র—রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের সৌন্দর্য্য-নিকেতন—অলৌকিক-উজ্জয়িনী। লক্ষ্মী-সরস্বতীর আবাস-ভূমি,—'নবরত্ন'-শোভিতা, সুখসম্পদ্-ভূষিতা, অতুল ঐশ্বর্য্যময়ী, মহানগরী উজ্জয়িনী। এই কীর্ত্তিময়ী নগরী, কাব্যে ও ইতিবৃত্তে চিরপ্রসিদ্ধ। কবি-কুল-তিলক কালিদাসের অমৃতময়ী কবিতা-স্রোতস্বিনী এইখান হইতেই প্রবাহিত হয়। এইখানেই—সেই চিরস্মরণীয়

'নব-রত্নের' সভায়--নয়টি রত্ন--একদিন জগৎ আলোকিত করিয়াছিলেন। জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিশারদ, সুধীশ্রেষ্ঠ বরাহ ইহাঁদের অন্যতম। এই বরাহ-পুত্র মিহির ও তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী—প্রতিভাসুন্দরী "খনা"ই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

খনা ও মিহিরের জীবনবৃত্তান্ত বহু অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ। এই দুর্ভাগ্য দম্পতী সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী ও প্রবাদ প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে দুই চারিটি বিষয়, কাব্যোপন্যাসের উপযোগী করিয়া, এই আখ্যায়িকায় সন্নিবিষ্ট হইল।

অমর কবি কালিদাসের 'মেঘদূতে', উজ্জয়িনীর যে বর্ণনা আছে, তাহা অতি অপূর্ব্ব ও মনোহর। পার্থিব সম্পদ-শ্রীর সহিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-শোভা,--যেন মণিকাঞ্চনের সংযোগ হইয়াছে। চারিদিকে নদ নদী, বন উপবন, সৌধ অট্টালিকা, কুঞ্জ কুটীর—অতি অপূর্ব্ব প্রণালীতে সুসজ্জিত। যেন কোন অদ্বিতীয় কারিকর, পরীক্ষাচ্ছলে, ইচ্ছামাত্রেই, এই অলৌকিক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। নানাবিধ সুরভি কুসুমরাজি তথায় সদাই বিকসিত। সঙ্গীতপ্রাণ বিহঙ্গের মধুর স্বর-লহরীতে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত। ময়ূর ময়ূরী সুদৃশ্য পুচ্ছ তুলিয়া নৃত্যে নিরত। প্রতি গৃহে আনন্দ ও মধুর গীত-বাদ্য। সারা দেশ ব্যাপিয়া উৎসব। প্রতিদিনই এ উৎসব। যেন জরা ব্যাধি, শোক তাপ, কিংবা হিংসা ও হাহাকার—এ সব কিছুই এখানে নাই। অভাবের তাড়নায় অথবা প্রবলের হুহুঙ্কার-উত্তেজনায়, এ রাজ্যের হাসিমুখ, যেন কখন মলিন হয় না। মলিনতাই বুঝি পাপ; তাই কোথাও অনাথের আর্ত্তনাদ নাই,—দম্ভীর দম্ভ নাই,—হিংস্রক ও খলের দংশন-জনিত যন্ত্রণাও নাই। আছে

কেবল সার্ব্বজনীন প্রীতি ও স্নেহ, এবং সখ্য ও শান্তি। চারিদিকে দেবদেবীর মন্দির। ষোড়শোপচারে যথাবিধি তাঁহাদের অর্চ্চনা হয়। দেবতার জাগ্রত আঁখি, যেন বিশেষ কৃপাভরে, এ স্থানকে চির-উল্লসিত ও চির-জাগরিত করিয়া রাখিয়াছে।

এমনি এই উজ্জয়িনী। ভূলোকে এই দ্বিতীয় স্বর্গ। এমন স্বর্গতুল্য স্থান না হইলে কি, এখানে বিদ্বজ্জন-পালক ধার্ম্মিক রাজা বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়?—না, তাঁহার সেই অক্ষয়কীর্ত্তি 'নবরত্নের' সভার কথা, আজিও লোকমুখে ঘোষিত হইতে থাকে?

এ হেন উজ্জয়িনী-রাজের সভাপণ্ডিত বরাহের এক পুত্র জন্মিল। সেই পুত্র, মিহির নামে আখ্যাত হইবার পূর্ব্বে, তাহার এক মহা ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিল। সেই ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা এখন বলিব।

ভারতে জ্যোতিষ শাস্ত্রের আদর ও সম্মান চিরদিনই আছে। পূর্ব্বে আরও ছিল। সে এত ছিল যে, ইহার জন্য লোকে সর্ব্ববিধ ত্যাগস্বীকার করিতে—এমন কি, প্রাণ অবধি পণ করিতে পারিত।

জ্যোতিষশাস্ত্র-বিশারদ বরাহও তাহাই করিয়াছিলেন। বুঝি তদপেক্ষাও কিছু অধিক করিয়াছিলেন। তিনি আপন প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় পুত্ররত্নকে, আপন হাতে করিয়া, স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে, মরণের পথে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

কিন্তু, মূল কি এই জ্যোতিষ-গণনার ফল,—না, শিশুর প্রাক্তন?





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গণনার ফলই হউক, আর শিশুর প্রাক্তনই হউক, যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ভালই হইয়াছিল।—চিরশুভকর, চির-কল্যাণ-কর, পৃথিবীর হিতকর হইয়াছিল।

গণনায় বরাহ দেখিলেন, শিশু যে লগ্নে, যে ক্ষণে, যে নক্ষত্রে এবং যে রাশিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে তাহার আয়ু অতি অল্প—মাত্র দশ বৎসর। এই দশ বৎসরের জন্য—এই অত্যল্প কালের স্নেহ-মমতার জন্য—পরমজ্ঞানী তত্ত্বদর্শী বরাহ কি লূতা-তন্তুর ন্যায় সংসার-জালে জড়াইবেন?

বরাহ ভাবিলেন,—"না, এ মায়া ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। বৃথা এ শিশুকে পালন করিব। দশ বৎসর!—এত অল্পায়ু শিশু পিতা মাতার দুঃখের কারণ মাত্র। ইহা দ্বারা কোন্ ইষ্ট সিদ্ধ হইবে? সংসার বা সমাজের,—এ, কোন্ কাজে আসিবে? না, এ শিশুকে ত্যাগ করিতে পারিলেই ভাল হয়।"

বরাহ মনে মনে এই কথা ভাবেন, আর এক একবার গৃহিণীকে স্মরণ করেন—"তাহাকে এ কথা বলিব কেমন করিয়া?" কখন কখন বা তিনি নিজেই স্বাভাবিক অপত্য-স্নেহে

অভিভূত হন। কিন্তু শেষ, তাঁহার অন্তরের একান্ত ইচ্ছার সহিত নিয়তির জয় হইল।

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার একমাস কাল মধ্যে, তাহার প্রসূতি ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

এইবার শিশুর ভাগ্য সম্পূর্ণ অন্ধকার হইল। এই কয়েক-দিন আশার যে একটি ক্ষীণ রশ্মি মৃদুমন্দভাবে জ্বলিতেছিল, জননীর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে, সে রশ্মিটি নিবিয়া গেল।

বরাহ ভাবিলেন, "তবে আর কেন? যাহার জন্য এ মায়ার বন্ধন, সে ত মায়াপাশ কাটিয়া আমায় একাকী ফেলিয়া চলিয়া গেল,—আর আমিও কি কঠোর দার্শনিকের অন্তর লইয়া, এ মায়া-পাশ কাটিতে পারিব না? কে এ শিশু?—আমার শাস্ত্র-চর্চ্চার অন্তরায়—পারত্রিক মঙ্গলের বিঘ্নস্বরূপ—কে এ শিশু? বিশেষ দশ বৎসর পরেই ইহার মৃত্যু অনিবার্য্য।—তবে, এত অল্পায়ু শিশুকে লালনপালনে লাভ? দুঃখের উপর দুঃখ বৃদ্ধি করা মাত্র। সাধ করিয়া এ অশান্তি আনি কেন? না, এ-ই সময়,—এ-ই প্রকৃষ্ট অবসর। মায়া না-জন্মিতে-জন্মিতে, মায়া-মূল উৎপাটিত করি।"

মনুষ্য-জীবনে সকলই সম্ভবে। যে পিতা অপত্য-স্নেহে অকাতরে আত্মপ্রাণ আহুতি দেন, সেই পিতাই আবার অবস্থা-বিশেষে, নির্ম্মম কঠিন হৃদয়ে, সেই প্রাণের প্রাণকে বিসর্জ্জন করিতেও পারেন। এ ক্ষেত্রে বরাহই তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ।

সত্যই বরাহ তাঁহার প্রাণ-পুত্তলিকে বিসর্জ্জন করিলেন। আপন হাতে করিয়া সেই অকলঙ্ক সোণার চাঁদ শিশুকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিলেন। অদৃষ্ট, কাল ও প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য

আহ্বানে, জ্যোতিষ-গণনা নিমিত্ত-স্বরূপ করিয়া, আপন ইচ্ছায়, তিনি বিধি-লিপি পূর্ণ করিলেন।

এমনই হইয়া থাকে। জগদীশ্বর জীবকে দিয়াই সকল কাজ করাইয়া লন। জীব, সেই যাদুকরের হাতের যন্ত্রপুত্তলি মাত্র।

যাদুকর যন্ত্র ঘুরাইল,—আর পিতারূপী যন্ত্রপুত্তলি, পুত্ররূপী শিশুকে লইয়া নদীতীরে আসিল। যে সেই পুত্র বিসর্জ্জনরূপ ভীষণ ইচ্ছা পিতার মনে উদ্রিক্ত করিয়া দিয়াছিল, সে-ই আবার কি ভাবিয়া, সেই বিসর্জ্জন প্রক্রিয়াটি একটু মমতাপূর্ণ করিয়া দিল। বরাহ এক তাম্রপাত্র মধ্যে শিশুর দেহ রক্ষা করিয়া, সেই পাত্র স্রোতোমুখে ভাসাইয়া দিলেন। ভাবিলেন,—

"যদি কোন উপায়ে এ শিশু কূল পায় এবং কাহারও দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়, তবে সেই ব্যক্তিই দশ বৎসর কালের জন্য, এই অভাগার পিতামাতার কাজ করিবে। আমাদ্বারা সে কার্য্য হইল না।"

অনুকূল বায়ুভরে, তৃণের ন্যায়, সেই পাত্র খরগতিতে বহিয়া চলিল।

শিপ্রানদি! যাও, ঐরূপ খরগতিতেই বহিয়া যাও!!খরস্রোতা তুমি,—বরাহের কপালদোষে, আজ আর মন্থরগামিনী মৃদুস্রোতা হইও না। তোমাতে আজ যে রত্ন বিসর্জ্জিত হইল, রত্নাকরের সংশ্রবে থাকিয়াও, তুমি জীবনে সে রত্ন ধারণ কর নাই। যাও, বেগবতী নদি! সমুদ্রে মিশিবে বলিয়া ছুটিয়াছ,সমুদ্রে গিয়া আপন অস্তিত্ব বিলুপ্ত কর। কিন্তু দেখিও, পর্ব্বতনন্দিনি! তৎসঙ্গে যেন ঐ ধাতুপাত্রটিও বিলুপ্ত না হয়। ধাতুপাত্র গেলে আবার ধাতু-পাত্র মিলিবে, কিন্তু উহার অভ্যন্তরে যে একটি অমূল্য মাণিক্য

আছে, কুবেরের রত্নভাণ্ডারের বিনিময়েও, তাহা আর মিলিবে না। যাও নদি, তরতর বহিয়া যাও—পলকে যেন যোজনপথ অতিক্রম করিতে পার। এবং ঐরূপ বহুযোজন অতিক্রম করিতে করিতে, পার যদি, সমুদ্রের এক কূলে গিয়া স্থির হইও,—তাহাতে পরম পুণ্য আছে

বরাহ! আর দাঁড়াইয়া দেখ কি? হস্তচ্যুত তীর,—আর হাতে আসিবে না! জীবন দিলেও আসিবে না! আর নদী-তীরে দাড়াইয়া ফল নাই।

কিন্তু দুর্ভাগ্য জ্যোতির্ব্বিদ্! জীবনে আজ বড় ভুল করিলে! বড় বিষম—সাংঘাতিক—মারাত্মক ভুল করিলে। শিশুতেও যে ভুল করে না,—নিরক্ষর অজ্ঞ লোকেও যে ভুল ধরিতে পারে,—অতি বড় পণ্ডিত হইয়া—গণিত ও জ্যোতিষে একরূপ অদ্বিতীয় হইয়া, আজ তুমিই তাহা করিয়া বসিলে। তোমার বিচার-বুদ্ধির ভুল ধরিতেছি না।—পুত্রবিসর্জ্জন উচিত কি অনুচিত, স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক,—সে কথাও বলিতেছি না;—অতি সামান্য স্থূল ভুলেই তুমি নিজেই নিজের মর্ম্মস্থলে আঘাত করিয়া বসিলে। তোমার পক্ষে এ ভুল অসম্ভব। পরন্তু কপালদোষে, আজ তোমার অসম্ভবও সম্ভব হইল!

তোমার পুত্রের রাশিচক্র—অলৌকিক। তুমি যে গণনা করিয়াছ, তাহাও অলৌকিক। এরূপ গণনা,—তোমাতেই সম্ভবে। এমন অদ্ভুত জ্যোতির্ব্বিদ্যা, রাজা বিক্রমাদিত্যের 'নবরত্নের' সভা-পণ্ডিতেরই যোগ্য। কিন্তু, হায় ভাগ্য! এমন অদ্ভুত প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াও, তুমি এ কি করিয়া বসিয়াছ? তোমার পুত্রের ঐ জন্মপত্রিকার রাশিচক্র—

ঐ অঙ্কের ঘরগুলি—আর একবার ভাল করিয়া দেখ দেখি? আর একবার ঐ অঙ্কগুলি স্বতন্ত্র পত্রিকায় লিপিবদ্ধ কর দেখি?

কিন্তু থাক্,—তোমার এ ভুল এখন ভাঙ্গিয়া কাজ নাই। ভুল লইয়াই তুমি বাঁচিয়া থাক। 'দশ বৎসর বৈত আয়ু নয়',—এই সান্ত্বনা লইয়াই তুমি পৃথিবীতে থাক। তোমার স্নেহ—তোমার অপত্যপ্রীতি বড়ই সঙ্কীর্ণ। তুমি বয়সের অনুপাতে, স্বার্থের হিসাবে, ভালবাসার তুলাদণ্ড ঠিক করিয়াছ,—তোমার ও ভালবাসার যে কিছুমাত্র মূল্য আছে, তা মনে হয় না। তুমি অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইতে পার; 'নবরত্নের' সভায় তোমার স্থান হইতে পারে;—কিন্তু প্রেমের রাজ্যে,—ভালবাসার জগতে—তোমার নামে লোকে শিহরিবে। জ্ঞানিবর! তোমার শুষ্কজ্ঞান, তোমাতেই সীমাবদ্ধ থাক্।

অথবা, বরাহ! দোষ তোমার নহে,—দোষ তোমার জন্মার্জ্জিত কর্ম্মের, আর শিশুর অদৃষ্টের। অদৃষ্ট-স্বামী, অলক্ষ্যে তোমার মানস-ঘটে অধিষ্ঠিত হইয়া, তোমার বুদ্ধির কল-কাটি নাড়িয়াছেন। তাঁহার লীলা-রহস্য তুমি আমি কি বুঝিব?

কিন্তু সর্ব্বমঙ্গলময় তিনি,—এই অমঙ্গলের মধ্যেও কি তাঁর অদ্ভুত মহিমা দেখিতে পাইব না? একনিষ্ঠ বরাহের এই পুত্র-বিসর্জ্জন-ব্যাপারেও কি তাঁর মহান্ উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হইবে না?





তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হাঁ, তাহা হইবে বৈ কি? তা না হইলে যে, তাঁর মঙ্গলময় নামে কলঙ্ক স্পর্শিবে! 'দয়াময়' 'করুণাসাগর' নাম যে তাঁর ব্যর্থ হইবে?

তাও কি হয়? ঐ দেখ, অগতির গতি—অসহায়ের সহায়—অকূলের কাণ্ডারী, আপন সমুদ্ররূপ বিরাট্ দেহে,—শিশুর কূল মিলাইয়াছেন!

বিরাট্ সমুদ্র, তার কূলও বিরাট্। সেই বিরাট্‌কূলে, পিতৃ-পরিত্যক্ত অসহায় শিশু! সেই তাম্রপাত্র শিশুর সজীব দেহ লইয়া ভাসিতেছে। আশ্চর্য্য!—সেই পাত্র দেশ দেশান্তর বহিয়া, নদনদীদ্বীপ অতিক্রম করিয়া, শত-সহস্র যোজন পথ নির্ব্বিঘ্নে কাটাইয়া, তীরবেগে—খরস্রোতে ভাসিয়া আসিয়াছে। কোথায় সেই উজ্জয়িনী,—কোথায় সেই শিপ্রানদী,—আর কোথায় এই নির্জ্জন সমুদ্রোপকূল! তবে মঙ্গলময়! তোমার মঙ্গল-বিধানে, এ অকূলেও কূল মিলে? সত্য,—তুমি রাখিলে কে মারে?

অকূল সমুদ্র। কি গম্ভীর ও ভীতি-বৈরাগ্যপূর্ণ এ স্থান! যে দিকে চাও, অনন্ত জলরাশি;- দিক্‌শূন্য, সীমাশূন্য।—আকাশ ও

সমুদ্র যেন এক হইয়া গিয়াছে। আকাশও নীল, সমুদ্রও নীল, —সহসা উভয়ের পার্থক্য বুঝিবার যো নাই। সেই অনন্তবিস্তৃত, অনন্ত নীলিমাবৃত রাজ্যে,—প্রকৃতির সেই উদার-গম্ভীর-অপূর্ব্ব সন্ধিস্থলে,—জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহের—পরিত্যক্ত শিশু আসিয়া আশ্রয় পাইল। পিতা যাহার প্রতি বাম, গৃহাশ্রম যাহার প্রতিকূল,—সমুদ্র তাহার সহায় হইল,—দৈব তাহাকে রক্ষা করিল। 'অনাথের দৈব সখা'—এই মহাবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল।

এ সময়ে, সমুদ্রের অবস্থা অতি শান্ত ও স্থির। সে গম্ভীর জলকল্লোল নাই, কোনরূপ চঞ্চলতা নাই, আবেগ নাই, তরঙ্গ-ভঙ্গ নাই। সুনীল স্বচ্ছ অগাধ জলরাশি, ধীরভাবে আপন বিরাট্ অঙ্গ এলাইয়া রহিয়াছে। সেই অঙ্গের উপর, শিশুসহ সেই তাম্রপাত্র ভাসমান।

তখন প্রভাতকাল। বেলা তিন চারি দণ্ড অতীত হইয়াছে। রক্তোজ্জ্বল সূর্য্য-আভা, সাগরের নীল জলে পড়িয়া, অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে।

সেই মধুর সময়ে, সেই শান্ত-স্থির সমুদ্রকূলে, কতকগুলি বন্য স্ত্রীপুরুষ জলক্রীড়া করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজনের দৃষ্টি, ঐ তাম্রপাত্রে নিপতিত হইল। অমনি এক উল্লাসসূচক বিকট চীৎকার করিয়া, সাঁতারিয়া, সে ঐ পাত্র ধরিতে গেল। তাহার দেখাদেখি, আরো দুই একজন অগ্রসর হইল। যে প্রথম গিয়াছিল,সে লক্ষ্যস্থানে পঁহুছিতে-না-পঁহুছিতে,তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী দ্বিতীয় ব্যক্তি, ক্ষিপ্র সন্তরণকৌশলে, তাহার অগ্রে গিয়া পাত্রটি ধরিয়া ফেলিল, এবং তৎক্ষণাৎ সেটি লইয়া তীরে উঠিল।

এখন, এই তাম্রপাত্র উপলক্ষ্য করিয়া, তাহাদের পরস্পরের

মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল। বিবাদ অবশ্য তাহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী বর্ব্বর বন্য-ভাষায়। প্রথম মুখোমুখি, পরে হাতাহাতি, শেষ চুলোচুলি—রক্তারক্তি ব্যাপারে গিয়া দাঁড়াইল। পরিণাম, একের প্রাণ যাইবার উপক্রম হইল।

প্রথম ব্যক্তি উগ্রস্বরে এই মর্ম্মে বলিল,—"আমি ও পাত্র সকলের আগে দেখিয়াছি, অতএব উহা আমার।"

দ্বিতীয়। বাহাগো, আমি যাই সাঁতার কেটে, দম্ আটকে যাবার-মত হ'য়ে, ঐটে গিয়ে ধর্‌লেম,—এখন উনি বলেন কিনা —উটি ওঁর।

প্রথম। হাঁ, আল্‌বৎ আমার! আমি না দেখ্‌তে পেলে ত কেউ ওটি আন্‌তে যেতে না?

তৃতীয়। দেখ্‌তে তুমি একাই পেয়েছিলে কিনা? আমরা বুঝি চোখে ঠুলি দিয়েছিলেম মনে কর?

চতুর্থ। ব'লেছ মিতে ঠিক্। ও হাভাতে অম্‌নি সব ব্যাপারে আগের ভাগ নিতে চায়। সেই যে মনে নেই গো?— সেই শুওর নিয়ে——

ইহাদেরই যোগ্য কয়েকটি বন্য-স্ত্রীও এ সময় উহাতে যোগ দিল। তাহারা বিকট দশনপাতি বিস্তার করিয়া, প্রথম ব্যক্তির উদ্দেশে, অবজ্ঞা ও ঘৃণাভরে হো হো হাসিয়া উঠিল।

এবার সেই প্রথম ব্যক্তি বিলক্ষণ রাগিয়া, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কঠোর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"কি, আমায় বল্লি হাভাতে? আমি শুওর নিয়ে——তবে রে শুওরবাচ্ছা!"

বলিতে বলিতে চতুর্থ ব্যক্তির রগে, এক প্রচণ্ড চপটাঘাত করিল।

সেই এক চড়ে, 'বাবা গো' বলিয়া, লোকটা ধরাশায়ী হইল। তখন সকলে মিলিয়া, সেই আক্রমণকারীকে ঘিরিয়া ফেলিল। ...ন তাহার চুলের ঝুঁটি ধরিল।—সে, ঝুঁটির মায়া ত্যাগ করিয়া, শূন্যে এক লম্ফ দিল এবং নিমেষমধ্যে সেই ঝুঁটিধারীর স্কন্ধে চড়িয়া, বিকট দংশনে, তাহার ঘাড়ের মাংস খানিকটা কাটিয়া লইল। ঝর্ ঝর্ করিয়া হতভাগ্যের ঘাড় দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। তখন সেই জন্য স্ত্রীলোকগণ অকথ্য ভাষায় তাহাকে নানারূপ গালি পাড়িতে লাগিল। এবং পুরুষগণ অতি-মাত্রায় উত্তেজিত হইয়া, 'মার্ মার্' শব্দে তাহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তারপর উপর্য্যুপরি পদাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত এবং তীব্র দংশনে, রক্তাক্ত কলেবরে, তাহাকে অর্দ্ধমৃত করিয়া রাখিল।

এই অবসরে একটি স্ত্রীলোক উর্দ্ধশ্বাসে কোথায় ছুটিয়া গেল। বাকী দুইটি স্ত্রীলোক, অগ্রসর হইয়া, সেই তাম্রপাত্রটিকে অধি-কার করিয়া বসিল। কৌতূহলবশতঃ পাত্রটি হাতে করিয়া উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পাত্রটি কিঞ্চিৎ ভারি ও ডাগর দেখিয়া ভাবিল—হয়ত ইহার মধ্যে কোনরূপ খাদ্য-সামগ্রী আছে। অমনি উৎসাহভরে দাঁত দিয়া পাত্রটির মুখা-চ্ছাদন খুলিয়া ফেলিল। কিন্তু---এ কি ! এ যে রক্তমাংসের শরীর,—দুই হাত—দুই পা—একটি কচি ছেলে ? ছেলেটি যে, তাদেরই ছেলের মত ! এমন ছেলে এ পাত্রের মধ্যে আসিল কিরূপে ? ছেলেটি জীবিত না মৃত ?

'ফুঁ-ফাঁ' দিয়া, একটুখানি পরীক্ষাতেই বুঝিতে পারিল, জীবিত বটে,—কিন্তু মুমূর্ষু। আহা ! চাঁদপানা ছেলে ! এমন গৌরবর্ণ সুন্দর ছেলে তাহারা জীবনে দেখে নাই।

স্ত্রীলোকদ্বয়ের একটি সংপ্রতি সন্তানবতী হইয়াছে; সুতরাং তাহার স্তনে প্রচুর দুগ্ধ ছিল। সে অতি সন্তর্পণে শিশুটিকে সেই তাম্র-পাত্র হইতে বাহির করিয়া, আপন কোলে শোয়াইল। তারপর আপন স্তনদুগ্ধ, স্তন হইতে গালিয়া, অতি ধীরে ধী... শিশুর মুখে দিতে লাগিল।

প্রথম প্রথম কষ্ বাহিয়া দুধ পড়িয়া যাইতে লাগিল,—তাহা শিশুর গলাধঃকরণ হইল না। কিন্তু পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিতে করিতে, এক একবার যেন কণ্ঠনালী একটু নড়িল,—বুঝি বিন্দু পরিমাণ দুগ্ধ গলাধঃকরণও হইল। তারপর অল্প অল্প নিশ্বাসও পড়িতে লাগিল;—হৃৎপিণ্ডের কম্পনও অনুভূত হইতে লাগিল। শেষ, শিশু চক্ষু মেলিল। নষ্টচক্ষু উদ্ধারের পর, পুনর্জন্ম হইল ভাবিয়া, অন্ধ যেমন পরিপূর্ণ প্রফুল্ল দৃষ্টিতে প্রথম চাহিয়া দেখে,—শিশুও বুঝি সেই মতই চাহিয়া দেখিল। বন্যস্ত্রীকে দেখিয়া, তাহার জন্মান্তরীণ মাতৃস্মৃতি জাগিয়া উঠিল কিনা জানি না,—কিন্তু এমনি অবস্থায়,—সেই নিরাশ্রয় সমুদ্রকূলে, উন্মুক্ত আকাশ-তলে, প্রকৃতির শষ্পশয্যায় শুইয়া, মাকেই বোধ হয় প্রথম মনে পড়ে।

বন্যস্ত্রী—বন্যই হউক আর বর্ব্বরই হউক,—স্ত্রী ত বটে?—সেই মাতৃরূপিণী বন্যস্ত্রী—পীযূষপূর্ণ স্নেহস্তন্য দানে, অসহায় মুমূর্ষু শিশুর প্রাণরক্ষা করিল;—ইহার অধিক পুণ্য তাহার আর কি হইতে পারে?

সে ভাবিল,—"হায়! কার এ শিশু? এমন অসহায়ে,—সমুদ্রে ভাসিতেছিল?"

দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটি, এই অবসরে কিছু শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিল

এবং তাহাতে আগুন করিয়া শিশুর গায়ে কোন প্রকারে তাপ-সেক দিতে লাগিল। তাহাতে শিশুটি আরো যেন একটু সজীব হইল।

হায়, মাতৃস্নেহ! স্বর্গের মন্দাকিনী-ধারা হইতেই তোমার উদ্ভব ;—নহিলে এত পবিত্রতা, এত কোমলতা, এত মমতা—তোমাতে জড়িত থাকে? হায়, মধুর মাতৃস্নেহ! তুমিই শান্তি,—তুমিই সুখ,—তুমিই স্বর্গ! তাই এই বিষময়—তিক্তময় সংসা-রেও মানুষ অমৃতের আস্বাদ পায়।—হায়, তুমি মাতৃস্নেহ!

ঐ যে বন্য-স্ত্রী দুইটি, উহাদের হৃদয়েও সেই স্বর্গীয় মাতৃস্নেহ সঞ্চিত আছে। আধার পাইয়া, সেই স্নেহ, কিরূপ ফুটিয়াছে দেখ।

নহিলে, ইহারাও উহাদের পুরুষের ন্যায়, কলহ-দ্বেষ-হিংসা জানে; একে অন্যের বুকের রক্ত পান করিতে পারে; এবং স্থানবিশেষে নরভুক্ বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে।—নরভুক? তবে কি ইহারা রাক্ষসী?

হাঁ, সেই লঙ্কার রাক্ষসী! এরূপ অসভ্য, বন্য, বর্ব্বর, হিংস্রক পুরুষ ও স্ত্রীকে, লোকে সহজ কথায়, রাক্ষস রাক্ষসী বলিয়া থাকে। সাত্বিকতাময় সত্য ত্রেতা যুগের তুলনায়, পুরাকালে, প্রকৃতই উহারা ঐ নামে অভিহিত হইবার যোগ্য ছিল।

তবে কি তাম্রপাত্রস্থিত বরাহের শিশু-পুত্র, নদীজলে ভাসিতে ভাসিতে, সুদূর সমুদ্রোপকূলে—লঙ্কাদ্বীপে উপনীত?—এই কি সিংহল?

সিংহল।—রাবণের সেই স্বর্ণলঙ্কা—সিংহল। পৌরাণিক ইতিবৃত্তের সেই চরম ঐশ্বর্য্যময়—ভোগভূমি সিংহল। জ্যোতিষ-

শাস্ত্রানুশীলনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান—সেই কিংবদন্তীমূলক—সিংহল। বিধির বিধানে, আজ জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহের পরিত্যক্ত পুত্র, জ্যোতিষপ্রধান দেশে উপনীত, এবং বন্য স্ত্রী-পুরুষ দ্বারা পুনর্জীবিত ও উদ্ধারপ্রাপ্ত। এমন অঘটন ঘটন দেখিলে, কার না বলিতে ইচ্ছা হয় যে,—'রাখে কৃষ্ণ, মারে কে!'

যখন শিশুর উদ্ধারকারিগণ ঘোর কলহে—পরস্পরের প্রাণহননে উদ্যত, সেই সময় তাহাদের দলস্থ দুইটি স্ত্রীলোক, তাম্রপাত্রস্থ শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া, অনেক যত্নে, অনেক শুশ্রূষায় তাহার প্রাণরক্ষা করিল।

আকস্মিক এই অভাবনীয় শুভঘটনা সংঘটিত হইল দেখিয়া, সকলেই মনে মনে বিস্ময় মানিল। ক্ষণকালের জন্য সকলেই শান্ত, স্থির ও সংযত হইল। পরস্পরের সেই আসুরিক হিংসা, দ্বেষ ও অভিমান ভুলিয়া গেল। ইতঃপূর্ব্বে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া, সকলে মিলিয়া যাহাকে অর্দ্ধমৃত করিয়া ফেলিয়াছিল, এক্ষণে আবার তাহাকে বিশেষ যত্নসহকারে সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল। শুশ্রূষাগুণে, সে-ও চক্ষু উন্মীলিত করিয়া উঠিয়া বসিল। সকল ব্যাপার দেখিয়া ও শুনিয়া, সে-ও অবাক হইয়া, একদৃষ্টে শিশু-টিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

আবার তাহারা পরস্পর মিত্রতা করিল। আবার তাহারা গালভরা হাসি হাসিয়া,—'মিতা' 'ভাই' 'সাঙ্গাত্' প্রভৃতি প্রিয়-সম্বোধন করিয়া, পরস্পরকে সুখী করিতে লাগিল। তাহারা শিশুর জীবনের কোন অনিষ্ট করিল না,—বরং যাহাতে শিশুর জীবন নিরাপদ হয় এবং শিশুটি নির্ব্বিঘ্নে প্রতিপালিত হইতে পারে, সেই পরামর্শ করিতে লাগিল।

এমন সময় সেই দ্বীপের অধিপতি—'চন্দ্রচূড়' নামে রাক্ষস-রাজের শান্তিরক্ষক—দলবলসহ সেখানে উপস্থিত হইল। ইতঃপূর্ব্বে যে স্ত্রীলোকটি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়াছিল, সে-ই গিয়া শান্তিরক্ষককে সংবাদ দেয় যে, সমুদ্রোপকূলে ঘোর কলহ উপস্থিত,—এতক্ষণে এক জনের প্রাণ আছে কি না সন্দেহ।

শান্তিরক্ষক সদলবলে আসিয়া সকল দেখিল, শুনিল, ও বুঝিল। শিশুটিকে দেখিয়া তাহার বড় কৌতূহল হইল। সে আর কাহাকে কিছু না বলিয়া, শিশুসহ সকলকে লইয়া রাজসভায় গেল। ভাবিল,—"এ সম্বন্ধে আমার প্রভু যাহা করিতে হয় করিবেন। শিশুটির প্রাণরক্ষা হইয়াছে, ইহাই যথেষ্ট।"

তাহাই ঠিক। এমন অবস্থায়, শান্তির কথা কাহারও মনে থাকে না।

যাহাই হউক, শিশুর ভাগ্যই এই সবের মূলাধার। যে ভাগ্য শিশুকে পিতৃস্নেহ হইতে চিরবঞ্চিত করিয়া অকূল পাথারে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই ভাগ্যই আবার এখন অনুকূল হইয়া, নর-হিংসক নরের সাহায্যে, তাহাকে লোকালয়ের মুখ দেখাইতে চলিল। এমনই হইয়া থাকে। যে সর্পবিষে জীবের জীবলীলা সাঙ্গ হয়, অবস্থা বিশেষে, সেই তীব্র হলাহলই আবার সঞ্জীবনী-সুধার কাজ করে। প্রকৃতির ধর্ম্মই এই।

তবে প্রকৃতি, তোমার ধর্ম্ম তুমি পালন কর। তোমার বিরাট্ জড়দেহে যিনি চৈতন্য দিয়াছেন, সেই চৈতন্যময়ের নিদেশানুসারে এই দৈবরক্ষিত শিশুর সহায় হও।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রচূড় নামে রাক্ষস-রাজের সভা। সেই সভায় সহসা শান্তিরক্ষক সদলবলে বন্য-স্ত্রীপুরুষসহ, শিশুটিকে লইয়া সমুপস্থিত। শিশুর অলৌকিক রূপে রাজসভা আলোকিত হইল। সকলে মুগ্ধনেত্রে, নির্নিমেষ নয়নে শিশুকে দেখিতে লাগিল।

শান্তিরক্ষক সংক্ষেপে, রাক্ষস-রাজকে, সকল কথা বলিল। যে ভাবে সাগর-জলে, তাম্রপাত্রে শিশুর দেহ ভাসিতেছিল, এবং যে ভাবে বন্য স্ত্রীপুরুষগণ শিশুকে উদ্ধার করিয়াছে,—একে একে সমস্ত জানাইল। শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইল।

চন্দ্রচূড়, রাক্ষস হইলেও রাক্ষসের রাজা;—স্নেহশীল, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও আশ্রিত-বৎসল রাজা;—চন্দ্রচূড় ভাবিলেন, "এ নিরাশ্রয় শিশু, অসহায়ে একমাত্র দৈবের কৃপায় যখন আমার অধিকারে আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন আর ইহাকে আশ্রয়চ্যুত করিব না।"

রাক্ষস-রাজের কুলাচার্য্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে তিনি অদ্বিতীয়; নাম পুরঞ্জয়। সেই পুরঞ্জয় নিমেষ মধ্যে শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সুলক্ষণ অবলোকন করিয়া

এবং মুহূর্ত্তকাল নিবিষ্ট মনে কি চিন্তা করিয়া, রাজাকে দৃঢ়তার সহিত জানাইলেন,—"মহারাজ! এ শিশু সামান্য নয়। ইহার লালনপালনে যে কেবলমাত্র পুণ্য আছে তাহা নয়,—কালে এই শিশু সিংহলের একজন অদ্বিতীয় লোক মধ্যে গণ্য হইবে।—ইহা দ্বারা জম্বুদ্বীপ ভারতের একটি মহাকার্য্য সাধিত হইবে।—হায়! কোন্ দুর্ভাগার এ পুত্ররত্ন রে!"

চন্দ্রচূড়। আচার্য্যপ্রবর! ইহার মধ্যে কি গণনা করিলেন? গণনায় এমন কি অলৌকিক ফল দেখিলেন?

পুরঞ্জয়। যাহা দেখিয়াছি, মহারাজকে এখন সবিশেষ বলিতে সাহস হয় না। আর আমার সকল সিদ্ধান্ত, ঠিক্ না হইতেও পারে। তবে এ কথা আমি বড়-গলা করিয়া আজ আপনাকে বলিয়া রাখিতেছি,—দৈবরক্ষিত এই শিশু, একদিন মহারাজের প্রাণোপম প্রিয় হইবে। ভাগ্যবান্, বিদ্বান্ ও যশস্বী হইয়া, এই শিশু দেশ-বিদেশের পূজা পাইবে।"

কুলাচার্য্য আসন হইতে উত্থিত হইয়া,আর একবার শিশুটিকে দেখিয়া লইলেন। প্রফুল্ল মুখে বলিলেন, "বাপ আমার! আমার এ ধারণা যেন ঠিক হয়।"

চন্দ্রচূড়ের আজ্ঞায়, শিশু অন্তঃপুরে প্রেরিত হইল। যে বন্যস্ত্রীটি, স্নেহ-স্তন্যদানে, মুমূর্ষু শিশুর প্রাণে জীবনী-শক্তি দিয়াছিল, চন্দ্রচূড় তাহাকে চিরদিনের জন্য, শিশুর পালনকর্ত্রী, স্নেহময়ী ধাত্রী স্বরূপ নিযুক্ত করিলেন, এবং অন্যান্য বন্য স্ত্রীপুরুষ —যাহারা শিশুর প্রাণরক্ষা বিষয়ে অল্প-বিস্তর সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদিগকে বিবিধ প্রকারে পুরস্কৃত করিয়া চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় রূপে উত্তমরূপ ভোজ দিলেন। তাহাদের সেই

আসুরিক কলহ ও পরস্পরের সেই হিংসা-দ্বন্দ্বজনিত দণ্ডের কোন উল্লেখই করিলেন না।

কুলাচার্য্য বলিলেন, "মহারাজ, সন্তানাদি হইল না বলিয়া আপনি চিরদিন উদাস বিষণ্ণ মনে অতিবাহিত করিয়া আসিতেছেন, আজ হইতে এই ভাগ্যবান্ শিশুই আপনার সে অভাব পূরণ করিবে।"

চন্দ্রচূড়। এখন মহিষীও এই ভাবে শিশুটিকে দেখিলে হয়।

পুরঞ্জয়। তাহা তিনি দেখিবেন। মার আমার সর্ব্বজীবে সমান দয়া। তাঁর পুণ্যে ও মহারাজের সুশাসনে, এ দ্বীপের হিংসাবৃত্তি ক্রমেই ঘুচিয়া আসিতেছে। এমন ভাবে দিন যাইলে 'লঙ্কার রাক্ষস'—এ অপবাদ আর বেশী দিন থাকিবে না।

চন্দ্রচূড়। কুলগুরু আপনি,—সে আপনার আশীর্ব্বাদ ও দেবদেব শূলপাণির দয়া।

পুরঞ্জয়। সেই স্বয়ম্ভু শঙ্কর এ রাজ্যের চির-কুশল করিবেন,—আপনা হইতেই সে মহাকল্যাণের সূচনা হইয়াছে।

ঘোর রোলে শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর বাজিয়া উঠিল,দামামার গম্ভীর ধ্বনিও তাহাতে যোগ দিল। রাজপ্রাসাদসংলগ্ন মন্দিরে, ষোড়শোপচারে, মহাদেবের অর্চ্চনা হইতে লাগিল।

শিবভক্ত শৈব চন্দ্রচূড়, ভক্তিভরে সিংহাসন হইতে উঠিলেন,—নিবিষ্টচিত্তে, নিমীলিত নেত্রে, কুলদেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। মনে মনে বলিলেন, "হে শঙ্কর! চিরদিন সুপ্রসন্ন থাকিও,—এ রাজ্যের কল্যাণ করিও। আজ যে অনাথ অসহায় শিশুর রক্ষা ও পালনের ভার দিলে, তাহা যেন অকুণ্ঠিতভাবে সুসম্পন্ন করিতে পারি।"

জ্যোতিষবিদ্যাবিশারদ কুলাচার্য্য পুরঞ্জয় আপন মনে বলিলেন, "হে শশাঙ্কশেখর! তোমার বরেই আমার এ বিদ্যালাভ। বলিয়া দাও প্রভু,—এ শিশু কে? আমি যেন আরো সূক্ষ্মতর গণনায়, পরিষ্কাররূপে, এ শিশুর জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, পিতা, মাতা, জন্মস্থান—সকলই বুঝিতে পারি। শিশুর ভবিষ্যৎ অসম্ভাবিতরূপ উজ্জ্বল, সন্দেহ নাই। নহিলে, সংসার-পরিত্যক্ত হইয়া সমুদ্রজলে ভাসিতে ভাসিতে, আকস্মিক তাহার এই রাজপ্রসাদ লাভ!—রাজা তাহাকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিবেন। কিন্তু তার পর? সে কথা এখন থাক্।—গ্রহপূজায় শিশুর কুগ্রহ খণ্ডন করিব। কিন্তু হে শিব, সে তোমারই ইচ্ছা।"





পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজার হালে পিতৃপরিত্যক্ত শিশু প্রতিপালিত হইতে লাগিল। চন্দ্রচূড় ও তাঁহার মহিষী চিত্রাবতী, অপত্যনির্ব্বিশেষে শিশুকে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। কে পিতা, কে মাতা, কোথায় জন্মস্থান, কিছুরই স্থিরতা নাই,—রাক্ষসালয়ে, রাক্ষসের দেশে, সকলের স্নেহাশীর্ব্বাদ, কল্যাণ ও শুভ ইচ্ছার সহিত,—শিশু পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কোথায় উজ্জয়িনী, কোথায় সেই শিপ্রানদী,—আর কোথায় নির্জ্জন সমুদ্রোপকূলস্থ এই দ্বীপ। এই দ্বীপেই বরাহ-পুত্রের শিক্ষা, দীক্ষা ও সংস্কার প্রভৃতি কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। প্রকৃতি তাঁহার প্রিয় পুত্রের শুভ কার্য্যগুলি নীরবে করিয়া যাইতে লাগিলেন।

অন্নাশনসংস্কারকালে, কুলাচার্য্য পুরঞ্জয়, শিশুর নামকরণ করিলেন,—'মিহির'। বরাহ-পুত্র, সুদূর সিংহলে, মিহির নামেই বিখ্যাত হইলেন, এবং উত্তরজীবনে এই মিহির-নামেই তিনি দেশে বিদেশে প্রখ্যাত হইবেন।

শরতের শশিকলার ন্যায়, দিনে দিনে শিশু বাড়িতে লাগিল। তাহার সুকুমার দেহে রূপ আর ধরিল না। রাক্ষসেরা অবাক্ হইয়া সে মনোহর রূপ দেখিতে থাকে, আর মিহিরও নির্ব্বাক্ হইয়া তাহাদের পানে চাহিয়া থাকে। এইরূপ চাহিতে

চাহিতে, বুঝি তাহার জন্মান্তরীণ সংস্কার গুলি জাগিয়া উঠিত, তাই সেই সুকুমার সোণার শিশু, বড় উচ্চমধুর হাসির লহরী তুলিয়া, বড় আপনার জন ভাবিয়া, পরিপূর্ণ আবেগে তাহাদের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িত। এমনি আনন্দে ও উচ্চসমাদরে, শিশুর মধুর জীবনের দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

এই সময়ে চন্দ্রচূড়-মহিষী, এক পরম লাবণ্যবতী কন্যা প্রসব করিলেন। সন্তানাদির আশা তাঁহাদের ছিল না,—সে সময়ও একরূপ কাটিয়া গিয়াছিল, এবং উপস্থিত মিহিরকে পাইয়া তাঁহারা সে ক্ষোভও ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু বিধির বিধানে এ সাধও তাঁহাদের অপূর্ণ রহিল না,—বড় শুভদিনে, মাহেন্দ্রক্ষণে, তাঁহাদের এক ভুবনমোহিনী কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল। অলৌকিক লাবণ্যবতী, পরমাসুন্দরী এ কন্যা;—রাক্ষসকুলে এমন নিখুঁত রূপের ছবি,—এমন অপূর্ব্ব মনোরমা প্রতিমার আশা কেহ কখন করে নাই;—এমন অপরূপ রূপশ্রীও সচরাচর সম্ভবে না;—রাজ-দম্পতী বড় আশাপূর্ণ হৃদয়ে সেই ক্ষণজন্মা কন্যাকে লইয়া, অন্ত-রের অন্তরে, সংসারে নন্দনকাননের রচনা করিলেন।

রাক্ষস-কুলাচার্য্য,—সেই জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত পুরঞ্জয় এইবার মনে মনে হাসিলেন। বিধাতার অব্যর্থ বিধান ও অপরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্য্যকারণের সম্বন্ধ দেখিয়া, হাসিলেন। বিধিলিপিতে তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল, সেই বিশ্বাসের একাংশ সফল হইয়াছে দেখিয়া, প্রাণ ভরিয়া আপন মনে তিনি হাসিলেন। মনের এ ভাব কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

যথাসময়ে রাক্ষস-রাজনন্দিনীরও অন্নপ্রাশনাদি সংস্কার হইয়া গেল। কুলাচার্য্য, রাশিচক্র অনুসারে, কন্যার নামকরণ করি-

লেন,—ক্ষমাবতী বা ক্ষমা। এই 'ক্ষমা' হইতেই, রাক্ষসেরা চলিত ভাষায়, তাহাকে 'খনা' নামে অভিহিত করিল।

সংসারে কিছুই বৃথা যায় না। স্থানবিশেষে, নামের মাহাত্ম্যেও ফলে। চন্দ্রচূড়-নন্দিনী 'ক্ষমায়' তাহা ষোলআনা ফলিয়াছিল। সে এত যে,——কিন্তু সে কথা বলিবার আগে, অবান্তর আর পাঁচকথা বলিতে হইবে।

কুলাচার্য্য—সেই জ্যোতিষশাস্ত্র-বিশারদ পুরঞ্জয়, বহু যত্নে, বিশেষ পরিশ্রমে, চন্দ্রচূড়-নন্দিনীর একখানি কোষ্ঠী প্রস্তুত করিলেন। কোষ্ঠীর আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া, তিনি বিস্মিত হইলেন। চন্দ্রচূড় সবিশেষ জানিতে চাহিলেও, তিনি সকল কথা বলিলেন না। বলিলেন, "আমার গণনা ভ্রমপ্রমাদশূন্য নহে। আর কিছু দিন যাক্,—আপনাকে সকল কথা জানাইব। তবে এখন এই টুকু জানিয়া রাখুন, আপনার এই কন্যা, বিধাতার কোন বিশেষ কার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে, সংসারে আসিয়াছে।"

চন্দ্রচূড় আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি সে কার্য্য প্রভু ?"

পুরঞ্জয়, কথাটা গোপন করিতে ইচ্ছা করিলেও পারিলেন না, রাজার আগ্রহ দেখিয়া বলিলেন, "জ্যোতিষশাস্ত্রের চরম অনুশীলন-জ্যোতিষমাহাত্ম্য প্রচার,—আপনার এই কন্যা করিবেন।"

চন্দ্র। সে আর অধিক কথা কি প্রভু ? শিবের কৃপায়, সিংহলের আপামর সাধারণ, এবিদ্যা কিছু কিছু জানে। আপনিই ত তাহার চূড়ান্ত নিদর্শন।—আপনারই সহস্র সহস্র শিষ্য আছে।

পুর। তা আছে। কিন্তু মহারাজ! আপনার এ কন্যার

নিকট তাহারা কিছুই নয় ;—আমি নিজেও কিছুই নই ;—সমুদ্রে শিশির-বিন্দু মাত্র।

চন্দ্র। হস্তী আপনার বল বুঝিতে পারে না বটে। এ বিনয়, আপনারই যোগ্য, সন্দেহ নাই।

পুর। না মহারাজ, বিনয় নয়,—বাহুল্য-বর্ণন নয়,—অতি সত্য কথা। আপনার এই কন্যা অলৌকিক প্রতিভাবলে, এক দিন তাহার গুরুকেও পরাস্ত করিবে,—সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত করিবে ;—অসামান্যা বিদূষী হইয়া অমরীর ন্যায় পূজা পাইবে।

কুলাচার্য্য এবার মুক্তকণ্ঠে মনের কথা ব্যক্ত করিলেন ; চন্দ্রচূড় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া শুনিলেন। পরে ধীরভাবে বলিলেন,—

"তা তার এ সৌভাগ্যের মূল ত আপনি ? আপনিই ত তাহাকে শিক্ষা দীক্ষা দিয়া গড়িয়া লইবেন ?"

পুরঞ্জয় চক্ষু অবনত করিলেন। নিমেষের জন্য চক্ষু নিমীলিত করিয়া স্মিতমুখে বলিলেন,—"প্রতিভার মনোময়ী মূর্ত্তিকে, আর নূতন করিয়া গড়িতে হয় না। সে প্রতিমা—প্রতিমারূপেই বিরাজিত আছেন। ধন্য আপনি,—ধন্য আপনার রত্ন-গর্ভা মহিষী। আমি এই প্রতিভাসুন্দরীকে সুশিক্ষা দিয়া আমার জ্যোতির্ব্বিদ্যা সার্থক করিব।"

'প্রভিভাসুন্দরী'—আচার্য্যের মুখের কথাতেই, আমরাও বালিকাকে এই নামে অভিহিত করিব ;—'ক্ষমা' বা 'খনা'-নাম বড় একটা উল্লিখিত হইবে না।

শারদচন্দ্রমাকেও পরাজিত করিয়া, বালিকার রূপচন্দ্রমা

ফুটিতে লাগিল। অতুল ঐশ্বর্য্যপতি লঙ্কেশ্বর চন্দ্রচূড়ের গৃহে, সে চন্দ্রমা, অমরাবতীর আলোর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল।

আর সেই আলোর পার্শ্বে আর একটি আলো—সেটি স্থির, অচঞ্চল, নিষ্কম্পভাবে, যেন তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। দুইটি আলো যেন পরস্পর চির-পরিচিত, চির-বাঞ্ছিত; পরন্তু অদৃষ্টদোষে, পথ ভুলিয়া যেন কোন্ প্রান্তরে আসিয়া পড়িয়াছে। আবার কি দুটিতে এক হয় না? দুটি প্রাণ এক হইয়া কি মিলনের মধুরতায়, জগতে মাধুর্য্যরাশি ছড়াইতে পারে না?

মিহির অবাক্ হইয়া প্রতিভাকে দেখিত; আর প্রতিভা নির্ব্বাক্ হইয়া অনিমেষ নয়নে মিহিরের পানে চাহিয়া থাকিত। তাহাদের সেই দর্শন-ভঙ্গি, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সেই নীরব আকর্ষণ,—কাহারও বড় একটা মনোযোগ আকর্ষণ করিত না। বালক বালিকার খেলা ভাবিয়া, সকলে বুঝিয়া যাইত।

কেবল একজন তাহা বুঝিত না। সেই জ্ঞানবৃদ্ধ, প্রবীণ আচার্য্য, ইহা অন্য ভাবে বুঝিতেন। কি ভাবে বুঝিতেন, তাহা তিনিই জানিতেন,—কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না।

এই আচার্য্যই, সেই প্রথম দর্শনেই, মিহিরের অদৃষ্ট-ছক্, আপন মানসপটে অঙ্কিত করিয়া লইয়াছিলেন; পরে অতি নিবিষ্ট-চিত্তে তাহারও একখানি কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কোষ্ঠী-খানি তিনি আপনার কাছে রাখিয়া দিতেন। প্রতিক্ষণে তাহার ভাগ্যফল মিলাইয়া দেখিবার জন্য রাখিয়া দিতেন। দেহের রক্ত জল করিয়া, জীবনের সুদীর্ঘকাল ধরিয়া, তিনি যে বিদ্যার অনু-শীলন করিয়া আসিতেছেন, তাহার ফলাফল দেখিবার জন্য আগ্রহ হয় বৈ কি? তাই তিনি অত করিয়া মিহিরকে চোখে

চোখে রাখিতেন; প্রতিক্ষণে তাহার "প্রারব্ধ" লক্ষ্য করিয়া যাইতেন।—মিহিরের পরিণাম, তাঁহার ধারণার অনুযায়ী হইতেছে কি না, তাহাও বিচার করিতেন।

এখন মিহিরের বয়স দশ, প্রতিভার আট।

অপূর্ব্ব প্রিয়দর্শন—প্রফুল্লমুখ বালক বালিকা দুটি। স্বর্গের সুষমা যেন সে মুখে বিরাজিত। যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল ফুটিয়া, সৌরভে ও শোভায় সংসার আমোদিত করিয়া আছে।

খেলা-ধূলায় দু'জনা দু'জনার সাথী। ভাব-ভালবাসায় দু'জনা দু'জনার অনুরাগী; লেখা-পড়ায় দু'জনা দু'জনার প্রতিদ্বন্দ্বী; জয়-পরাজয়ে দু'জনা দু'জনার সাক্ষী;—সে এক মধুর যোগ। যেন দুটি মধুর কপোত কপোতী, সুদূর বিমান হইতে নামিয়া সংসার-প্রাঙ্গণে বিচরণ করিতে আসিয়াছে। এমনি ভাবে বালক-বালিকার জীবনের মধুর উষা অতিবাহিত হইতে লাগিল।

দুই জনেরই শিক্ষার ভার আচার্য্যের উপর পড়িয়াছিল। আচার্য্য তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। মোটামুটী সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান শিক্ষা দিয়াই, তিনি তাহাদিগকে ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র পড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

অদ্ভুত সে শিক্ষা, অদ্ভুত সে পাঠ। আচার্য্য একবার বলিয়া বা বুঝাইয়া দিবামাত্র, বালক বালিকা আশ্চর্য্য কৌশলে তাহা আয়ত্ত করিয়া ফেলে। কখন বা, বলিয়া বা বুঝাইয়া দিতেও হয় না,—অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তিবলে, তাহারা আপনারাই এক সম্পূর্ণ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া বসে,—যাহা তাহাদের গুরুও ধারণায় আনেন নাই। এরূপ সূক্ষ্মবিচায়,—অতি গুরুতর ও জটিল বিষয়ে এরূপ আশ্চর্য্য প্রবেশাধিকার দেখিয়া আচার্য্য অবাক্

হইতেন। বিস্ময়ে ও পুলকে তাঁহার সর্ব্বশরীর প্রপূরিত হইয়া উঠিত, চোখে জল আসিত। তখন তিনি আপনমনে বলিতেন,—

"আমার পুঁথিগত বিদ্যা,—পুঁথিতেই আবদ্ধ; আমি ইহাদিগকে আর কি শিক্ষা দিব,—কি শিক্ষা দিতে পারি? আমি পথ দেখাইয়া দিয়াছি মাত্র; ইহারা আপনাদের শুভ প্রারব্ধ ও উচ্চ সংস্কারবশে, সে পথ ছাড়াইয়া গিয়াছে। প্রতিভার পথে প্রতিভাই সহায়,—আমি কে? হায়! কেরে এ স্বর্গভ্রষ্ট শিশু দুইটি,—সংসারে জ্ঞানালোক বিতরণ জন্য আসিয়াছে?"

অতি অল্পদিন মধ্যেই, দুর্ব্বোধ জ্যোতিষশাস্ত্রে,—মিহির ও প্রতিভার অদ্ভুত শক্তি জন্মিল। ভূগোল ও খগোলে, তাহারা আশ্চর্য্য জ্ঞানলাভ করিল। সর্ব্ববিধ গণনায়, যেন তাহারা একরূপ সিদ্ধ হইয়া উঠিল। কেবল পাতাল-বিষয়ক গণনার পুঁথি, গুরু তাহাদিগকে দেখাইলেন না, কিংবা সেটি তাহাদিগকে শিক্ষাও দিলেন না। কেন দিলেন না, তাহা তিনিই জানেন।

স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ—বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া প্রতিভা ও মিহিরের পানে চাহিয়া রহিল।





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শেষ, প্রতিভারই জয় হইল। স্বভাবসুন্দরী প্রতিভা, জ্যোতিষ-বিদ্যায় মিহিরকে ছাড়াইল,—তাহার গুরুকে ছাড়াইল,—সমগ্র সিংহলবাসীকে ছাড়াইল। প্রতিভার প্রতিভা, সকলের প্রতিভাকে মলিন করিয়া ফেলিল। তখন প্রকৃতির প্রিয়পুত্রী প্রতিভা, যেন নিজেই নিজের শিক্ষয়িত্রী হইল। সে এক অপূর্ব্ব মধুর দৃশ্য।

বয়সে তখনো সে বালিকা—দশ বারো বর্ষ মাত্র। বালিকার মত সরল পবিত্র ভাবে, তখনো মিহিরের সহিত খেলিয়া বেড়ায়। মিহিরও প্রাণ খুলিয়া তাহার সহিত মিলিত হয়। সে খেলার ভঙ্গিটা এইরূপ ঃ—

বীণাবিনিন্দি মধুমাখাস্বরে প্রতিভা বলিল,—"বল দেখি ভাই মিহির, আমি আর-জন্মে তোমার কে ছিলাম ?"

মিহির সে কথার কোন পরিষ্কার উত্তর দিতে না পারিয়া, অতৃপ্তলোচনে প্রতিভার পানে চাহিয়া থাকিত,—বলি-বলি করিয়াও কিছু বলিতে পারিত না।

প্রতিভা অমনি বড় আদরে, বড় স্নেহভরে আসিয়া, তাহার হাত দু'খানি ধরিত ; মুখের নিকট মুখখানি লইয়া গিয়া স্মিত-মুখে বলিত,—"বলিতে পারিলে না ? আমি বলিব ?"

মিহির। বেশত, বল না ? তাহ'লে বুঝিব, প্রতিভা শুধু

ইহজন্মের নয়,—পূর্ব্বজন্ম, পরজন্ম—এসব কথাও গণিয়া বলিতে পারে। গুরুদেব তা হ'লে তোমার উপর কত খুসী হবেন।

এবার এক-গাল হাসি হাসিয়া,—হাসিতে মুক্তার মালা ছড়াইয়া প্রতিভা বলিল,—"ছি ভাই, মিহির! তুমি বড় বোকা! এ গোণাগুণির কথা নয়,—এ ভাবের কথা। তবে কি ভাই, আমার সহিত তোমার ভাব নাই?"

মিহির এবার একটু পাইয়া বসিল, বলিল,—"না, ভাব নাই।"

প্রতিভা। আমায় তুমি ভালবাস না?

মিহির। না, তা-ও নয়।

প্র। তা-ও নয়?—তবে আমি জলে ডুবে মরি?

"এঁ্যা! সে কি" বলিয়া, মিহির যেন অতি সভয়ে, ত্রস্তভাবে বালিকা প্রতিভার দুইটি হাত দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিল। এবার যেন বড় অপরাধীর ন্যায়, বিনীতভাবে বলিল,—"রাগ করিও না প্রতিভা! তোমায় ভালবাসি কিনা, তা আমি কিরূপে বলিব? তুমি নিজে তার সাক্ষী, তোমার অন্তরাত্মা তার সাক্ষী।"

প্রতিভা। আচ্ছা, বল দেখি, আমি মরিলে তুমি কি কর?—কৈ, চুপ ক'রে রইলে যে? তবে সত্যসত্যই তুমি আমায় ভালবাসনা?

মিহির। হারি মানিলাম ভাই।

প্র। ছি, তুমি পুরুষ-মানুষ, মেয়ে-মানুষের কাছে হার মানিতে যাইবে কেন?

মি। প্রতিভার নিকট সকলে হার মানে,—আমিও মানিলাম।

প্র। আচ্ছা মানিয়া লইলাম, তুমি আমায় ভালবাস। কিন্তু ভালবাসিলে মনের কথা জানিতে পারা যায়।—বল দেখি, এখন আমি কি ভাব্‌ছি?

মি। আমার ভাই, এ বিদ্যা নাই, তুমি একটু একটু শিখাইও।

প্র। আচ্ছা, তুমি কি ভাব্‌ছ আমি বলিয়া দিব ?

মি। কৈ, বল দেখি ?

প্র। আমার কথা।

মিহির—অতি ভালমানুষ মিহির—যেন একটু বিস্মিত হইল। সত্যই সে প্রতিভার কথা অন্তরের অন্তরে চিন্তা করিতেছিল। তাই আর কোন কথা না বলিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া প্রতিভার পানে চাহিয়া রহিল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রতিভা স্নিগ্ধ এক কটাক্ষ করিয়া মিহিরকে বলিল,—"কেমন, আমার কথা ঠিক কিনা ?"

মি। ঠিক—তোমার সকলই অদ্ভুত।

প্র। আচ্ছা, তুমি ঐ যখন-তখন একদৃষ্টে আমার পানে চাহিয়া কি দেখ বল দেখি ?

মি। তোমায় দেখি।

প্র। আমায় কি দেখ ?

মি। তুমি বড় সুন্দর।

প্র। ঐ আকাশের চেয়ে কি ? অদূরে—ঐ নীল সমুদ্রের চেয়ে কি ?

মি। তা জানি না। সুন্দরের বড় ছোট নাই। তুমি আমার চোখে সুন্দর ; আমি তোমার সৌন্দর্য্যে—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই,—বড় ছোট কে জানি না।

এবার প্রতিভা পরাভব মানিল। মুখে মানিল না, মনে মনে মানিল। সে নীরবে, অনিমেষনয়নে, মিহিরকে দেখিতে লাগিল।





সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কিন্তু এত শোভা, এত সুষমা, এত সরলতা—সকলের ভাল লাগে না। রাজ-সম্পতী—চন্দ্রচূড় ও তাঁহার মহিষী চিত্রাবতী, যেমন সোণার চক্ষে শিশু দুটিকে দেখিয়া অন্তরে অতুল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন, রাজপরিবারস্থ আর একটি প্রাণী, তেমনি অন্তরের অন্তরে ক্লিষ্ট ও মর্ম্মবেদনায় একান্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। সেই বেদনা, ক্রমে তাঁহার বিষময় বোধ হইল,—বিষের জ্বালায় তিনি জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কি করিবেন উপায় নাই,—আপনার বিষে তিনি আপনিই জরিতে লাগিলেন।

এ বিষ কি?—বিদ্বেষ। কেন এ বিদ্বেষ?—উত্তর নাই। হিংসা বা খলতার মূল কারণ আজিও খুঁজিয়া পাইলাম না।

সমদশাপন্ন করিতে পারিলেই কি ভাগ্যহীনের সুখ? হবেও বা। কিন্তু তাতে তার নিজের স্বার্থ কি?

তোমার আমার মত অত স্বার্থ খুঁজিয়া ইহাঁরা চলেন না,—ইহাঁরা 'নিষ্কামধর্ম্মা' জীব। বিশেষ কোন কামনার বশবর্ত্তী হইয়া

ইহাঁরা কাজ করেন না। যেরূপে হোক, কাহারও হাসি-মুখ মলিন করিতে পারিলেই হইল। এইটুকুই ইহাঁদের লাভ। যদি কোন স্বার্থের হিসাব খুঁজিতে চাও, তবে এইটুকু হইতে যা বুঝ। বেশী বুঝিতে যাইও না, তাহা হইলে হয়ত তোমার মেজাজও বিগ্‌ড়াইবে।

রাক্ষস-রাজ চন্দ্রচূড়ের সংসারেও এ শ্রেণীর একটি জীব ছিল। সে জীবটি তাঁহার ভ্রাতৃজায়া, নাম হিঙ্গনা। সেই হিঙ্গনা সুন্দরী, কি জানি কেন, মিহির ও প্রতিভার উপর বড় আড়াআড়ি ভাব দেখাইতে লাগিলেন। বিশেষ, মিহির বেচারা, যেন তাঁহার দু-চক্ষের বিষ হইল। মিহিরকে দেখিলে তিনি মুখ ফিরান; কেহ তাহার প্রশংসা করিলে নাক কোঁচকান; কোন প্রসঙ্গে তাহার কথা উঠিবার সম্ভাবনা আছে দেখিলে, অন্যকথা পাড়েন। এত সত্ত্বেও কিন্তু তাঁর ছেলে-মেয়েরা, কেহই মিহির বা প্রতিভার মত হইতে পারিল না। তা প্রতিভার মত না হইতে পারুক,—পরের পর—তস্য পর, সেই কোথাকার কে—কুড়ানো-ছেলে মিহিরের মতও হইতে পারিল না। এ তাঁর বড় আক্ষেপ। আক্ষেপভরে এক একদিন তিনি কাঁদিয়া ফেলিতেন। কিন্তু তাহাতে সে ক্রন্দন-জ্বালা নিবিত না,—বরং আগুনে ঘৃতাহুতির ন্যায় দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিত। তখন তিনি আরক্তমুখে, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া, আপনা আপনি বলিয়া উঠিতেন,—"কি বল্‌বো, রাজা-রাণীর আলালের ঘরের দুলাল্—নইলে আজ পর্য্যন্ত ওর চিহ্ন থাকে?—কোন্ কালে এম্‌নি ক'রে কড়্‌মড়িয়ে চিবিয়ে খেতুম!"

রাক্ষসী, মুহূর্ত্তের জন্য, সংস্কারবশে, তাহার সেই ঈর্ষা-জ্বালা-

জর্জ্জরিত বিকট মুখ ব্যাদান করিল,—যেন উদ্দেশে, সেই কমনীয়-কান্তি, নধর শিশুকে গিলিয়া ফেলিল!

নিকটে পরিচারিকা ছিল, সে আসিল। বলিল, "বড়-মা, আজ অমন আই-ঢাই ক'চ্ছ কেন? শরীরটা কি ভাল নেই?"

"ওরে জুলুরে, ঐ আবাগে ছোঁড়া মিহিরে,—ঐ—ঐ—"

যোগ্যা নারীর যোগ্যা অনুচরী;—কর্ত্রীর মুখের 'রা' পাইয়াই, সে বাকী কথা সব বুঝিয়া ফেলিল। উৎসাহভরে বলিল,—"বলেছ মা, বলেছ, ঐ ছোঁড়াই যত অনর্থের মূল। ওর জন্যে এ রাজ্যের সুখ নেই গো মা, স্বস্তি নেই।—বল ত মা, আমি এই রাতারাতি ওকে গিলে খাই। কাক-কোকিলেও জান্‌তে পার্‌বে না।"

কিন্তু তখনি আবার মনে মনে বলিল, "ওরে বাবা! কেউ কোথাও নেই তো? রাণী-মার চর চার্‌দিকে;—কেউ শুনিতে পায়নি ত?—এখনি মাথা কাটা যাবে!"

হিঙ্গনা। না বাছা, পরের মেয়ে তুমি,—তোমার উপর অতটা ঝুঁকি আমি দিতে পারি না। তা ত্বরায় নিপাত যাবে,—যমের দক্ষিণ-দ্বারে যাবে,—সাপে বাঘে বা বুনো-মানুষে খাবে! —ওরে বাপ্‌রে, কুড়ুনে-ছেলের আবার অত রূপ!

দাসী। ঠিক ব'লেছ মা,—অত রূপ! হেঁসেল-হাঁড়ির তলার মত গায়ের রং হবে,—ভাঁটার মত গোল-গোল চোখ দুটো হবে,—গায়ে বড় বড় রোঁ থাক্‌বে,—তা নয় কিনা,—দিব্বি চক্‌চোকে কার্ত্তিক!—কাঙ্গাল-গরীবের ছেলের অত রূপ কেন?

হিঙ্গনা। কপাল, জুলু, কপাল! আবার ঐ দেখনা, ঐ আবা-

-ঐ রাজকন্যে ক্ষমা—ক্ষমা,—তা ওর ব্যাভারটা দেখ না

কেবল ঐ হতচ্ছাড়া ছোঁড়ার পেছু পেছু—যেন এক-জোড় হ'য়েই আছে!—কেন রে বাপু, ও ছোঁড়া কি তোর বর?

দাসী। বলেছ মা,—'ও ছোঁড়া কি তোর বর?' তাই রাত নেই, দিন নেই,—মুখোমুখী হ'য়েই আছে! কে জানে মা, খোনা দিদির মনে কি আছে? নইলে ঘরের ভাই—তোমার অমন সোনার-চাঁদ ভূষণ রয়েছে,—তার সঙ্গে খেল্, গালগপ্প কর্,—হাস্-নাচ্-গা।

হিঙ্গনা। আমার ভূষণ বেঁচে থাক্, অমন ক্ষমা ঢের জুট্‌বে। (নিশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) তবে এ রাজ-পাটও জুট্‌বে না, আর অমন রূপও জুট্‌বে না।

দাসী। ঢের জুট্‌বে!—দশটা জুট্‌বে, বিশটা জুট্‌বে, একশটা জুট্‌বে,—হাজারটা জুট্‌বে—তার আর ভাবনা কি মা! (স্বগত) তবে সত্যি কথা বল্‌তে কি,—ঐ খোনাটির মত অমনটি আর হবে না। আরে কি রং রে! যেন দুধে-আল্‌তায় গোলা! (প্রকাশ্যে চুপিচুপি) হাঁ মা, ঐ ছোঁড়াটা ত খোনা-দিদিকে 'যাদু' করেনি?

হিঙ্গনা। তা হবেও বা। ও কোন্ দেশের লোক,—ওর বাপ মা, চাঁড়াল কি মুদ্দফরাস—তাই বা কে জানে?—নইলে তাঁবার হাড়ীতে আবার জ্যান্ত ছেলে ভাসিয়ে দেয়?—তা হ'বেও বা,—ঐ ছোঁড়াই হয়ত ক্ষমাকে কোন রকম 'গুণ' করেছে।

দাসী। আর ঐ বুড়ো আচায্যি ঠাকুর, তাঁরই বা আক্কেলটা কি? 'মিহির' বল্‌তেই একেবারে অজ্ঞান! কেন্‌রে বাপু, দেশে কি আর ছেলে-মেয়ে নেই, যে, তোমার ঐ গোণা-বিদ্যে শেখাতে পার?

হিঙ্গনা। বোলেছি ত জুলু, কপাল! নইলে সেই গেঁড়ো—কুড়ুনো-ছেলে আমার ভূষণকেও ডিঙ্গিয়ে যায়? হায় রে! এ কলিতে কি আর ধম্ম আছে, না বিচার আছে?

দাসী। ব'লেছ মা এক কথা,—এ কলিতে কি আর ধম্ম আছে, না বিচার আছে?

কলির সাক্ষাৎ ধর্ম্মপুত্রীদ্বয় এই ভাবে ধর্ম্মের বিচার সাব্যস্ত করিলেন, এবং এইভাবে ভাগ্যবান্ মিহিরের ভাগ্যের আলোচনা করিয়া ক্ষণকালের জন্য পরিতৃপ্ত হইলেন।

তবে, মিহির! আজিও তোমার জীবন নিরাপদ নয়! ধর্ম্মশীল রাজা চন্দ্রচূড়ের আশ্রয়ে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়া এবং অনুচর-রক্ষি-পরিবৃত থাকিয়াও তুমি শত্রুশূন্য নহ! বুঝিলাম, তোমার ভাগ্যই তোমার শত্রু সৃজন করিতেছে, এবং তোমার অতুল্য গুণরাজিই লোকের অন্তরের অন্তরে হিংসার আগুন জ্বালাইয়া দিতেছে। কিন্তু ভয় নাই,—ভগবান্ তোমার সহায়,—পরিণামে তুমিই জয়শীল হইবে।





অষ্টম পরিচ্ছেদ

জ্যোতিষবিদ্যার সহিত চিত্র, শিল্প, সঙ্গীত—এই সব কলাবিদ্যাও প্রতিভা এবং মিহির শিখিতে লাগিল। ক্ষুরধারতুল্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি, জন্মান্তরার্জ্জিত উচ্চ সংস্কার, ও অবিচ্ছিন্ন আন্তরিক অনুরাগ—সময়, সুযোগ ও সহায়ে সম্মিলিত হইয়া, তাহাদের শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিল। বালক বালিকা অতি আশ্চর্য্য মেধার বলে এই সব কলাবিদ্যায়ও একরূপ পারদর্শী হইয়া উঠিল।

ইহা ব্যতীত মল্লক্রীড়া এবং ব্যায়ামও তাহারা শিখিল। সে সময়ে সিংহলাদি দ্বীপপুঞ্জে, ধনুর্ব্বিদ্যার বড় আদর ছিল। উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট, প্রতিভা ও মিহির, এই ধনুর্ব্বিদ্যাও কিছু কিছু শিখিল।

কিন্তু সকল বিদ্যার মূলে ও শিরোভাগে তাহাদের লক্ষ্য রহিল,—সেই জ্যোতির্ব্বিদ্যা। সিংহলে যে জন্য তাহাদের এত আদর ও প্রতিপত্তি,—ভারতে যে জন্য তাহাদের নাম আজিও উচ্চারিত ও উল্লিখিত,—সেই জ্যোতির্ব্বিদ্যা। এই জ্যোতির্ব্বিদ্যাকে মেরুদণ্ডস্বরূপ জ্ঞান করিয়া, তাহারা আর যাহা কিছু করিত।

সুকুমার শৈশব ধীরে ধীরে কাটিতে লাগিল, প্রতিভা ও মিহিরের বাল্য-প্রণয় ক্রমে গাঢ়তর হইতে চলিল। রাজভোগে, চিত্তের সরসতায়, একত্র অবস্থানে, উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের বীজ অঙ্কুরিত হইল। এখন মিহিরের বয়স ষোল, প্রতিভার চৌদ্দ।

সোণার সিংহল। চির-বসন্ত বিরাজিত। মৃদুমন্দ বায়ু চির-প্রবাহিত। প্রকৃতির চির-পূর্ণতা। অতি স্বাস্থ্যকর, কবিত্বপূর্ণ স্থান। এমন মনোহর স্থানে,—প্রকৃতির এই প্রমোদ-নিলয়ে, প্রতিভা ও মিহিরের প্রণয়-তরু ক্রমে পল্লবিত, মুকুলিত, ও সুরভিত হইল।

ঊষার সে কনককান্তি কাটিয়া গিয়াছে; প্রথম প্রভাতের সে মধুর বালার্ক-কিরণ অন্তর্হিত হইয়াছে; এখন মাধ্যাহ্নিক রবি-তাপ খরগতিতে বাড়িতে লাগিল।

বালকবালিকার সে কমনীয় দেহে—রূপের প্রস্রবণ খেলিতে লাগিল। লাবণ্যময়ী দীপ্তি যেন দ্বিগুণ আভায় ফুটিয়া উঠিল। যেন প্রস্ফুটিত শ্বেত শতদল স্বচ্ছ সরসীজলে ঢল ঢল করিতে লাগিল।

অপরূপ সে রূপচ্ছবি! সমগ্র সিংহল মুগ্ধনেত্রে সে ছবি দেখিতে লাগিল।

সেই রূপ, আবার সেই রূপ অনুযায়ী কমনীয় কণ্ঠ। সে কণ্ঠে বীণাধ্বনিবৎ সঙ্গীতধ্বনি হয়। সে সঙ্গীতে পাষাণ গলে, পশুপক্ষী স্থির হয়, শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হইয়া উঠে।

মধুর জ্যোৎস্নাময়ী প্রফুল্ল রজনী। জ্যোৎস্নাধারায় ধরণী স্নাত হইতেছে। আকাশের চাঁদ আপনি হাসিয়া জগৎকে হাসাই-তেছে। প্রকৃতির সেই হাস্যময়ী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে,

অন্তরে সেই মধুর ভাব উপলব্ধি করিতে করিতে, উচ্ছ্বসিত অন্তরে, একদিন প্রতিভা একটি গান গাহিল।

বুঝি, কোকিলের পঞ্চম স্বরকেও পরাজিত করিয়া, প্রতিভার সে স্বর-সঙ্গীত ঝঙ্কারিয়া উঠিল। সে ঝঙ্কারে চাঁদের হাসি যেন আরও উজ্জ্বল আভায় ফুটিয়া উঠিল, জ্যোৎস্নালোক আরও পরিস্ফুট হইল, চারিদিকে যেন সুধাবৃষ্টি হইতে লাগিল।

হাস্যময়ী রজনী, হাস্যময়ী প্রকৃতি, হাস্যময়ী বালিকা। সর্ব্বাঙ্গ সুবাসিত ফুলমালায় শোভিত। জ্যোৎস্নার রজতধারায় পৃথিবী স্নাত হইতেছে; প্রতিভার পক্কবিম্বাধর দুটি বায়ুভরে ঈষৎ কাঁপিতেছে; সঙ্গীতের সে সম্মোহন স্বর তখনও চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মধুর চাঁদনী রাত্রি, মধুর সে গান, মধুর সে মাধুর্য্যময়ীর মনোহারিণী মূর্ত্তি।

উচ্চ প্রাসাদ-শিখরে চরণ-চুম্বিত কেশদাম পৃষ্ঠদেশে দোলাইয়া, সর্ব্বাঙ্গে সুস্নিগ্ধ চাঁদের আলো মাখিয়া, সরস প্রফুল্ল অন্তরে প্রতিভা চারিদিক্ অবলোকন করিতেছে। চকোর-চকোরী আনন্দে উৎফুল্লে উড়িয়া, নীরবে চাঁদের সুধা পান করিতেছে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নাকে দিবালোক ভাবিয়া, পিক কুহুরবে মধ্যে মধ্যে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। চারিদিকে শান্তি, চারিদিকে প্রফুল্লতা। সেই প্রফুল্লতার মাঝে প্রতিভাকে উদ্দেশ করিয়া, গান গাহিতে গাহিতে মিহির তথায় উপনীত হইল।

মিহিরের আঁখি দুটি উৎফুল্ল, মুখখানি হাসিমাখা। মনের আনন্দে উভয়ে উভয়ের সম্মুখীন হইল। মিহির প্রতিভার হাতখানি ধরিল। প্রতিভা তখন তাহার কোমল করপল্লব দুটি মিহিরের হাতে রাখিয়া বড় মমতাপূর্ণ মধুর দৃষ্টিতে মিহিরকে

দেখিতে লাগিল। দৃষ্টি করুণাপূর্ণ, অনিমেষ। মুগ্ধ-নেত্রে মিহির সে সৌন্দর্য্যের ছবি দেখিতে লাগিল।

সেই জ্যোৎস্নাময়ী মধুর রজনী, সেই স্ফুট স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক, সেই নীরব নির্জ্জন প্রাসাদ-শিখর—উর্দ্ধে অসীম অনন্ত আকাশ, নিম্নে মনোহর শষ্প-শয্যা—আর কেহ কোথাও নাই।

মুখ ফুটি-ফুটি, ফুটে না। প্রতিভা কি বলি-বলি করিয়া বলিতে পারিতেছে না। পক্ক বিম্বাধরটি কাঁপিতে লাগিল, মুখে অলৌকিক দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল, চোখ দুটি হাসি রাশিতে ভাসিতে লাগিল।

একটু পরে প্রতিভা বলিল, "মিহির, তোমার এখনো অবিশ্বাস ?"

মি। প্রতিভা, তোমায় অবিশ্বাস ? না, এমন কথা তুমি ভ্রমেও মনে স্থান দিও না। আমি আমার ভাগ্যের প্রতি সন্দিগ্ধ। কি জানি, কেন মনে হয়, তোমার আমার এ মধুর মিলনে, কে বাদ সাধিবে।

প্র। দেবতা সাক্ষী, তুমি আমার, আমি তোমার।—আমাদের এ মিলন-পথে কেহ অন্তরায় হইতে পারিবে না।

মি। রাজার ঝিয়ারী,—সিংহলের স্বর্ণসিংহাসন, অতুল ঐশ্বর্য্য, দু'দুদিন পরে সকলি তোমার ;—এ দীন অনাথ যুবকের কি সে চরম সৌভাগ্যের দিন আসিবে ?

প্র। সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য—সে তোমার আমার হাত-ধরা নয়।—সমুদ্র-বক্ষ হইতে, সেই সম্পূর্ণ অসহায় দশায়, কে তোমায় রক্ষা করিয়াছিল মিহির ?

মি। ভগবান্।

প্র। তাঁহাকে বিশ্বাস কর?

মি। তোমার কি বোধ হয়?

প্র। বোধ হয় কর না—অন্ততঃ সম্পূর্ণ নয়।

বড় দৃঢ়তার সহিত প্রতিভা এ কথা বলিল। মিহির দেখিল, প্রতিভা তাহার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়াছে। মনে মনে সে পরাভব মানিল। বলিল,—

"প্রতিভা, তোমার মত মনোবল যদি আমার থাকিত? অমন সরল বিশ্বাসে যদি ভগবান্‌কে ভাবিতে পারিতাম?"

প্র। তাহা হইলে মনের অনেক মলা-মাটী ধুইয়া যাইত—না?

মি। সার বুঝিয়াছ প্রতিভা—'মনের অনেক মলামাটী ধুইয়া যাইত!' নারী-কুলে তুমিই ধন্যা!

প্র। আর নর-কুলে তুমিই অপদার্থ—না?

মি। রহস্য নয় প্রতিভা,—তোমার তুলনায় সত্যই আমি অপদার্থ। আমি তোমার যোগ্য নই,—সমগ্র সিংহলে তোমার যোগ্য কেহ নাই।

প্র। তা কৃপা করিয়া শুধু অমন সিংহলটির কথা বলিলে কেন,—সমগ্র পৃথিবীর তুলনাটা দিতে পারিলে না?

মি। সত্য, তোমার তুলনা—তুমি।

প্র। জ্যোতিষপ্রধান দেশে থাকিয়া, দেখিতেছি যে, শেষে কবি হইয়া পড়িলে? ভাল ভাল, আচার্য্য প্রভুকে এ সুখের সংবাদটা গিয়া দিব।

মি। প্রতিভা, তোমার এই অনিন্দ্যসুন্দর অতুল্য রূপরাশি দেখিলে, অকবিও কবি হয়।

প্র। আর তোমার ঐ কদাকার কুৎসিত মূর্ত্তি দেখিলে, স্বভাব-কবিরও কবিত্ব ছুটিয়া যায়—না?

উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া টিপি টিপি হাসিল।

গদগদ-কণ্ঠে প্রতিভা বলিতে লাগিল,—“বড় ভালবাসি বলিয়া কি এমন নিষ্ঠুর কথা বলিয়া সুখী হও—মিহির? তোমা অপেক্ষা এ সংসারে আর কি সুন্দর আছে জানি না। আমাকে যে তুমি সুন্দর দেখ, সে তুমি নিজে সুন্দর বলিয়া।”

মিহির নির্ব্বাক্ হইয়া প্রতিভার পানে চাহিয়া রহিল। মনে মনে বলিল, “ধন্য আমি যে, এমন স্নেহময়ী মনোরমার ভালবাসা পাইয়াছি।”

ক্ষণকাল দুইজনেই নীরব। মাথার উপর চাঁদ হাসিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে। অনন্তসুন্দর কৌমুদীরাশি স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে দিক্ দিগন্ত আলোকিত করিয়া রহিয়াছে।

প্রতিভা বলিল, “কি ভাবিতেছ?”

মিহির উত্তর দিল,—“স্বভাবের শোভার সহিত তোমার এই স্বভাবসুন্দর ছবি ভাবিতেছি।”

পরে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলিল,—“দেখ, কি সুন্দর জ্যোৎস্নাময়ী রজনী! উর্দ্ধে—আকাশপানে চাহিয়া দেখ, চন্দ্রের কি অলৌকিক বিমল আভা! দূরে—সমুদ্রপানে দৃষ্টিক্ষেপ কর, চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র-সলিলের কি অপূর্ব্ব প্রভা! জল আলোড়িত, উদ্বেলিত, উৎক্ষিপ্ত হইয়া, কি মনোহর নৃত্য করিতেছে! সৌন্দর্য্যের সীমাবর্ত্তিনী তুমি সুহাসিনী,—তোমার সৌন্দর্য্যে আমি বিশ্বের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে শিখিয়াছি। তোমার স্নেহে না বঞ্চিত হই, এই আকিঞ্চন।”

প্র। আবার সেই কথা? তোমার এখনো অবিশ্বাস?

মি। রাগ করিওনা প্রতিভা, দুঃখী হইলে এমনই হইয়া থাকে।

প্র। ওটি তোমার মনের দুর্ব্বলতা। মঙ্গলময়ের এ বিশ্বে অমঙ্গলের আশঙ্কা কর কেন?—আশঙ্কা একটা পাপ।

মি। ঠিক বলিয়াছ, আশঙ্কা একটা পাপ। কিন্তু—

প্র। কিন্তু—কি?

মি। কিন্তু তোমার আমার এ পবিত্র প্রণয় ——

প্র। কি বলিলে তোমার প্রত্যয় হয়?

মি। তোমার কথাই আমার চির-প্রত্যয়।

প্র। তবে শুন, তোমার সহিত আমার বিবাহ—এ বিধি-লিপি। এ বিবাহ কেহ 'নয়' করিতে পারিবে না। তুমি আশ্বস্ত হও। সিংহলে কৌমার ছাড়াইয়া বিবাহ হয়; তাই আজিও আমি অবিবাহিতা। কিন্তু তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, ইহা স্থির জানিও।

প্রতিভা আপন কমনীর কণ্ঠ হইতে, কমনীয় ফুল-হার খুলিয়া লইয়া, মিহিরের কণ্ঠে অর্পণ করিল, এবং স্মিতমুখে, অনিমেষে, মিহিরকে দেখিতে লাগিল।

পুলকপূর্ণ মিহির উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলিল, "প্রতিভা, আজ আমি ধন্য হইলাম। এই নীরব নিশীথিনী, এই মধুর জ্যোৎস্না-লোক, মাথার উপর ঐ শারদীয় শশধর—আমাদের এই পুণ্য-ব্রতের সাক্ষী রহিল।"

মাথার উপর সেই চাঁদ হাসিতেছে। উর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নে শস্যশ্যামলা মেদিনী, দূরে অসীম সমুদ্র—আর কেহ কোথাও নাই।



নবম পরিচ্ছেদ



কিন্তু এই মধুর প্রেম, এই মধুর মিলন, কি নিরাপদ হইবে? আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত, কি ইহার মাধুর্য্য, ইহার সৌন্দর্য্য, সমভাবে থাকিবে?—ইহার কি কেহ বাদী হইবে না?

উত্তর অতি সহজ ও স্বাভাবিক। যাহা হয়, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইবে বা হইল। চন্দ্রে গ্রহণ লাগিল।

প্রেমই চন্দ্র। চন্দ্র যখন, তখন তাহার গ্রহণও আছে। চন্দ্রে সূর্য্যে ভিন্ন, তারকায় আর গ্রহণ হয় না।

এই কথা স্মরণ রাখিয়া বিচার করিলে, সহজেই মীমাংসিত হয় যে, জ্ঞান বা প্রেমের পশ্চাতে, শত্রু লাগিয়াই আছে। এ শত্রু রাহুরূপী—যেন গ্রাস করিতেই তৎপর।

কিন্তু পারিয়া উঠে না। সামর্থ্য কম,—শেষ রাখিতে পারে না,—উগারিয়া ফেলে। তখন আবার সেই জ্ঞান বা প্রেম, পূর্ণপ্রভায় দেদীপ্যমান্ হইয়া উঠে। রাহু ভৃত্যরূপে প্রভুর পথ ছাড়িয়া দাঁড়ায়,—প্রভুর শরণাগত হয়।

পরন্তু "স্বভাব না যায় ম'লে, আর 'ইল্লত' না যায় ধুলে"—

তাই বাগে পাইলে আবার ছোব্‌লায়,—দণ্ডেকের তরেও চাঁদের হাসি-মুখ মলিন করিয়া দেয়।

প্রেম-রাজ্যেরও ঠিক এমনি নিয়ম। প্রেমের শত্রু পদে পদে। তাই প্রতিভা ও মিহির, দিন কতকের জন্য, সেই শত্রুর কোপে পড়িল।

শত্রুটি যে কে, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই, সেই হিঙ্গনাসুন্দরী ও জুলু পরিচারিকার কথোপকথনে পরিব্যক্ত হইয়াছে। বাকী যে টুকু আছে, তাহা এখন খোদের ব্যবহারেই বুঝা যাইবে।

খোদটি সেই ভূষণসুন্দর,—হিংসা-জ্বালা-জর্জ্জরিতা, রাক্ষসী হিঙ্গনাসুন্দরীর সেই কথিত যোগ্যতর ও গুণধর পুত্র।

ভূষণ ভাবিল, "ক্ষমা যদি ঐ মিহিরে ছোঁড়ার হয়,—ঐ হতচ্ছাড়া ছোঁড়ার গলায়, সত্য সত্যই যদি ক্ষমা বরমাল্য দেয়, তবেই ত সর্ব্বনাশ!—আমার আশা ভরসা তা হইলে সকলই লোপ পাইল। না, প্রাণ থাকিতে তা করিতে দেওয়া হইবে না। ইহাতে মরি, আর মারি!"

ভূষণ—সেই ভীরু, কাপুরুষ, খল,—প্রথমতঃ প্রকাশ্যে শত্রুতা করিতে সাহসী হইল না,—মিহিরকে একখানা উড়ো-চিঠি দিল। না, চিঠী বলাটা ঠিক হইল না,—তখন চিঠীর প্রচলন ছিল না, বৃক্ষপত্রে লেখাপড়ার কাজ হইত;—সেই বৃক্ষ-পত্রে, বেনামা একটা কুৎসিত ছড়া বাঁধিয়া, কোন রকমে, তাহা মিহিরের নিকট পৌঁছাইয়া দিল। সে ছড়ায় মিহিরের অজ্ঞাত কুলশীলের কথা, মিহিরের জীবন ও জন্মের কথা, তাহার পিতামাতার কথা,—অতি অশ্লীল ইতর ভাষায় বর্ণিত।—তাহাতে তাহাকে নানারূপ অবাচ্য কুবাচ্য বলিয়া, শেষ জারজ প্রতিপন্ন করা

হইয়াছে। অতএব সেই জারজসন্তান, কোন্ মুখে, কি সাহসে স্বয়ং সিংহলপতি চন্দ্রচূড় রাজার একমাত্র প্রাণাধিকা কন্যার প্রণয়প্রার্থী হইবার কামনা রাখে?—ইত্যাদি।

পত্র পাঠে, সেই অতি কোমলপ্রাণ মিহিরের হৃদয় যে, কিরূপ ক্লিষ্ট ও কাতর হইল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। চরণে কুশাঙ্কুর বিধিলেও যাহার জ্বালাবোধ হইতে পারে, সহসা যদি তীব্র বেগে, তার বুকে বিষাক্ত বাণ আসিয়া বিদ্ধ হয়, তবে তার কতটা মর্ম্মঘাতিনী যন্ত্রণা হইতে পারে, ভাবিলেও কষ্ট হয়।

দুর্ভাগ্য মিহিরকে, যে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। বুঝি তদপেক্ষাও অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। ক্ষোভে, দুঃখে, মনস্তাপে, তাহার বুক বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল।

সর্পদংশনের জ্বালা অপেক্ষাও অধিক তীব্রতর নিষ্ঠুর উক্তিতে মিহির যেন কেমন হইয়া গেল। তাহার বুকের কলিজা যেন ফাটিয়া গেল। মর্ম্মচ্ছেদকর উষ্ণশ্বাসে দেহের রক্ত শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল। ডাক্ ছাড়িয়া সে কাঁদিতেও পারিতেছে না।

মনে মনে বলিল, "উঃ! কি প্রাণঘাতিনী লিপি! কে এ পত্র লিখিল? আমিত কাহারও কোন অনিষ্ট করি নাই,—আমার প্রতি কে এ নিষ্ঠুর অত্যাচার করিল? শারীরিক কোনরূপ কষ্ট বা কোন কঠিন পীড়া হইলে আমি এতটা ব্যথিত হইতাম না; কিন্তু বিনা কারণে সহসা এরূপ দুঃসহ মনঃকষ্টে, শত বৃশ্চিক-দংশনেরও অধিক জ্বালা অনুভব করিতেছি। হায় ঈশ্বর! তোমার রাজ্যে, এ কি বিধান? প্রতিভাকে ভালবাসিয়াছি, সে আমাকে ভাল বাসিয়াছে,—ইহাই আমার অপরাধ? দুস্তরে কূল পাইয়া জীবনের এতখানি পথে আসিয়াছি,—রাজা ও রাজ-

মহিষীর নিঃস্বার্থ স্নেহাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছি,—ইহাই আমার পাপ? জগদীশ্বর! কেন আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলে? আমার জীবন ও জন্মের উপর, এরূপ নিষ্ঠুর শ্লেষ উক্তি? পিতা-মাতার উদ্দেশে, এ গুরুতর অপমান? কৈ, স্বপ্নেও ত আমি কারো অহিত কামনা করি নাই?—হায়! এই তার প্রতিদান?"

চোখে জল আসিল। ভাবিতে ভাবিতে মিহিরের বুকের ভিতর তুষানল জ্বলিয়া উঠিল। সে আগুনে বুক ধিকি ধিকি পুড়িতে লাগিল;—কিন্তু ভস্মীভূত হইল না। ভস্মীভূত হইলে তাহার সকল জ্বালা জুড়াইত;—কিন্তু তাহা হয় কৈ?

এরূপ ভাবনায় বুকের কলিজা শুকাইয়া যায়; বড়—বড় পিপাসা পায়। মিহির প্রাণ ভরিয়া, ঝরণা হইতে অঞ্জলি পূরিয়া, সেই পিপাসার জল পান করিল।

কিন্তু দণ্ডেকের মধ্যে তাহার মুখ চোক সব চুপ্‌সিয়া গেল, চেহারা বড় বিশ্রী হইল—যেন কতদিনের কোন কঠিন রোগে তাহার সেই লাবণ্যময় মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে।—হায়, নিষ্ঠুর খলতা!

বড় পোড়্ খাইলে, তবে এ খলতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। খল যে সাধ করিয়া পরিত্রাণ দেয়, তাহা নয়,—যখন বুঝে যে, আক্রান্ত ব্যক্তি তাহার ব্যবহারে আর বিরক্ত নয়,—উপরন্তু আমোদ ভোগ করিতেছে, তখন সে আপনা হইতে তার জাল গুটাইয়া লয়,—সেই জাল বা ফাঁদ তখন আর কোন নিরীহ ব্যক্তির উদ্দেশে পাতিয়া রাখে।

মিহির নাকি এ সব সাংসারিক-রসে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ,—এ

খেলা নাকি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন, তাই তাহার এ অত্যধিক দুঃখানুভূতি,—এই অরুন্তুদ যন্ত্রণা।

কিন্তু এ যন্ত্রণারও অবসান আছে, এ মেঘও কাটিয়া যায়, এ রাহুও অন্তর্হিত হয়;--নহিলে ধাতার সৃষ্টি, দৈত্যের রচনায় পরিণত হইবে যে ?

তা-ও কি হয় ? ভগবানের রাজ্যে কি এমন অবিচার হইতে পারে ? ঐ দেখ, রাহুগ্রাসে পতিত চন্দ্র, আবার ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে। ঐ দেখ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রতিভার প্রভাবে, মিহিরের মলিন মুখে আবার হাসি ফুটিতেছে। তবে বড় ধীরে, বড় ভয়ে ভয়ে।

কেননা, খলের প্রভুত্বে কাহারও মন খুলিয়া হাসিবারও যো নাই,—খল তাহাতে বেজার হয়,—আবার নূতন করিয়া অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করে। অপরাধ, তুমি হাসিবে কেন ? তোমার ভাল হইবে কেন ? তোমার প্রতি লোকের চোখ পড়িবে কেন ? তুমি অন্ধকারে থাক, তোমার সব জ্বলিয়া পুড়িয়া যাক্,—ধরা-বক্ষ হইতে তোমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হউক,—খল মহাপ্রভুর তাহাই কামনা!

কিন্তু এমন কামনা কি কখন সিদ্ধ হয়, না সিদ্ধ হইতে আছে ? না মিহির, তোমার ভয় নাই,—সর্পরূপী এই খলের বিষ-দাঁত শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যাইবে। তখন সে ঢোঁড়া হইয়া থাকিবে, আর তোমার কি কাহারও কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। —দিন কত তুমি একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাক।





দশম পরিচ্ছেদ।

তু, মন প্রবোধ মানে না। সকল বুঝিয়াও উদ্বেল হৃদয় স্থির হয় না। বুক হুহু করে, হৃদয় দুরু দুরু কম্পিত হয়, চোখ মুখ দিয়া জ্বালা বহির্গত হইতে থাকে।

মিহিরের ঠিক তাহাই হইল। সেই এক তীব্র-কটু-গালিপূর্ণ লিপি পাঠ করিয়াই, সে কেমন উন্মনা হইয়া পড়িল। কিছুতেই সে মনকে শান্ত করিতে পারিতেছে না যে, এ কোন দুষ্টের পত্র, —তাহাকে মনঃকষ্ট দিবার জন্যই এই পত্র,—সুতরাং ইহাতে অপ্রসন্ন হইবার কোন কারণই নাই।

মুখ নত করিয়া, দুই হাতে চক্ষু আবৃত করিয়া, মিহির আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে মর্ম্মচ্ছেদকর এক একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আর দেহের রক্ত জল হইয়া যায়। বহুক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল।

শান্তিস্নিগ্ধ অপরাহ্ণ। স্নিগ্ধ মধুর বায়ু ঝির্ ঝির বহিতেছে। রাজ-উপবন অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। সৌরভে দিক্ পূর্ণ হইয়াছে। কোকিলের কুহুস্বর, পাপিয়ার 'চোখ গেল' রব, দোয়েলের মধুর তান,—শতবিধ পক্ষীর শতবিধ ঝঙ্কার

দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতেছে,—এমন কবিত্বপূর্ণ স্থানে, এমন প্রীতিপ্রদ মুহূর্ত্তেও, মিহির চিত্তের সরসতা আনিতে পারিল না,—সেই এক ভাবে, বিমর্ষ বিষণ্ণমুখে, চিন্তাকুলিত অন্তরে, অবস্থান করিতে লাগিল।

দূর হইতে প্রফুল্লমুখী প্রতিভা ডাকিল,—"মিহির, মিহির, তুমি ওখানে ?"

মিহির কথা কহিল না,—আপন মনে বসিয়া যে ভাবনায় মগ্ন ছিল, সেই ভাবনাতেই মগ্ন রহিল।

প্রতিভা কাছে গেল, বড় মমতাময় কণ্ঠে, স্নেহমাখা স্বরে বলিল, "ওকি ! তুমি অমন করিয়া এখানে বসিয়া কি ভাবিতেছ ? তোমার মুখ চোখ এমন কেন ?—কি হইয়াছে মিহির ?"

মর্ম্মর আসনোপরি—এক নিভৃত লতাকুঞ্জে—মিহিরের পার্শ্বে গিয়া প্রতিভা উপবেশন করিল। সযত্নে তাহার হাতখানি আপন হাতে রাখিয়া, পুনরায় সেই স্বরে বলিল, "কি হইয়াছে মিহির ? আমায় বলিবে না ?"

মিহির একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিল। বলি-বলি করিয়া কিছু বলিতে পারিল না,—চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। সেই জলভরা চোখে, নীরবে, প্রতিভার পানে চাহিল। হঠাৎ এক ফোঁটা গরম জল প্রতিভার হাতে পড়িল।

এ কি ! এ জল ত সে ভালবাসার অশ্রু নয় ?

চমকিত হইয়া প্রতিভা বলিল, "একি ! তুমি কাঁদিতেছ ? কি হইয়াছে মিহির,—আমায় বল।"

"প্রতিভা"—ভাঙ্গা-ভাঙ্গা গলায় এই কথাটি মাত্র বলিয়া,

মিহির চোখ দুটি মুছিয়া লইল; পরে পুনরায় সেইরূপ একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—

"প্রতিভা, তোমায় কোন্ কথা না বলি? তবে আজিকার কথা, তোমার না শোনাই ভাল।"

প্র। না শোনাই ভাল?—এমন নিষ্ঠুর কথা আমায় বলিলে মিহির?

মি। নিষ্ঠুর কথা তোমায় বলি নাই, পাছে তুমি ব্যথা পাও, তাই এ কথা বলিয়াছি।

প্র। আমি ব্যথা পাব? তোমার চোখে এ ভাবে জল দেখার চেয়ে কি সে ব্যথা বড়?

মিহির এ কথার কোন পরিষ্কার উত্তর না দিয়া আবার সেই-রূপ ভগ্নস্বরে বলিল, "আমি বড় অভাগা।"

প্রতিভা এবার বড় সহৃদয়তার সহিত আপন বস্ত্রাঞ্চল দিয়া মিহিরের চোখ দুইটি মুছাইয়া দিল। মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া, করুণাপূর্ণ চক্ষে, বড় কোমল কণ্ঠে বলিল, "এতদিন পরে আবার এ কথা কেন মিহির? কি হইয়াছে আমায় বল। কৈ, জীবনে এমন ভাব ত তোমার আর কখন দেখি নাই? মা কি বাবা তোমায় কি কিছু ব'লেছেন?"

মি। তাঁহারা দেবতা;—দেবতা কি কাহাকেও কষ্ট দেন?

প্র। তবে কে তোমার মনঃকষ্টের কারণ, আমায় বল।

মি। কেউ নয়,—আমার ভাগ্যই আমার কারণ।

প্র। এমন কথা বলিও না মিহির।—তোমার মত জোর-কপাল আর কার?

মি। না প্রতিভা, সেই শৈশবে সাগর-জলে আয়ু শেষ হইলেই আমার সকল জ্বালা জুড়াইত।

প্র। এ কথা কেন মিহির? আমাদের কি তা হ'লে তুমি পর ভাব?

ফুটন্ত নলিনী সহসা যেন একটু ম্লান হইয়া গেল;—প্রতিভা জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিল।

সে উষ্ণশ্বাস মিহিরের গায়ে লাগিল। অমনি যেন তাহার চমক ভাঙ্গিল। কৃতজ্ঞহৃদয়ে, গদ্‌গদকণ্ঠে এবার মিহির বলিতে লাগিল,—

"তোমাদের পর ভাবিব? তা হ'লে এ সংসারে আমার আপনার জন আর কে? হায়! কে মাতা, কে পিতা, কোথায় সেই প্রিয় জন্মভূমি,—কিছুই জানি না;—তবুও মনে হয়, এমন স্নেহময়ী জননী, এমন ধর্ম্মশীল জনক, এমন সোণার সিংহল,—এর চেয়ে কি কিছু বড় থাকিতে পারে? থাকে থাকুক,—আমি তা-ও চাই না।—কিন্তু—"

প্র। 'কিন্তু' কি?—কি বলিতেছিলে, বল।

মি। কিন্তু এখন আমার সেই জননী, সেই জনক, সেই প্রিয় জন্মভূমি জানিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

প্র। তাহা হইলে আমরাও তোমার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়া পড়িতেছি।

মি। না প্রতিভা, তা নয়,—তোমরা ইহজীবনে অন্তর্হিত হইবার নও;—তোমাদের স্মৃতি চিরদিন আমার রক্তমাংসে জড়িত থাকিবে।—তোমাদের ঋণ আমার অপরিশোধ্য।

প্র। তবে—কি? এ সকল কি কথা? তোমার সোণার বর্ণ সহসা এমন বিবর্ণ হইল কেন?

মি। কি আর বলিব প্রতিভা? আমার কোন কথা বলিবারও সামর্থ্য নাই। ব্যথার ব্যথী তুমি,—আপন মন দিয়া তুমি আমার ব্যথা বুঝ।

মর্ম্মাহত মিহির সেই মর্ম্মভেদী পত্রখানা প্রতিভার হাতে দিল। প্রতিভা বিস্ময়ে, কৌতূহলে, সে পত্র পাঠ করিল। পাঠে বিরক্তি, ক্রোধ, ঘৃণা—সে মুখে প্রকাশ পাইল। পত্রখানা হাতে লইয়া ক্ষণকাল কি চিন্তা করিল। আবার পড়িল, আবার কি ভাবিতে লাগিল। মনে মনে বলিল,—"ঠিক-ই হইয়াছে। এই জন্যই কি ভূষণ অপরাধীর ন্যায় আমাকে দেখিয়া সরিয়া গেল? চোরের ন্যায় তাহার দৃষ্টি;—কোন্ সাহসে মুখ তুলিয়া আমার সহিত কথা কহিবে? হা ভাগ্য! এই অধমাত্মা আমার প্রণয়-প্রার্থী।"

প্রকাশ্যে, অতি উপেক্ষার সহিত বলিল,—"তা এই জন্য তোমার এমন মনস্তাপ, মিহির? খলের শঠতায়, তুমি চিত্তের প্রফুল্লতা হারাইয়াছ? পত্রের ভাষা যতই কঠোর হোক্, উহার ভাব অতি হাল্‌কা—বর্ণে বর্ণে উহাতে বিদ্বেষ-জ্বালা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। যে দুর্ভাগা তোমায় গালি দিয়া ক্ষণিক পরিতৃপ্ত হয়, সে কৃপার পাত্র।—ইহাতে তুমি অপ্রসন্ন কেন মিহির? গালি দিয়া, কিংবা দুটা কটুকথা বলিয়া, কেহ তোমার ভাগ্য কাড়িয়া লইতে পারিবে?"

এমন তেজস্বিতার সহিত—এমন সরল ভাবে প্রতিভা এই কথা গুলি বলিল যে, মৃতকল্প মিহির যেন পুনর্জ্জীবিত হইল।

তাহার তাপদগ্ধ অন্তরে যেন সহানুভূতির অমৃতশীতল ধারা নিপতিত হইল। অনেকক্ষণের পর, সে এবার একটি নিশ্বাস ফেলিল। সে নিশ্বাস খুব গভীর হইলেও বড় আরামপ্রদ,—বুকের অনেক উত্তাপ তাহাতে জূড়াইয়া গেল,—চোখে সান্ত্বনার জল আসিল।

নিশ্বাস এতক্ষণ কি তবে বদ্ধ ছিল? মিহিরের অবস্থায় না পড়িলে তাহা বুঝানো দায়। বড় শোকে, দুঃখে বা মনস্তাপে—বুকের রক্ত জমিয়া গেলে, নিশ্বাসও ভাল পড়ে না;—আন্তরিক সহানুভূতি, সান্ত্বনা বা প্রবোধবাক্য পাইলে, তাহা অশ্রুজলে পরিণত হয়। মিহির সেই অশ্রুজল ফেলিয়া বুক জূড়াইল।

প্রতিভা বলিল, "কেন এমন মন খারাপ করিয়া বসিয়াছিলে? জীবনের উপর দিয়া এমন কত ঝড়—কত ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া যাইবে;—এমন কত পিশাচের কুটিল-কটাক্ষ অঙ্গ ঝলসিয়া দিবে;—কত হিংস্রক খল, নিষ্ঠুর পরুষবাক্যে ও কঠোর দুর্ব্ব্যবহারে বুকে কণ্টক ফুটাইবে;—ও-সব ভাবিতে গেলে কি জীবনের কোন সাধ-আহ্লাদ পূর্ণ হয়?"

অনেকক্ষণের পর মিহির এবার কথা কহিল। ভার-ভার গলায় বলিল, "ইহারই নাম কি সংসার? জীবনধারণ কি তবে বিড়ম্বনা?"

প্র। ইহারই নাম সংসার। কিন্তু জীবনধারণ বিড়ম্বনা নয়। —ঐ দেখ দেখি, কি উদার অনন্ত আকাশ,—কি মধুর তরুলতাশ্রেণী,—কি সুন্দর কল্লোলময়ী নির্ঝরিণী! খলের সর্প-জিহ্বা কি প্রকৃতির এ হাসিমুখে বিষ ঢালিতে পারে? জীবন বিড়ম্বনা বোধ করিবে কেন? জীবনে ভালবাসিতে শিখিয়াছ, প্রেমে পরকে

আপনার করিতে পারিয়াছ; জীবনেরও যিনি জীবন—সেই পরমপুরুষকে চিনিয়াছ,—ক্ষুদ্র কীটের তুচ্ছ দংশনে, এমন মধুময় জীবনকে বিড়ম্বনাময় বোধ করিবে? তবে আর পরীক্ষা কি?

মি। প্রতিভা, তোমার সর্ব্বভেদিনী প্রতিভার নিকট চির-দিন আমি হার্ মানিয়া আসিয়াছি, আজও মানিলাম। তুমি নারী হইয়াও নরের উচ্চহৃদয় লাভ করিয়াছ। এ উচ্চতম শিক্ষা, এ অসাধারণ মানসিক বল, তোমাতেই সম্ভবে। আমি তোমার সম্পূর্ণ অযোগ্য,—আমার আশা ত্যাগ কর প্রতিভা।

প্র। আবার সেই কথা? মিহির, সেই চাঁদনী রাত্রি, সেই জ্যোৎস্নালোক, সেই অঙ্গীকার-বাক্য কি এত শীঘ্র বিস্মৃত হইলে?

মি। আমায় ক্ষমা কর প্রতিভা, সত্যই আমি তোমার অযোগ্য। অযোগ্য বলিয়াই এই গালিপূর্ণ পত্র আমার উদ্দেশে লিখিত হইয়াছে। বুঝিলাম, আমি বামন হইয়া চন্দ্র স্পর্শের আশা করিয়াছিলাম।

প্র। এ কি তোমার বিষম ভুল, মিহির? প্রেমরাজ্যে যোগ্য অযোগ্যের বিচার কে করিবে? বিধির বিধানে অবিচার হই-তেই পারে না।

ক্ষণকাল দুইজনেই নীরব। মাথার উপর দিয়া পাপিয়া ঝঙ্কার করিয়া গেল।

প্রতিভা বলিল, "এ পত্র কে লিখিয়াছে, বুঝিয়াছ কি? কেন লিখিয়াছে, কিছু অনুধাবন করিতে পারিয়াছ কি?"

মি। না।

প্র। সিংহল-রাজকুলের কলঙ্ক—ভূষণের এই কাজ। সেই হিংস্রক খল, ঈর্ষাবশে এমন কাজ করিয়াছে।

মি। সে কি! তুমি কিরূপে ইহা জানিলে?

প্র। তাহার ব্যবহার দেখিয়া,—তাহার প্রকৃতি বুঝিয়া।

মিহির যেন একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "ভূষণ? রাজ-ভ্রাতুষ্পুত্র—তোমার ভাই—কুমার ভূষণের এই কাজ? হায়! আমি তাঁর কি করিয়াছি?"

প্র। করা-না-করা লইয়া খলের খলতার বিচার হয় না। তুমি আমায় ভালবাস—আমি তোমায় ভালবাসি, ইহা সে সহিতে পারে না।

মি। তবে এতে তাঁর স্বার্থ আছে? কিন্তু অকারণে আমার জন্মের প্রতি—আমার পিতামাতার প্রতি, এ কঠোর কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেন কেন?

প্র। ঐ টুকুও তার স্বার্থ। কেন না, সে বুঝিতে পারিয়াছে, এই ইতরোচিত গালি, তোমার মর্ম্মস্পর্শ করিবে,—তুমি ইহাতে কাতর হইয়া পড়িবে।

মিহির একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তাই বলিতেছিলাম, আমি তোমার অযোগ্য।"

প্র। আর এ হেন নীচাশয়, বর্ব্বর, অধমাত্মা—আমার সুযোগ্য? তুমি কি বলিতে চাও মিহির,—এই পাপিষ্ঠ আমার প্রণয়াস্পদ হইবে?

"তাই কি?"—মিহির যেন একটু বিস্মিত হইল।

প্র। তাই-ই—সে হতভাগ্যের ইচ্ছা, আমি তার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হই।

মিহিরের মুখকান্তি আবার চিন্তা-মেঘে আচ্ছন্ন হইল, আবার সে যেন কেমন হইয়া গেল।

প্র। কি ভাবিতেছ? সিংহল-রাজকুলে এইরূপ বিবাহ হওয়াই রীতি। ভ্রাতা ভগিনীকে বিবাহ করে,—বিধবা ভ্রাতৃ-জায়া দেবরের অঙ্কলক্ষ্মী হয়।

মি। তবে,——

প্র। 'তবে' কি? ঐ পরশ্রীকাতর খলের সহিত আমি হৃদয় বিনিময় করিব? মিহির! এই তুমি আমায় ভালবাস?

মিহির একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আমি সে কথা বলিতেছি না। তবে কুমার ভূষণ তোমার প্রণয়প্রার্থী!"

প্রতিভা একটু হাসিয়া বলিল, "আর তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী!—এখন হইতে বুকে বলসঞ্চয় কর,—এই পত্রই তাহার শেষ-অস্ত্র নহে,—ইহা সূচনা মাত্র।"

মি। তবে ভবিষ্যতে আরও নিষ্ঠুরাচরণ আছে?

প্র। অনেক আছে। খলের নির্য্যাতন-স্পৃহা, চরম না দেখিয়া নিবৃত্ত হয় না। সেজন্য প্রস্তুত থাক। কিন্তু ভয় নাই, পরিণামে তুমিই জয়শীল হইবে।

মি। যদি হই, সে তোমার গুণে প্রতিভা।—প্রতিভার নিকট সকলেই পরাভব স্বীকার করে।

প্র। সূর্য্যের আলোক লইয়াই চন্দ্রের আলোক।—মিহিরের আলোকে প্রতিভা-লতার তেজ ও স্ফূর্ত্তি।—দেখিও, এ ভাব তুমি ভাঙ্গিয়া দিও না।

মি। আমায় তুমি কি করিতে বল?

প্র। দিব্য স্ফূর্ত্তির সহিত হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইবে,—

মনের তেজ বাড়াইবে,—আর এরূপ কাপুরুষের এরূপ গালিপূর্ণ পত্র, এইরূপে পদদলিত করিবে।

ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে, প্রতিভা সেই পত্রখানা ছিঁড়িয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া, পদতলে মর্দ্দিত করিল। পরে মুখ উন্নত করিয়া, মরাল-গ্রীবা একটু বাঁকাইয়া বলিল, "মিহির, তোমার নামের মাহাত্ম্য এইবার দেখাও। সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপ্রভা, এখন হইতে আমি তোমার মধ্যে দেখিতে চাই।—কিছুতে ভ্রূক্ষেপ করিবে না, শত্রুর দুর্ব্বাক্য ফুৎকারে উড়াইবে, পাহাড়ের ন্যায় অচল অটল থাকিবে।"

মি। কিন্তু কিছু মনে করিও না প্রতিভা,—আমার জন্ম-পরিচয় সবিশেষ জানিতে না পারিলে, আমি কিছুতেই স্থির হইতে পারিব না।

প্র। গণনায় তাহা স্থির কর।

মি। ততদূর বিদ্যা আজিও আমার আয়ত্ত হয় নাই। গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে, কি জানি কেন, তিনিও কোন উত্তর দেন না।

প্র। আমি সে উত্তর দিব।

মি। সে কি প্রতিভা, তুমি আমার জন্মবৃত্তান্ত গণনায় জানিতে পারিয়াছ?

প্র। না জানিয়া কি সিংহল-রাজকুমারী অপাত্রে প্রণয়-স্থাপন করিয়াছে?

মিহির অতি ব্যগ্রতার সহিত বলিল, "তবে বল,—আমার উৎকণ্ঠা দূর কর,—পিতামাতার উদ্দেশে সেই বজ্রকঠিন উক্তি এখনও আমার কাণে বাজিতেছে।"

প্র। অতি উচ্চকুলে তোমার জন্ম। পরম পণ্ডিত, জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিশারদ তোমার পিতা ;—পুণ্যবতী স্বর্গারূঢ়া তোমার জননী ;—দুর্দ্দৈববশতঃ তুমি এ সুদূর সিংহলে আসিয়া লালিত-পালিত হইয়াছ। খলের গালিপূর্ণ পত্র সম্পূর্ণ বিদ্বেষপূর্ণ—মিথ্যা।

মি। আর কিছু জানিতে পারিয়াছ ?—আমি আবার স্বদেশে নীত হইতে পারিব ?

প্র। পারিবে, কিন্তু তাহার কিছু বিলম্ব আছে।—সকল গণনা সূক্ষ্মতর ভাবে গণিবার সৌভাগ্য আমারও হয় নাই। যাই হোক্, পশ্চাৎ আরও চেষ্টা করিব।

মি। গুরুদেব এ কথা আমায় বলেন নাই কেন ?

প্র। ঠিক জানি না। বোধ হয় তুমি চঞ্চল হইবে বলিয়া,—সিংহলে তোমার মন বসিবে না বলিয়া।—কেমন, এখন ভূষণের উক্তি—কুক্কুরের রব ভাবিয়া উপেক্ষা করিতে পারিবে ত ?—আবার ও কি ভাবিতেছ ?

মি। আমার অদৃষ্ট।

প্র। ও ভাবনার আদিও নাই,—অন্তও নাই ;—তবে তোমার অদৃষ্ট অতি উজ্জ্বল জানিও।

মি। আর তোমার ?

প্র। সে কথা এখন শুনিয়া কাজ নাই, সব বুঝিয়া উঠিতেও পারি নাই। তবে তুমিই আবার জীবনসর্ব্বস্ব,—তুমিই আমার ইহকাল-পরকাল,—ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।

সন্তপ্ত মিহির আরার আশ্বাসিত হইল। আশ্বাসে বিশ্বাস আসিল। বিশ্বাসে বুকে বল বাড়িল। বুকে বল বাড়ায় চিত্ত প্রফুল্লিত হইল।

ঐ দেখ, মেঘমুক্ত আকাশ আবার হাসিতেছে। রাহুগ্রাসে পতিত চন্দ্র আবার সুধাকিরণ বিকীর্ণ করিতেছে। স্নিগ্ধ কৌমুদী রাশিতে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হইতেছে।

এমনিই হয়। অবসাদের পর তৃপ্তি বড় মধুরবোধ হইয়া থাকে।—হায়রে মনুষ্য-জীবন!

মিহিরের চক্ষে সংসার আবার সুন্দরবোধ হইল। দুর্ব্বহ জীবন আবার আরামপ্রদ মনে হইল। প্রতিভা তাহার চক্ষে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ভাসিতে লাগিল।





একাদশ পরিচ্ছেদ।

এখন, হিঙ্গনাসুন্দরী ও ভূষণে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

হিঙ্গনা। তা বাছা, কি করিবে বল,—ঐ হাড়্-হাবাতে ছোঁড়া হ'তেই তোমার সকল সাধ-আহ্লাদ নষ্ট হ'লো। বরাত,—বরাত!

ভূষণ। তা আমি মা, বাছাধনকে সহজে ছাড়্বো মনে ক'রো না! তাকে চোখের জলে নাকের জলে কর্‌বো, জ্বলিয়ে-পুড়িয়ে খার্ ক'র্‌বো, তবে আমার নাম!

হি। তুমি যে পত্র দিয়েছ, তা ত কেউ জান্‌তে পারে নি?

ভূ। আমায় এম্‌নি কাঁচা-ছেলে মনে কর?—কেউ নয় মা,—কেউ নয়। সেই পত্রে তার চৌদ্দপুরুষান্ত ক'রেছি,—তার জন্মের দোষ দিয়েছি,—তার বুকে শেকুলকাঁটা ফুটিয়েছি।—পাপিষ্ঠ কিনা আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে চায়!

হি। আর ঐ ক্ষমা হতভাগীটারই বা কি আক্কেল গা? রাজকুলে জ'ন্মেছিস,—রাজার মেয়ে হ'য়েছিস্, এখন কি আর তোর ঐ পোড়াকপালে ছোঁড়ার পেছু-পেছু বেড়ানো ভাল দেখায়? কি বল্‌বোরে, আমার জা-দেওরের বিবেচনা?

ভূ। ওঁদের হ'তেই ত মা, আমাদের এম্‌নি দশা! নইলে ক্ষমাই বা কে, আর আমিই বা কে?—আজ কিনা ঐ পুঁটে-খানেক্ মেয়ের মুখ চেয়ে আমায় চোল্‌তে হয়? জোর ক'রে চুলের ঝুঁটি ধ'রে—ওকে এনে এদ্দিন কবে বিয়ে কোত্তেম,—খুড়ো-খুড়ীর তোয়াক্কাও রাখ্‌তেম না।—কি বল্‌বো, বাবা যে ঝট্ ম'রে গেল!

হি। আর সে কথা তুলিস নে বাপ!—সে কথা মনে হ'লেও প্রাণটা কেঁদে ওঠে। শুধু কি ঐ ক্ষমার বিয়ে?—তোমার খুড়ো-খুড়ীর হাত-তোলা জিনিষ খেয়ে আমাদের দেহ ধারণ অবধি ক'রতে হয়।—বরাত বাছা, বরাত!

ভূ। দূর-তুর্ ঐ বরাত! আমি ঐ বরাতের মাথায় ঝাড়ু মেরে ঠেলে উঠ্‌বো,—দেখি কে আমায় বাধা দেয়?—আচ্ছা মা, রাজারাণীর ভাব-গতিক কিছু বুঝেছ? মিহিরে-ছোঁড়ার সঙ্গে সত্যি সত্যি কি ওঁরা ক্ষমার বিয়ে দেবেন?

হি। না বাছা, তা আমি মিছে কথা বল্‌বো না,—সে পক্ষে এখনো কিছু ঠিক্ হয় নি। বিশেষ, রাজা বড় হিঁদু;—ভালবাসা হোক আর যাই হোক,—কুলগত ধর্ম্ম যে তিনি হঠাৎ পায়ে ঠেলবেন, এমন বোধ হয় না। তবে কি জান, ঐ একটি মাত্র আদুরে মেয়ে,—ওর্ আব্‌দার-বায়নাতে পাছে ঐ ছোঁড়ার বরাত ফেরে, তাই আমাদের ভাবনা। নহিলে দুটো গান গাইলে কি একত্রে দুটো আঁক-যোগ শিখ্‌লে, আর জাত যায় না।

ভূ। হাঁ, এ রাজ্যে ও সব আঁটাআঁটি নেই বটে।—তা আচ্ছা, আজ থেকে এ-পথেও কাঁটা দেবো।

হি। দিতে পার্‌বে বাছা? তা যদি পার, ত আমার বুকের

কলিজা ঠাণ্ডা হয়।—সকলের আগে ঐ বুড়ো আচায্যি ঠাকুরকে হাত কর।

ভূ। সে যা করবার, আমি ক’চ্ছি। তোমার ছেলে মা আমি, হোট্‌বো না জেনো। বিধিমতে লাগাবো ভাঙ্গাবো,—রাজার কাণ-ভারি করবো, দরকার হ’লে অন্য পথও ধরবো,—দিনকত তুমি একটু সাবধানে থেকো।

তখন সেই রাক্ষস রাক্ষসী—মায়ে-পোয়ে অনেক মতলব আঁটিল,—বেহায়া-বেলেল্লাপনা করিয়া অনেক কথা বলাবলি করিল,—মিহিরের সর্ব্বনাশচেষ্টায় নানাবিধ ষড়যন্ত্রের উদ্ভাবন করিতে লাগিল।

এই সময়ে সেই জুলু পরিচারিকাটি সেখানে দেখা দিল। তাহাকে দেখিয়া হিঙ্গনা হর্ষভরে বলিয়া উঠিল,—“এই যে জুলু, তোমার কথাই ভাব্‌ছিলেম,—খবর কি?”

জুলু। খবর আর কি বলবো মা,—কি বলবো! (ভূষণের প্রতি চুপি চুপি) সেই যে দাদামণি,—সেই পত্র খানা তুমি দূষ্‌ণোর দে ফিকির ক’রে ঐ ছোঁড়ার সাম্‌নে ফেলিয়ে দিয়েছিলে,—ছোঁড়া না সেই পত্র প’ড়ে, আছাড়-পাছাড় খেয়ে, হাপুস-নয়নে কাঁদতে লাগলো,—আমি গাছের আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখেছি। তার পর দেখি কিনা,—ওমা! ব’লতেও ঘেন্না করে,—ঐ খোনা দিদী এসে, আদর ক’রে, আঁচল দিয়ে ছোঁড়ার চোখের জল মুছিয়ে দিতে লাগ্‌ল। আর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে, ফিস্‌ ফিস্‌ ক’রে কত কি বল্‌লে, সে সব পণ্ডিতি-কথা, আমি বুঝ্‌তেও পারিনে—সব শুন্‌তেও পাইনি।—খোনা দিদী বোধ হয় ঐ ছোঁড়ারই ক’নে হবে।

ভূ। না, প্রাণ থাক্‌তে তা হ'তে দেব না।—দূষণ কোথায়?

জু। তার খবর আমি কি জানি দাদামণি? কোথায় থাকে, কোথায় যায়।

মনে মনে বলিল,—"মিন্‌সের কথা কাউকে বলা হবে না। সেদিন লুকিয়ে আমায় এক-পেট মেওয়া খাইয়েছিল। উঁহুঁ, কাউকে একথা জান্‌তে দেওয়া হবে না, তা হলে আব্‌রু যাবে।"

হি। জুলু, কি ভাব্‌ছ?

জু। ভাব্‌চি, আমার সোণার চাঁদ দাদামণিটি থাক্‌তে খোনাদিদী ঐ ছোঁড়ার হবে?---হতচ্ছাড়া ছোঁড়া! হাড়-হাবাতে ডাইন্!

হি। ঠিক ব'লেছিস্, ঐ ছোঁড়া ডাইন্—ঐ ডাইনের মায়া বুঝা ভার।

এবার ভূষণ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "ও মায়া-বুজ্‌রুকি সব গুঁড়াইব,—তোমরা একটু সতর্ক হ'য়ে থেকো।"

জু। তা দাদা, তুমি পার্‌বে—তোমার সাহসও আছে, বুকের ছাতিও আছে।

মনে মনে বলিল, "কিন্তু বরাতটি নেই দাদামণি, বরাতটি নেই।"

হায় রূপ! তোমার রশ্মিতে পতঙ্গও পুড়ে, ঐরাবতও ঝাঁপ দেয়! সারা সংসার তোমাতে আকৃষ্ট। কাটাকাটি, মারামারি, হানাহানি—সকলি তোমারই জন্য। হায়, তুমি রূপ!

'রূপ লাগিয়ে রণ!' মিহির, তবে আবার প্রস্তুত হও। আবার তোমার উপর কঠোর পরীক্ষা চলিবে।





দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"এখন কি করা যায়? কি করিলে সকল দিক্ রক্ষা পায়?"

সিংহল রাজ-অন্তঃপুর। সেই অন্তঃপুরে, এক সুরম্য প্রকোষ্ঠে স্বর্ণ পালঙ্কে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায়, চন্দ্রচূড়, তাঁহার মহিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন কি করা যায়? কি করিলে সকল দিক রক্ষা পায়?"

মহিষী চিত্রাবতী স্বামীর পদসেবা করিতে করিতে উত্তর দিলেন—"ক্ষমাকে মিহিরের সঙ্গেই বিবাহ দাও, সর্ব্বাংশে মানাইবে ভাল।"

চন্দ্রচূড়। মানাইবে যে ভাল, তা বুঝি। কিন্তু——

চিত্রা। তবে আর 'কিন্তু' কি? শুভকর্ম্মে এমন 'f করিতে নাই।

চন্দ্র। রাজ্ঞি! তুমি ত আমাদের কুলধর্ম্ম সকলই অবগত আছ? চির-প্রচলিত কুলধর্ম্মের অবমাননা করিয়া একজন বিভিন্ন বংশীয় ভিন্নদেশীকে কন্যাদান করি কিরূপে? মিহির স্নেহে ও অন্তরের টানে আমাদের সন্তানস্থানীয় হইলেও,—রক্তের সম্পর্ক মাত্র তাহাতে নাই। এমত অবস্থায় তাহাকে

কন্যাদান, আমাদের কুলাচার ও লোকাচারের বিরুদ্ধ। স্নেহের অনুরোধে ধর্ম্মবিগর্হিত কাজ, কিরূপে করি বল?

দেশভেদে, সমাজভেদে ভিন্ন ব্যবস্থা। তদানীন্তন সিংহলের বিবাহ-বিধি এইরূপই ছিল।

চিত্রাবতী বলিলেন, "তবে কি করিবে স্থির করিয়াছ?"

চন্দ্র। স্থির কিছুই করিতে পারি নাই। সেই জন্যই ত চঞ্চল হইয়াছি। এদিকে ভূষণ,—যেরূপ স্বভাব-চরিত্র, যেরূপ অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর, তাতে তাকে কন্যাদান,—কন্যা-বিসর্জ্জনের মনে করি। আবার কুলধর্ম্ম,—তাকে কন্যাদান না করিলেও নয়।

চিত্রা। কাজ কি এমন কুলধর্ম্মে কন্যা বিসর্জ্জন অপেক্ষাও কি কুলধর্ম্ম বড়?

চন্দ্র। কুলধর্ম্মই বড়—ধর্ম্ম সকল অবস্থাতেই বড়।

চিত্রা। তবে ভ্রাতুষ্পুত্রকেই কন্যাদান করিবে?

চন্দ্র। সেই কথাই এখন ভাবিতেছি। কি করিলে সকল দিক্ রক্ষা হয়, তাহাই চিন্তা করিতেছি।

চিত্রা। গুরুদেব কি বলেন? তাঁহার অভিমত কি?

চন্দ্র। তিনিও কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। তিনিও মিহিরকে প্রাণের সমান ভালবাসেন। মিহিরের সহিত ক্ষমার বিবাহ হয়, তাঁহারও আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু কুলগুরু তিনি,—কিরূপে আমাকে কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলিবেন?

চিত্রা। তা না বলুন, অন্য কোন বিধি-ব্যবস্থা করিতে পারেন না? লোকাচার, কুলধর্ম্ম, তিনি যেরূপ চালাইবেন, সেইরূপই চলিবে।

চন্দ্র। এটা অতি স্বার্থপরতার কথা। মহিষি! তোমার মুখে এমন কথা শুনিব, আমি আশা করি নাই। স্বার্থের অনু-রোধে আমি পূর্ব্বপুরুষদের অবমাননা করিতে পারি না,—গুরুকে কলঙ্কের ভাগী করিতে পারি না।

ক্ষণকাল দুইজনে নীরব। চন্দ্রচূড় শয্যা-উপাধান হইতে একখানি লিপি লইয়া বলিলেন, "কি বলিব মহিষি, ক্ষমার পরিণয় ব্যাপার লইয়া আমি যে কি বিষম বিপদে পড়িয়াছি, তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন। এই দেখ, একখানি কলঙ্কপূর্ণ কুৎসিত পত্র :—মন্ত্রীর হাতে ইহা কোন রকমে পড়িয়াছিল।"

মহিষী পত্রপাঠ করিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "ইহা ত কোন শত্রুপক্ষের রটনা। মিহিরের বিরুদ্ধাচরণ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য।"

চন্দ্র। শত্রুপক্ষ আর কে?—সেই ভূষ্‌ণো। তা আমি বেশ বুঝিয়াছি। কিন্তু ইহাও বুঝিয়াছি, মিহিরের সঙ্গে ক্ষমাকে এখন আর অমন স্বাধীনভাবে বেড়াইতে দেওয়া উচিত নয়।

চিত্রা। শেষ কি ইহাই তোমার বিচারসঙ্গত হইল? মিহিরকে আমি পেটে না ধরিয়াও যে, পেটের ছেলে ভাবিয়া আসিয়াছি? এতদিন পরে তাহাকে ভিন্ন ভাবে ভাবিব কিরূপে? হায়! শত্রুর কথায় শেষে তুমিও বিচলিত হইলে?

চন্দ্র। বিচলিত আমি হই নাই। তবে শত্রুতার মধ্যেও যেটুকু সত্য আছে, সেইটুকু পালন করা কর্ত্তব্য।—ক্ষমা এখন বয়ঃস্থা হ'য়েছে,—এরূপ বয়ঃস্থা কন্যার সহিত একজন যুবকের অতটা মেলামেশা ভাল নয়।

চিত্রা। তুমি কি বলিতেছ? তোমার সে স্নেহমমতা

কোথায় গেল? ক্ষমা ও মিহির যে আমার চক্ষে এক। এক চক্ষু নষ্ট করিয়া আর এক চক্ষে আমি হাসিরাশি ফুটাইব কিরূপে? তুমিও এমন কঠিন হইয়া থাকিবে কেমন করিয়া?

চন্দ্রচূড় একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"কর্ত্তব্যের অনুরোধে,—ধর্ম্মের অনুরোধে।—রাজ্ঞি! তোমার অপেক্ষা যে মিহিরের প্রতি আমার স্নেহ কিছু কম, এমন মনে করিও না। পুত্রসন্তান না হওয়ায় আমার যে ক্ষোভ, আর মিহিরকে দৈবের কৃপায় পুত্ররূপে পাওয়ায় আমার যে আনন্দ,—সে আনন্দ ও ক্ষোভের মাত্রা, আজিও আমি ঠিক করিতে পারিলাম না। তুমিও ত তাহা বিধিমতে দেখিয়া আসিতেছ; আজ তবে কেন আমার হৃদয়ের প্রতি সন্দিহান হও? অধিক কি, মিহির ও ক্ষমা —এ দু'য়ের মধ্যে কে আমার বেশী প্রিয়,—অনেক সময় তাহাও আমি ভাবিয়া উঠিতে পারি না।"

চিত্রা। সেই জন্যই ত বলিতেছি, ক্ষমা ও মিহিরের মুখ চাহিয়া, তুমি কিরূপে উহাদের এতদিনের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিবে? আহা, বাছারা দুটিতে যেন কপোত-কপোতী! শৈশব হইতে একত্রে ছায়ার ন্যায় বেড়াইতেছে।—ঐ দেখ, কেমন হাসি-হাসি মুখে এইখানেই আস্‌ছে। সরলতা ও পবিত্রতা ভরা ঐ মুখ;—ও মুখ মলিন করিবে কিরূপে?

চন্দ্রচূড় মনে মনে বলিলেন, "সত্য, ও মুখ মলিন করিব কিরূপে? অথচ করিতেও হইবে।—অহো, ভাগ্য!"

প্রতিভা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আজ ক'দিন থেকে তোমায় যেন কেমন চিন্তিত-চিন্তিত দেখিতেছি;—কি ভাবিতেছ বাবা?"

মিহিরও সেই স্বরে বলিল, "প্রতিভার কথা ঠিক ;—আমিও যেন আপনাকে কি ভাবিতে দেখিতেছি।—কি হইয়াছে বাবা, শুনিতে পাই কি ?"

চন্দ্রচূড় বিষয়িলোকের মত কাজ করিলেন। মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "মিহির, তুমি এখন বড় হইয়াছ ; আর খেলা-ধূলা করিয়া বেড়াইবার সময় নাই,—এখন হইতে তোমায় রাজ্যসংক্রান্ত কোন কার্য্যের ভার লইতে হইবে।"

মিহির—অতি সরলপ্রকৃতি, শান্ত, শিষ্ট মিহির, বিনীতভাবে বলিল,—"যে আজ্ঞা।"

চন্দ্রচূড় কন্যাকে কহিলেন, "ক্ষমা, তুমি আর বড় বাড়ীর বাহির হইও না,—এখন হইতে রাজ-কুলোচিত শীলতা ও সংসার-ধর্ম্ম শিক্ষা কর।"

প্রতিভা—মিহির নয়,—সে এই একটুখানি ইঙ্গিতেই, পিতার মনোভাব সমস্তই বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল, পাপিষ্ঠ ভূষণ তাহার পিতার মনকেও বিকৃত করিয়া দিয়াছে,—তাই চন্দ্রচূড়ের আকস্মিক এই অতি-সতর্কতা। মনে মনে সে একটু হাসিল। কিন্তু মুখে, পিতৃবাক্যের কোনরূপ প্রতিবাদ করিল না। ভালমানুষটির মত বলিল, "বাবা, আমার প্রতি আর কোন আদেশ আছে ?"

চন্দ্রচূড় প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কঠিন হইয়াও, আর কিছু বলিতে পারিলেন না,—মিহিরের সে সরল মুখারবিন্দ দেখিয়া, কেমন হইয়া গেলেন। মনে মনে বলিলেন, "এই মিহিরে আর আমার সেই পাপিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রে ? স্বর্গে ও নরকে এত প্রভেদ আছে কিনা সন্দেহ।"

প্রকাশ্যে কন্যাকে বলিলেন, "না মা, বড় হইয়াছ, সংসার-ধর্ম্মও ত কিছু কিছু শেখা চাই ?"

বুদ্ধিমতী প্রতিভা দেখিল, তাহার পিতা এইটুকু বলিয়াই যেন কিছু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছেন।

সে আর কিছু বলিল না,—নীরবে মিহিরের মুখের পানে একবার তাকাইল। মিহিরও করুণাপূর্ণ নয়নে তাহার দিকে একবার চাহিল। তাহাদের সেই নীরব দেখাদেখির মধ্যে যে কি হইয়া গেল, তাহা তাহারাই বুঝিল। বুঝিল, সিংহলপতির এই একটি মাত্র কথায়, সহসা তাহাদের মধ্যে বহু ব্যবধান পড়িয়া গিয়াছে।

মিহির আগে কিছু না বুঝিতে পারিলেও, এখন যেন দর্পণে প্রতিবিম্ব দর্শনের ন্যায়, সমস্তই বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল, আজিকার ক্ষণ, তাহাদের জীবনের একটা অভিসম্পাত স্বরূপ।

ধীরে ধীরে উভয়ে নিশ্বাস ফেলিল। সে নীরব নিশ্বাসে যে উষ্ণতা বাহির হইল,—তাহা আপাততঃ তাহারা কাহাকে বুঝিতে দিল না। উভয়ে বিভিন্ন দিকে চলিয়া গেল।—যেন পিতার এই বিশ্রাম-প্রকোষ্ঠে, তাহারা কি অমূল্য-নিধি হারাইয়া গেল।





ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মহিষী চিত্রাবতী ইহা লক্ষ্য করিলেন। স্বামীকে বলিলেন, "তুমি এ কি করিলে? একটুখানি হাই দিয়াই স্বচ্ছ দর্পণ-খানিতে দাগ্ ধরাইলে?"

চন্দ্র। ভয় নাই, ও দাগ্ এখনি মিলাইয়া যাইবে।

চিত্রা। দাগ্ মিলাইবে বটে, কিন্তু স্থানটা চিহ্নিত থাকিবে।

চন্দ্র। সংসার-ধর্ম্ম করিতে গেলে, এমন দুই একটা চিহ্ন থাকিয়া যায়। তুমি ত স্বয়ং সিংহলেশ্বরী,—তোমার বুকেও কি এমন চিহ্ন নাই?

চিত্রা। আগে থাকুক না থাকুক,—এখন একটা থাকিয়া গেল বটে।—আহা! মিহির বড় নিরাশাপূর্ণ চক্ষে ক্ষমার পানে চাহিয়াছিল।

চন্দ্র। আর ক্ষমা?

চিত্রা। সে স্ত্রীলোক, সহিতে জানে,—অসাধারণ সহিষ্ণুতা-বলে ইহা সহ্য করিবে।

চন্দ্র। আর সে অসাধারণ বুদ্ধিমতী,—পিতার দায়িত্ব বুঝিয়া, অনায়াসে মিহিরকে সমস্ত বুঝাইয়া বলিতে পারিবে;—তখন আর কাহারো কোন কষ্ট থাকিবে না।

চিত্রা। তাহাই যেন হইল। কিন্তু তারপর?—তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রকেই কি কন্যাদান সঙ্কল্প করিলে?

চন্দ্র। সে পাষণ্ডের কথা আর মুখে আনিও না। সে পরের কথা, পরে বিবেচনা করা যাইবে। যে পাপিষ্ঠ স্বার্থের খাতিরে, আর একজনের এমন অনিষ্ট করিতে পারে,—এমন গ্লানিকর বিদ্বেষপূর্ণ পত্র লিখিতে পারে, তাহার স্মৃতিও পাপ।

মনে মনে বলিলেন, "দেবদেব, হে শঙ্কর! হে পার্ব্বতী-নাথ! আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার কর।—আমার কুলধর্ম্মও রক্ষা হোক্, আর ক্ষমাও যোগ্যপাত্রে অর্পিতা হউক।—তোমার ইচ্ছায় কিনা হয়, ইচ্ছাময়?"

এই সময় সেই বৃদ্ধ কুলাচার্য্য পুরঞ্জয় সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া চন্দ্রচূড় সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার পদধূলি লইলেন, মহিষী গললগ্নবাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া ভক্তি-ভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

কুলাচার্য্য আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"শুভে! চিরায়ুষ্মতী হও,—মনস্কামনা পূর্ণ হউক।"

চিত্রা। দেব, মনের কামনা কি পূর্ণ হইবে? ক্ষমা কি যোগ্যপাত্রে অর্পিতা হইবে?

পুরঞ্জয়। যোগ্যপাত্রে অর্পিতা হইবে—কার সাধ্য তা নয় করে?

চিত্রা। দেব, আশ্বস্ত হইলাম,—বুকে বল পাইলাম,—বেদবাক্যের ন্যায় যেন আপনার আশীর্ব্বাদ-বাণী সফলা হয়।

পুর। কেন মা, ও কথা বল?—আমি কে? আমার

আশীর্ব্বাদের মূল্য কি?—উপর হইতে সেই অনন্তদেবের অমোঘ আশীর্ব্বাদ তোমাদের উপর বর্ষিত।—মহারাজ, আজ এমন বিষণ্ণ-মুখে কেন?

চন্দ্র। দেব, অন্তর্য্যামী আপনি, আপন অন্তর দিয়াই কিঙ্করের অন্তর দেখুন।—ক্ষমার পরিণয়-প্রসঙ্গে আজ এইরূপ কাতর হইয়াছি।

পুর। ঐ টুকুই আমাদের ভোগ। কে কার কি করিতে পারে,—মহারাজ? যিনি ঐ রূপের প্রতিমা গড়িয়াছেন,—ঐ অসামান্যা গুণবতী—বিদ্যাবতীকে সংসারে আনিয়াছেন, তাঁহার বিধান কখনই ব্যর্থ হইবে না,—প্রতিভাময়ী ক্ষমা যোগ্যপাত্রেই পরিণীতা হইবে, আর সে যোগ্যপাত্র আপনার গৃহেই বিদ্যমান।

রাজা ও মহিষী যেন একটু বিস্মিত হইলেন!—'গৃহে বিদ্যমান?' তবে, ভূষণ নাকি?

রাজা-রাণীকে আর একথা মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিবার কষ্ট স্বীকার করিতে হইল না,—পুরঞ্জয় নিজেই বলিলেন, "আমি ভাগ্যবান্ মিহিরকে উদ্দেশ করিয়াই এ কথা বলিতেছি;—রাজশ্রীর কণ্টক, রাজ-পরিবারের কুলাঙ্গার ভূষণকে স্মরণ করিয়া আপনারা উৎকণ্ঠিত হইবেন না। না, সে অপবিত্র আধারে এ সর্ব্বগুণান্বিতা, রত্নময়ী প্রতিমার সমাবেশ ঘটিতেই পারে না;—তাহা হইলে বিধির বিধান ব্যর্থ হইবে জানিবেন।"

এতক্ষণে চিত্রাবতী, যেন দেহে প্রাণ পাইলেন। তাঁহার হৃদয়ের একটা মহা গুরুভার যেন নামিয়া গেল। চোখে মুখে প্রফুল্লতার পূর্ণদীপ্তি ফুটিয়া বাহির হইল।

চন্দ্রচূড় অন্তরের অন্তরে অপার আনন্দ অনুভব করিলেন,

তবে একটু সংশয়িত-চিত্ত হইয়া বলিলেন, "কিন্তু গুরুদেব, রাজ-কুলের কৌলিক ধর্ম্মও ত রক্ষা হওয়া চাই?"

পুর। ধর্ম্মই ধর্ম্মকে রক্ষা করিবেন।—কোথা দিয়া কি ভাবে কোন্ সূত্রে করিবেন, তাহা তিনিই জানেন। আপনার আমার সে ভাবনা ভাবিয়া কোন ফল নাই।

চন্দ্র। তবে এখন?

পুর। এখন এ বিবাহ হইবে না। আপনি চেষ্টা করিলেও হইবে না। সময় হইলে আপনা হইতেই হইবে।—ভগবানে নির্ভর করুন।

চন্দ্র। আপনি বলিলেন,—সকল অন্তরায় কাটিয়া যাইবে?

পুর। নিশ্চয়। বিধি-লিপি,—কার্ সাধ্য খণ্ডন করে?

চন্দ্র। ক্ষমা করিবেন, একটা সন্দেহ হইতেছে,—ভূষণ সত্ত্বেও এ বিবাহ হইবে?

পুর। দেখুন, ঐ কূট-ভাবনাতেই আমাদের সর্ব্বনাশ হয়। ঐ ভাবনাই আমাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস মলিন করে, মনে অশান্তি আনিয়া দেয়।—ক্ষমার বিবাহকালে ভূষণ এ সংসারেই থাকিবে না!

চন্দ্রচূড় চমকিত ও বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "সে কি! সংসারে থাকিবে না?—আপনি ধ্যানযোগে ইহাও জানিতে পারিয়াছেন?"

পুর। দৈবই কৃপাপরবশ হইয়া কিছু কিছু জানাইয়া দিয়াছেন। হতভাগ্য ভূষণ আপনার মৃত্যু আপনিই ডাকিয়া আনিবে। ঈর্ষাবশে মিহিরের প্রাণহন্তা হইতে গিয়া, নিজেই হত হইবে।—দৈবের লীলা কিছুই বুঝিবার যো নাই, মহারাজ!

চন্দ্রচূড় ও চিত্রাবতী এবার অতিমাত্রায় বিস্মিত হইলেন।

তাঁহাদের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। অনিমেষ নয়নে তাঁহারা কুলাচার্য্যের পানে চাহিয়া রহিলেন।

পুরঞ্জয় বলিতে লাগিলেন,—"এ কথা এখন কাহাকেও প্রকাশ করিবেন না। এ সকল কথা, প্রকাশ করিতেও নাই। তবে আপনারা নাকি বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন,তাই ইহা জানাইলাম।"

চন্দ্রচূড় অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "আর একটি নিবেদন আছে। মিহিরের জীবন ও জন্মবৃত্তান্ত কিছু অবগত হইয়াছেন?"

পুর। আজিও সব জানিতে পারি নাই। যাহা জানিয়াছি, তাহাও এখন আপনাদের শুনিয়া কাজ নাই। গুরুর কৃপায়, পারি ত, বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহা প্রকাশ করিব। তবে এইটুকু জানিয়া রাখুন,—মহারাজ মহারাণি! মিহিরকে কন্যা-সম্প্রদানে, আপনাদের কুল উজ্জ্বল হইবে,—বংশের গৌরব বাড়িবে,—অপত্যবাৎসল্যের চরম সাধ মিটিবে। স্বয়ম্ভূ শঙ্কর এখন সে শুভদিন মিলাইয়া দিলে হয়।

চন্দ্র। কুলগুরুর আশীর্ব্বাদ কখন ব্যর্থ হইবে না।

পুর। ভবিতব্যও কেহ রোধ করিতে পারিবে না।

চিত্রা। দেব! আপনিই আমাদের ভবিতব্য,—আপনিই আমাদের ভরসা। আপনি যখন বলিতেছেন—মঙ্গল হইবে, তখন ইহাতে আর কেহ বাদ সাধিতে পারিবে না।

চন্দ্র। হাঁ,আজ আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। কুলগুরুর পাদস্পর্শে এ কক্ষ পবিত্র, দেহ মন শীতল হইল। আজ আমাদের সুপ্রভাত।

পুর। সুপ্রভাতও সেই বিধাতার বিধান।—সাবধান, ঘুণাক্ষরে এ কথা প্রকাশ না পায়।





চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কিন্তু, প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই, প্রতিভা ও মিহির ইহা জানিতে পারিয়াছে। কেমন, আপনার-আপনার, মন দিয়াও জানিতে পারিয়াছে, আর গণনাবিদ্যার দ্বারাও ঠিক-ঠিক অবগত হইয়াছে। তথাপি রাজা চন্দ্রচূড়ের সেই একটুমাত্র ইঙ্গিতে, তাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িল।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, ফল শুভ—ইহা নিশ্চিত জানিতে পারিয়াও আবার অবসন্ন হইয়া পড়িল কেন?

উত্তর—'মৃত্যু একদিন অবশ্যম্ভাবী'—এই অভ্রান্ত ধ্রুবসত্য সুনিশ্চিতরূপে জানিয়াও কেন আমরা মৃত্যুর নামে শিহরিয়া উঠি?—এবং কেনই বা সে শিহরণ—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের অন্তরে বিশেষরূপে অনুভূত হইতে থাকে?

প্রতিভা ও মিহিরের ঠিক তাহাই হইল। রাজা ইঙ্গিত করিলেন বা আদেশ দিলেন,—'তোমরা একটু পৃথক্-পৃথক্ থাকিও'—তাহারাও অমনি, সকল বুঝিয়াও, ভয়ে ও মোহে,—কেমন আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িল। এবং সেই আত্মবিস্মৃতি হেতু, ধ্রুবত্বেও সংশয় জন্মিল। তাই নিরর্থক কিছুদিন নিরাশায় ও দুশ্চিন্তায় অবসন্ন হইয়া রহিল। ইহারই নাম অদৃষ্টের ভোগ।

মিহির রাতদিন ভাবে—"হায়! তবে কি প্রতিভা-রত্ন আমার হইবে না? মিলনের মধ্যপথে আসিয়া, কেন এ ব্যবধান পড়িল? জীবনের মধুর বসন্তে কেন বর্ষার ঘনঘটা হৃদয় আচ্ছন্ন করিল? তবে কি জ্যোতিষ-বিদ্যা ভ্রমাত্মিকা? এতদিন ধরিয়া, তবে কি এই ভ্রান্তির উপাসনা করিয়া আসিলাম?"

এই মিহিরই একদিন ভূষণের সেই গ্লানিপূর্ণ পত্রপাঠে মর্ম্মাহত হইয়া বলিয়াছিল,—"আমার আশা ত্যাগ কর প্রতিভা,—আমি তোমার সম্পূর্ণ অযোগ্য!"—আর এখন?—এখন প্রতিভা তাহার 'হয় কি না হয়'—এই চিন্তাতেই অস্থির।

মনুষ্য-জীবন এমনি পরাধীন! মনের উপর সে আধিপত্য করিবে,—না, মনই তাহার উপর আধিপত্য করে!

তবে একটা কথা এই, তখন সে বলিয়াছিল—আপনা হইতে; আর এখন তাহার সেই কথা কার্য্যে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে—আর একজনের কথায়। মূলে প্রভুত্ব কিছুই নাই,—অথচ আত্মপ্রভুত্বের অভিমানে, মানুষ এমনি অধীর হয়। বিশেষ, নৈরাশ্যের অবস্থায়, ভোগলিপ্সাটা কিছু অধিক বলবতী হইয়া থাকে। তাই মিহির ঈদৃশ ভাবাপন্ন।

আর প্রতিভা?—অসাধারণ বুদ্ধিমতী হইলেও, পিতার আদেশবাক্যে একটু বিচলিত হইল বৈ কি?—একটু অন্যমনস্কা,—একটু চিন্তাগম্ভীরা,—একটু নিরাশকাতরা হইয়া রহিল বৈকি? আর সে প্রাণভরা স্ফূর্ত্তি নাই, সে চিত্তোন্মাদক নৈশ-সঙ্গীত নাই,—মিহিরের সহিত আর তেমন সেই গলাগলি ভাবও নাই।—এখন যেন একটু ভাবের অভাব, একটু সঙ্কোচ ও ভয়, একটু ছাড়াছাড়ি ভাব বিদ্যমান।—"হায়! তবে কি আজন্ম-

সঞ্চিত আশা বিফল হইবে? সত্য সত্যই কি পিতা এমন করিবেন?—ওহো! চণ্ডালহৃদয় ভূষণ! তোমা হইতেই এ সর্ব্বনাশ হইল। কিন্তু ভাগ্য, তুমিও কি এতই প্রতিকূল? দৈব, তুমিও কি আমাদের প্রতি বাম?"

এমনি দুশ্চিন্তায়, এমনি সন্দেহ-দোলায়, প্রতিভার মনও দুলিতে লাগিল। সে লাবণ্যময় ঢলঢল মুখকমলে, চোখের এক কোণে, ক্ষুদ্র একটি কালির দাগ পড়িল। যেন সুপ্রস্ফুটিত শ্বেত শতদলের মধুর পাপ্‌ড়ির উপর একটি ভ্রমর আসিয়া বসিল।

মনের এরূপ অবস্থায়, প্রতিভা ও মিহির চিত্র-বিদ্যায় মনোনিবেশ করিল। পূর্ব্বেই এ বিদ্যা একটু শিখিয়াছিল, এখন ঠিক্ উপযুক্ত সময়ে, মনের সহিত ঐক্য করিয়া, তাহারা এই বিদ্যার অনুশীলনে যত্নপর হইল। প্রণয়সরস হৃদয় ত বাধা পাইয়া চুপ করিয়া থাকিবার নয়?—তাই একদিক হইতে আর এক-দিকে একটু সরিয়া গিয়া, আসর জমাট করিয়া বসিল। কবি যেমন স্বভাবানুযায়ী শব্দচিত্রে মনের ভাব আংশিক ব্যক্ত করেন, চিত্রশিল্পীও তেমনি হৃদয়ের ছবি পটে প্রতিবিম্বিত করিতে প্রয়াস পান। প্রতিভা ও মিহির এখন সেই চিত্র-শিল্পে, আপনা-দের প্রমত্ত মনকে অনেকটা শান্ত ও সংযত করিল।

লতা পাতা, ফল ফুল, অরণ্য পর্ব্বত, পশু পক্ষী, নর নারী, দেব দেবী—যাহাই চিত্রিত হউক না কেন,—তাহার মধ্যেই তাহাদের হৃদয়ের কোমল মধুর ভাব পরিব্যক্ত হইত। কেমন একটু সহানুভূতি, কেমন একটু স্নিগ্ধতা, কেমন একটু স্নেহ-তাহাতে প্রকাশ পাইত। যেন তাহাতে কি-একটু মিশানো আছে,—যাহা দেখিলেই হৃদয় আকৃষ্ট হইয়া যায়।

চিত্র অঙ্কনের পর যখন প্রতিভা ও মিহিরের দেখাসাক্ষাৎ বা কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তখন পরস্পর পরস্পরকে সেই সযত্ন-অঙ্কিত হৃদয়ের ছবি দেখাইয়া এবং ইঙ্গিতে সে সম্বন্ধে দুই চারি কথা আলোচনা করিয়া সান্ত্বনা পাইয়াছে। হায়! চন্দ্রচূড়ের সেই এক দিনের একটি মাত্র কথায়—এই ভাবান্তর। আর সে প্রাণ-মাতোয়ারা খোলাখুলি ভাবও নাই, কিংবা সে হৃদয়োন্মাদিনী কথাবার্ত্তাও নাই,—কোথা হইতে পোড়া লজ্জা ও ভয় আসিয়া তাহাদের সেই চিরোন্মুক্ত হৃদয়দ্বার, অন্তরাল করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মধুর অপরাহ্ন। মধুর বায়ু মৃদুভাবে বহিতেছে। মধুরকণ্ঠ বিহগ মধুরস্বরে গান করিতেছে। ফুলের মধুর সৌরভে দিক্ আমোদিত হইয়াছে। প্রকৃতির এই শান্তস্নিগ্ধ মধুর মুহূর্ত্তে, সেই নিভৃত রাজ-উপবনে বসিয়া, মনের সাধে মিহির একখানি আলেখ্য আঁকিতেছিল। আলেখ্য খানি আঁকিতে আঁকিতে ভাবে বিভোর হইতেছিল। কি ভাবে কোথায় আলোক বা ছায়া দিবে,—কোন্ বর্ণের কিরূপ রেখা তুলি দিয়া টানিবে,—কিরূপ ভঙ্গিতে আঁকিলে চিত্রটি সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল হইয়া মনের মত হইবে,—বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া তাহাই ধ্যান করিতেছিল। মাথার উপর অনন্ত নীলাকাশ, চতুষ্পার্শে শ্যাম-শোভা সমাকীর্ণ নীরব বৃক্ষবল্লরী, অদূরে একটি কল্লোলময়ী শ্রুতিসুখকরী নির্ঝরিণী।—ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝর্ণার জল পড়িতেছে।

প্রকৃতির এই মধুর শোভা উপভোগ করিতে, প্রতিভাও সেই সময় সেখানে উপস্থিত হইল। কি মাধুর্য্যময়ী সে মূর্ত্তি! যৌবনের সকল সৌন্দর্য্যের পূর্ণ সমাবেশ! যেন অপ্সরা-লোক হইতে কোন

বরবর্ণিনী, ভ্রমণচ্ছলে এই ধরা-উদ্যানে বিচরণ করিতে আসিল। মুখে স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্য, হৃদয়ে সোণার স্বপন।

দূর হইতে প্রতিভা মিহিরকে দেখিতে পাইল। একটু যেন সঙ্কুচিত হইল। কিন্তু স্থান ও সময়গুণে, সে সঙ্কোচ অপসারিত হইল। সম্পূর্ণ না হউক, খানিকটা হইল। মধুর স্নেহস্বরে, আবেশভরে ডাকিল,—"মিহির, মিহির!"

মিহিরের ধ্যান ভাঙ্গিল না, একাগ্রমনে বসিয়া সে যাহা করিতেছিল, তাহাই করিতে লাগিল।

প্রতিভা কাছে গেল! নিভৃত লতাকুঞ্জে, মর্ম্মর আসনের নিকট ধীরে ধীরে গিয়া, মিহিরের পার্শ্বে দাঁড়াইল। দেখিল, তদ্গতচিত্ত মিহির তন্ময়ভাবে একখানি আলেখ্য আঁকিতেছে।

কি মনোহর সে চিত্র! প্রকৃতির শোভা সে চিত্রে প্রতিফলিত। একটি মনোহর উপবন শ্যামশোভায় সমাকীর্ণ। ঊর্দ্ধে আকাশ। আকাশের নীলিমা ও তরুলতার নীলিমার ঠিক মধ্যস্থলে, একটি অশোকতরুতলে দাঁড়াইয়া, একটি অপূর্ব্ব বালিকামূর্ত্তি;—প্রিয়সমাগমে যেন মৃদু মৃদু হাসিতেছে। চিত্রটি সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন, সম্পূর্ণ;—কিন্তু চিত্রকরের মনে হইতেছে, "না, কিছুই হয় নাই, শ্রম ও সময় সব বৃথা গিয়াছে;—হৃদয়ের ছবি হৃদয়েই আবদ্ধ আছে; কিছুই প্রতিবিম্বিত হয় নাই।"

চোখে জল আসিল। তখন সেই চিত্র রাখিয়া, সজলচক্ষে, পার্শ্বে চাহিল; দেখিল, সজীব চিত্র—তাহার মনোময়ী প্রতিমা সেখানে উপস্থিত।

চমক ভাঙ্গিল। বলিল, "প্রতিভা, তুমি কতক্ষণ? তোমার ছবি-আঁকা শেষ হইয়াছে?"

প্রতিভা। আঁকিতে বসিয়া তুমি এমন কথা বলিলে? চিত্র কি শেষ হয়?

মিহির। ঠিক বলিয়াছ, চিত্র শেষ হয় না। মনের মত করিয়া এ সব জিনিস কেহ শেষ করিতে পারে না।

প্রতিভা। দেখি, কেমন আঁকিয়াছ?—কেন, বেশ ত হইয়াছে? আমার এমন হইলেও তৃপ্তি হইত।

মি। না প্রতিভা, তা হয় না,—তৃপ্তি ইহাতে হয় না।—কবিতা বা কলাবিদ্যা একবারেই অতৃপ্তিকর।

প্র। তা যদি বলিলে, ত শুধু কবিতা ও কলাবিদ্যা কেন,—সংসারের সকলই অতৃপ্তির। তৃপ্তি—মৃত্যু; অতৃপ্তি—জীবন। দেখিতেছ না, সারা সংসার এই অতৃপ্তি লইয়া যুঝিতেছে?

মুহূর্ত্তকাল উভয়েই নীরব। অতীতের অনেক স্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। মাথার উপর, কুঞ্জ-শিখরে, কুহুস্বর ঝঙ্কারিত হইল।

কি, প্রাণোন্মত্তকর সে স্বর! মিহিরের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিল, "তৃপ্তি—মৃত্যু, অতৃপ্তি—জীবন।'—তবে জীবন ছাড়িয়া মৃত্যুর আবাহন করি না কেন?"

প্রতিভা বলিল, "কি ভাবিতেছ?"

মিহির। জীবন ছাড়িয়া মৃত্যুর আবাহন করি না কেন?

তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রতিভা দেখিল, মিহির অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। একটু সহানুভূতির হাসি হাসিয়া ধীরভাবে বলিল, "জীবন ছাড়িবে কেন,—জীবনেই বাঞ্ছিত ধন মিলিবে।"

মি। সে তোমার প্রতিভা, তোমার! রাজনন্দিনী, অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী তুমি, তোমার বাঞ্ছিত—ইচ্ছামাত্রেই মিলিবে।

প্র। আর তুমি কি এ অংশে ধঞ্চিত ?

মি। নিশ্চিত প্রতিভা, নিশ্চিত। অসহায়, নিঃস্ব, পরানুগ্রহ-প্রত্যাশীর আবার বাঞ্ছা কি ?

প্র। তুমি নিরর্থক সন্দেহে চিত্ত মলিন করিতেছ ;—তোমা-রও বাঞ্ছিত-ধন মিলিবে।

মি। তাই কি ?

প্র। তাই—সময় হইলেই তাহা মিলিবে। ফল পরিপক্ক হইলে, আপনিই বৃক্ষ হইতে পতিত হয়।

মি। কিন্তু প্রতিভা——

প্র। কি বলিতেছিলে, বল।

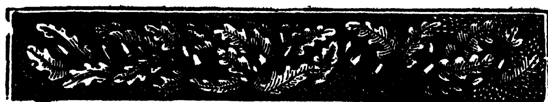
মি। থাক্, আর একদিন বলিব।

প্র। মনের কথা আজ আমায় গোপন করিলে ?

মিহির জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিল। চন্দ্রচূড়ের সেই ইঙ্গিত স্মৃতিমাঝে জাগিয়া উঠিল। মুখ নত করিয়া বলিল, "না, আর একদিন বলিব।"

প্রতিভাও আর কিছু না বলিয়া, মুখ অবনত কয়িয়া, চলিয়া গেল। মিহির সতৃষ্ণ নয়নে, প্রতিভার সেই মধুর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।





পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

"আর এক দিন, কি বলিবে, মিহির!"

অন্য এক কুঞ্জান্তরাল হইতে, কে একজন, শ্লেষ-বিদ্রূপভরে এই কথা বলিয়া, মিহিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। চমকিত মিহির, জড়সড় হইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "একি, আপনি?"

"হাঁ, আমি।—বয়ঃস্থা, কুমারী, রাজনন্দিনীর সহিত, আর একদিন কি বলিবার আছে?"

বক্তা দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ। মাথায় লম্বা লম্বা চুল, চক্ষু রক্তবর্ণ। এ মূর্ত্তিকে সহসা এমন অবস্থায় দেখিয়াই, মিহিরের আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল।

মূর্ত্তি, সেই স্বরে আবার বলিল, "এমন নির্জ্জন কথোপকথনের সুবিধা, সংপ্রতি কতদিন হইতে পাইয়া আসিতেছ?"

এবার মিহির কথা কহিল। ধীরভাবে বলিল, "আপনি, এ কি বলিতেছেন?"

মূর্ত্তি। না, এমন কিছু নয়—বলিতেছিলাম কি, এ নিমকহারামী কি পুরুষ-পরম্পরাগত?

মিহির। নিমকহারামী কি দেখিলেন¿

মূর্ত্তি। না, এমন কিছু নয়,—আশ্রয়দাতার সর্ব্বনাশ চেষ্টা,—নিষ্কলঙ্ককুলে কলঙ্ক অর্পণ!—হাতে ও কি দেখি?—একি, ছবি যে? কার এ ছবি?

মি। সর্ব্বনাশ চেষ্টা,—কলঙ্ক অর্পণ?

মূ। ইঃ! অবাক্ হইলে যে?—কি বলিব, আমি এখন অস্ত্রশূন্য আছি।

এবার মিহিরও একটু উত্তেজিত হইল, বলিল, "তা না হয় অস্ত্র আনয়ন করুন?"

"মিহির, তোমার বড় সৌভাগ্য যে, রাজগৃহে আশ্রয় পাইয়াছ!"

মি। মহাশয় কি সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত?

"কি, আমার সহিত উপহাস?"

"সে কি, আপনি রাজ-ভ্রাতুষ্পুত্র,—ভাবী রাজা, আপনাকে কি আমি উপহাস করিতে পারি?—আমি স্বরূপ কথাই বলিতেছি।"

"কি স্বরূপ কথা বলিতেছ, মিহির!"

মূর্ত্তি—সেই হিঙ্গনাসুন্দরীর গুণধর পুত্র—ভূষণ।

ভূষণ ক্রমশই উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল। স্বর গম্ভীর হইয়া আসিল, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল। আরক্তলোচনে পুনরায় কহিল, "মিহির, আপন জন্ম ও জীবনবৃত্তান্ত ভুলিয়া গেলে? কে তুমি,—কোথা হইতে আসিয়াছ,—কাহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেছ, এ কথা কি একবারও তোমার মনে জাগে না?"

মিহির। হাঁ, জাগে বৈ কি? মহাশয়ের অনুগ্রহে,—মধ্যে একবার বিশেষরূপে জাগিয়াছিল,—আজিও জাগিল এবং চিরদিন ইহা জাগিয়া থাকিবে।

ভূষণ। 'মহাশয়ের অনুগ্রহে' কিরূপ ?

মিহির। মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া একখানি স্বাক্ষরহীন পত্রে আমার চৌদ্দপুরুষান্ত করিয়াছিলেন !

এবার ভূষণ একটু থত-মত খাইয়া বলিয়া উঠিল, "কি আমি করিয়াছিলাম,—না, না, কে বলিল এ কথা ?—আমি এমন কাপুরুষ নই।"

কিন্তু তখনি আবার কি ভাবিয়া বলিল, "তা যদিই বা তাহা করিয়া থাকি ? কি আর তার হইয়াছে ? এই ত মুখের উপর আবার তাহা বলিতেছি !—তুমি তোমার অবস্থা ও সামর্থ্য বিস্মৃত হও নাই ?"

মিহির একটু স্তব্ধ থাকিয়া ধীরভাবে বলিল, "কি আপনার মনের কথা, খুলিয়াই বলুন।"

মাৎসর্য্যে পরিপূর্ণ, দাম্ভিক ভূষণ, পরুষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"সিংহল-রাজপুত্রীর প্রণয়প্রার্থী হইয়াছ—তুমি কোন্ সাহসে ? এটা কি নিতান্ত দুরাকাঙ্ক্ষা নহে ? শেষ, ছবিতে তার মূর্ত্তি আঁকিয়া—ভজিতে চাও ?"

মি। যদি তাই হয়, তাতে আপনার কি ? আমার কার্য্যের ফলাফল আমি নিজেই ভোগ করিব। কিন্তু আপনি কোন্ সাহসে, একজন নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে এরূপ কটু উক্তি করেন ?—তাহার জন্মের ও জীবনের দোষ দেন ?"

ভূ। প্রকৃত কথা বলিবার অধিকার সকলেরই আছে।—তুমি তোমার পিতামাতার পরিচয় দিতে পার ? কুল, শীল, বংশ—এ সবের সংবাদ নিশ্চিত কিছু রাখ ?

চণ্ডালের এ নিষ্ঠুর উক্তি, বিষাক্ত শল্যের ন্যায় মিহিরের

হৃদয়ে বড় বিষম বাজিল। তাহার মুখ শুকাইল, চোখে জল আসিল।

কিন্তু তখনই দৈববাণীর ন্যায়, তাহার কর্ণে, কে অমৃতধারা ঢালিয়া দিল,—"হাঁ, রাখে বৈকি?—উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্যের সভা-পণ্ডিত, উচ্চ কুলোদ্ভব, জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহ ইঁহার পিতা; জননী স্বর্গারূঢ়া।—কিন্তু তুমি কে দুষ্মণ,—সে পরিচয় জানিতে সাহসী হও?"

বিস্মিত মিহির, রোমাঞ্চিত কলেবরে, মুগ্ধনেত্রে দেখিল, মূর্ত্তিমতী আশার ন্যায়—প্রতিভা তাহার সম্মুখে সমুপস্থিত। মুখে অপরূপ দীপ্তি, চোখে অলৌকিক তেজস্বিতা!

হর্ষে, বিষাদে, কৃতজ্ঞতায়, মিহির একরূপ অপরূপ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"প্রতিভা, প্রতিভা,—আজ তুমি আমার প্রাণ বাঁচাইলে—আমার মৃতপ্রাণে সঞ্জীবনী-সুধা ঢালিয়া দিলে!—মহাত্মা বরাহ আমার পিতা? কর্ম্মক্ষেত্র ভারতভূমি—উজ্জয়িনী আমার প্রিয় জন্মস্থান?—শুভে! সার্থক তোমার গণনাবিদ্যা! কুমার ভূষণ! তোমার মঙ্গল হউক,—আর আমার কোন খেদ নাই;—এখন মরিলেও আমি সুখী হইতে পারিব।—কেননা আমি আমার পিতৃপরিচয় অবগত হইতে পারিয়াছি।"

সজ্জন সহৃদয়জনের হৃদয়ে আনন্দের অমিয়ধারা ঢালিতে, আনন্দোচ্ছ্বসিত অন্তরে, মিহির তৎক্ষণাৎ দ্রুত পাদবিক্ষেপে, সে স্থান ত্যাগ করিল।—আর কোন কথা বলিবার বা শুনিবার ধৈর্য্য তাহার রহিল না।





ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পাপিষ্ঠ ভূষণ, সহসা প্রতিভাকে তথায় আসিতে দেখিয়া ভীত ও চমকিত হইয়া পড়িল। প্রতিভা দূর হইতে তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিল এবং তাহার কথাবার্ত্তাও সমস্ত শুনিয়াছিল।

কাপুরুষ ভূষণ জড়িতস্বরে বলিল, "একি! তুমি? ক্ষমা?—তুমি না এই বাড়ী গিয়াছিলে?"

আর সে উগ্রমূর্ত্তি নাই, কথায় সে পরুষভাব নাই।

প্রতিভা তেজস্বিতার সহিত বলিল, "তাই চোরের ন্যায় ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিলে?"

ভূ। ক্ষমা, তুমি আমায় চোর বলিলে?

প্র। বলিব না? তুমি চোর, চণ্ডাল, নিষ্ঠুর, বর্ব্বর,—রাজকুলের কলঙ্ক!

ভূ। অকারণে আমার প্রতি এ কঠোর উক্তি কেন ক্ষমা?

প্র। অকারণে?—তোমার অপরাধের মার্জ্জনা নাই।

ভূ। কি অপরাধ করিয়াছি আমি,—আমায় এই বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিতেছ?

প্র। এখনো আত্ম-প্রবঞ্চনা? নিষ্ঠুর, খল! বিনাদোষে

পদে পদে মিহিরকে মর্ম্মাহত করিয়া আসিতেছ,—আবার অপরাধের কথা মুখে আন?—বন্য—বর্ব্বর—ইতরের ভাষায় কেন সে কুৎসিত গালিপূর্ণ পত্র মিহিরকে লিখিয়াছিলে?

পাপিষ্ঠ,মিথ্যাবাদী অম্লানবদনে অস্বীকার করিল,—"আমি? কৈ, কবে কোন্ পত্র লিখিয়াছিলাম? সে পত্রে কি লেখা ছিল?"

প্র। এখনও খলতা? এই না নিজমুখে তাহা স্বীকার করিলে?

ভূ। কৈ, এমন কথা আমি বলি নাই।—তুমি দূর হইতে কি শুনিতে কি শুনিয়াছ।

প্র। বটে! এতদূর প্রতারণা? আর এইমাত্র না মিহিরের পিতামাতার পরিচয় জানিতে চাহিয়াছিলে?

পাপিষ্ঠ আর এ কথাটা অস্বীকার করিতে পারিল না, দৃষ্টি অবনত করিয়া বলিল, "হাঁ, তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম বটে।"

প্র। জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিশারদ, রাজা বিক্রমাদিত্যের সভা-পণ্ডিত, তেজস্বী বরাহের বংশধর,—জারজ? হায়! এ কথা লিপিবদ্ধ করিতে তোমার মস্তকে বজ্রপাত হয় নাই?

প্রতিভার চক্ষু জ্বলিতে লাগিল,—চোখ মুখ দিয়া যেন অগ্নি-স্ফূলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল।

পাপিষ্ঠ সে তেজ সহিতে পারিল না—চক্ষু আবৃত করিয়া নতজানু হইয়া, প্রতিভার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিল, "ক্ষমা, এবার আমায় ক্ষমা কর,—আর কখন এমন কাজ করিব না। বল, তুমি আমার হইবে?"

প্রতিভা ত্বরিতগতিতে পশ্চাতে সরিয়া, গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল,

"সাবধান! পুনরায় যদি ও পাপকথা শুনিতে পাই,—আর যদি কখন আমার অঙ্গ স্পর্শ কর, রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।"

উন্মত্ত ভূষণ এবার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "দণ্ড তুচ্ছ, আমি তোমায় চাই।—প্রাণ থাকিতে আমি তোমায় মিহিরের হইতে দিব না।"

প্র। সে প্রাণও হারাইবে!—সেই জন্যই বুঝি আমার পিতাকেও এক গুপ্ত-পত্র দিয়াছিলে?

ভূ। (স্বগত) ইঃ! তাহাও প্রকাশ হইয়াছে দেখিতেছি। আর লুকাইয়া ফল নাই। (প্রকাশ্যে) হাঁ, দিয়াছিলাম।

প্র। কেন এ দুর্ম্মতি হইয়াছিল?

ভূ। তোমার জন্য ক্ষমা,—তোমায় পাইব বলিয়া। আমার দুর্নীতি সুনীতি সকলই তুমি। বল,তুমি আমায় পায়ে ঠেলিবে না?

প্র। নির্লজ্জ? আবার সেই কথা? এমন দুশ্চরিত্র হইয়া,এমন কলঙ্কিত জীবন লইয়া, পবিত্র প্রণয়ের আশা হৃদয়ে স্থান দাও?

ভূ। তুমি কৃপা করিলে আবার আমি সচ্চরিত্র হইতে পারিব,—জীবনের কলঙ্ক ঘুচাইতে পারিব।

প্র। ইহজন্মেও নয়,—জন্মান্তরেও নয়। তোমার মত অধমাত্মাকে আমি প্রণয়াস্পদ করিব? চন্দ্রচূড়-কন্যার প্রণয় কি এতই অবহেলার জিনিষ,—এমনি অনায়াস-লভ্য?

উপযুক্ত উত্তর পাইয়া, পাপিষ্ঠ মর্ম্মে মর্ম্মে আহত হইল। এবার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,—

"বল, কি আয়াস করিতে হইবে,—আর কি কঠোর তপস্যা করিতে হইবে? ক্ষমা, সত্যই কি আমার স্বভাব এমনি? কে আমার জীবনে হিংসার আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে?—তুমি! কে

আমার শান্তি, সুখ, স্বাস্থ্য সকলি নষ্ট করিয়াছে?—তুমি;—ক্ষমা তুমি! কার জন্য আমি দিবারাত্রি কূট চিন্তাবিষে জর্জ্জরিত হইতেছি?—সে তোমারই জন্য! কি বলিব ক্ষমা, তোমার ঐ প্রদীপ্ত রূপরশ্মি, অন্তরের অন্তরে আমায় উন্মত্ত করিয়াছে। সত্যই আমি পাগল, নইলে জানিয়া শুনিয়া পতঙ্গের ন্যায় প্রজ্বলিত অগ্নিমুখে ধাবিত হইব কেন? হায়! আমার চিত্ত অবশ,—আমাতে আর আমি নাই। নহিলে, মিহির আমার কে? সে জারজ হোক্, আর পুণ্যাত্মা সতীপুত্র হোক্,—সে কথায় আমার প্রয়োজন কি?"

প্র। এখন বিশ্বাস হইয়াছে,—মিহির উজ্জয়িনী-রাজের সভাপণ্ডিত বরাহের পুত্র?

ভূ। তুমি যখন বলিতেছ, তখন কে ইহা অস্বীকার করিবে? তোমার বাক্য, তোমার গণনা, সিংহলে বেদবাক্যের ন্যায় মান্য।—কিন্তু আমার দশা কি হইবে ক্ষমা?

প্র। আবার ঐ কথা?

ভূ। যতক্ষণ জীবন, ততক্ষণ ঐ কথা! প্রাণ থাকিতে আমি তোমার আশা ত্যাগ করিতে পরিব না। না হয়, তুমিই স্বহস্তে এই প্রাণ গ্রহণ কর।—কেহ দেখিবে না, কেহ জানিবে না,—এই নীরব নির্জ্জন স্থান,—এই শান্তস্নিগ্ধ মধুর অপরাহ্ণ,—এই পবিত্র-ক্ষণে তোমার হাতে মরিলেও আমি ভাগ্যজ্ঞান করিতে পারিব।—দয়া করিয়া আমায় মারিবে কি?

প্র। সত্যই তুমি দুর্ভাগা।

ভূ। একথা আজ জানিলে ক্ষমা? সত্যই আমি দুর্ভাগা,—কেন না তুমি পায়ে ঠেলিয়াছ!

হতভাগ্যের চক্ষে এবার একবিন্দু জল ঝরিল। প্রতিভা তাহা লক্ষ্য করিল, দয়াবশে বলিল, "কাঁদিতেছ কেন? আমি কি করিতে পারি?—তোমার ভাগ্যই তোমাকে এমন দশায় ফেলিয়াছে। নহিলে পরের ভাগ্যে তুমি হিংসা করিবে কেন? হিংসা করিয়া কি মিহিরের ভাগ্য কাড়িয়া লইতে পারিলে?"

কথাটা হতভাগ্যের বুকে গিয়া লাগিল। একটু স্তব্ধ থাকিয়া জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,——

"তা না পারি, কিন্তু সিংহল-রাজনন্দিনী কি তবে সত্য সত্যই তাহার পিতার একজন সামান্য আশ্রিত যুবকের হইবে? রাজকুলের চিরপ্রচলিত প্রথা কি তুমি স্বেচ্ছায় উচ্ছেদ করিবে? হায়! তোমার বংশাভিমান, উচ্চশিক্ষা, আভিজাত্য-জ্ঞান, কোথায় রহিল ক্ষমা?

প্র। সে কথা বলিতে আমি প্রস্তুত নই। সাবধান! নীচাশয় নারকীর মুখে যেন ওরূপ ধৃষ্টতাসূচক কথা আর না শুনিতে হয়।—মূর্খ, বর্ব্বর! বংশাভিমান তুই কি বুঝিবি? তাই বুঝি ঈর্ষাবশে একজনকে জারজ প্রতিপন্ন করিতে গিয়াছিলি?—আমার সুখের পথে কণ্টক দিবার জন্য, ঘৃণিত উপায়ে ধর্ম্মাত্মা পিতার মন বিকৃত করিতে উদ্যত হইয়াছিলি?

আত্ম-অপরাধে অপরাধী ভূষণ এখন যেন পরিষ্কাররূপে বুঝিল, নীচ-কৌশলে কখন কোন উচ্চ-বস্তু লাভ হয় না। বুঝিল, সেই গুপ্তপত্র দানই তাহার কাল হইয়াছে,—ক্ষমা তাহাকে অধিকতর ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছে। তাই অতি বিনীতভাবে, আর্দ্রস্বরে এ বার বলিল,—

"ক্ষমা, বলিতে সাহস হয়না,—আমি একবার বলিয়াছি,

আবার বলি, তুমি আমায় ক্ষমা কর।—অকপটে, সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা কর। ক্ষমাবতী নাম তোমার,—নামের মাহাত্ম্য একবার দেখাও। এ অনুতপ্ত, শরণাগতকে হৃদয়ের সহিত —”

প্র। তাহার অধিক কিন্তু এতটুকুও নয়। এরূপ ক্ষমা করিতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু সাবধান! ভ্রমক্রমেও, অন্যভাবে তুমি আমাকে স্মরণ করিও না।—সে ভাবে কিছুতেই তুমি এ হৃদয়ে স্থান পাইবে না।

“এঁ্যা!”—ভূষণ যেন একেবারে আকাশ হইতে ভূমিতে পড়িয়া গেল। হতাশভাবে বলিল, “এঁ্যা! আজীবন যে আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি, তাহা আমার নিষ্ফল হইবে?—সত্য সত্যই নিষ্ফল হইবে?—তুমি আমার হইবে না?”

প্র। বার বার কেন তুমি ও-কথা মুখে আনিতেছ? উহা ভুলিয়া যাও। স্বপ্ন মনে করিয়া ও-চিন্তা মন হইতে দূর কর। পিতার অবর্ত্তমানে—ধন, ঐশ্বর্য্য, এ সোণার সিংহল—সকলি তোমার। আমি কখনই তাহাতে বাদী হইব না,—ইহা তোমার নিকট অঙ্গীকার করিতেছি।

নিরাশাক্লিষ্ট ভূষণ এবার একটি মর্ম্মচ্ছেদকর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “তুচ্ছ ধন সম্পদ, তুচ্ছ সিংহাসন!—তোমাকে পাইলে, আমি অরণ্যে—পর্ণকুটীরে থাকিয়াও সুখী হইতে পারি।—ক্ষমা, শেষে এমনি করিয়া পায়ে দলিয়া, ভিক্ষুকের ন্যায় আমায় ধনের লোভ দেখাইলে? বুঝিলাম, আমার মৃত্যু অনিবার্য্য। তবে, তোমার হাতে মরিলেও আমি সুখী হইতাম।—আমার এ সাধও কি পূর্ণ হইবে না?

ক্ষমা কি ভাবিল, স্থিরভাবে বলিল, "তা জানি না। অদৃষ্টে থাকে, তাহাও হইতে পারে। আমি কি করিব,—কি করিতে পারি?"

"তাহাই যেন হয়—তাহা হইলেও আমি মনকে প্রবোধ দিতে পারিব।"

নিরাশপ্রাণ ভূষণ আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া, সেখান হইতে চলিয়া গেল।

প্রতিভা ভাবিল, "নিয়তির লিখন, কে খণ্ডন করিবে? হায়! ভূষণও মরিবে, আমায়ও নিমিত্ত-স্বরূপ হইতে হইবে। তার পর, আমার ভাগ্য। সে ত সঙ্গেই আছে। হায় মিহির! এত করিয়াও তোমায় সুখী করিতে পারিব না! শেষসুখ আমাদের অদৃষ্টে নাই।

"কিন্তু পরিণামটা এখনো যেন কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া ঠেকিতেছে,—সবটা আয়ত্ত করিতেও পারি নাই। আর একবার শুভক্ষণে আমার জন্ম-পত্রিকাটা পরীক্ষা করিতে হইবে। সকল গণনা আবার সব সময় ফলেও না।—ভুল-ভ্রান্তি আছে,—ক্ষণ ও কালের এদিক-ওদিক আছে। এক-চুলও যে তফাৎ হইবার যো নাই,—তা হইলে সব গুলাইয়া যায়। অতি সূক্ষ্ম হিসাবের ঘর,—অঙ্কের মাত্রা,—এক বিন্দুর তারতম্যেই উলট্-পালট্ হইয়া গিয়া থাকে।—হাঁ, ভাল করিয়া আর একবার দেখিব।

"ওঃ! মিহিরের জন্ম ও জীবনবৃত্তান্ত নির্ণয় করিতে কি কম বেগ পাইতে হইয়াছে? দশবৎসরের চেষ্টায়, তবে এ ফল মিলি-য়াছে। এমন অক্ষরে অক্ষরে মিল কিন্তু কখনও দেখি নাই।—আহা! মিহির আজ কত সুখী! মিহিরের এই সুখ দেখিয়া

আমারও সুখ। সত্যই মিহির ভাগ্যবান্; নহিলে তাহার প্রতি সকলের অমন স্নেহের টান্ থাকিবে কেন? আমিই বা তাকে, সব জানিয়াও কেন, এ জীবন সমর্পণ করিব?

"হায়, হতভাগ্য ভূষণ! আমার উপর বিরক্ত হইয়া গেলে,—মনে মনে আমাকে ও মিহিরকে অভিসম্পাত করিয়া গেলে।—কিন্তু ভাবিয়াছ কি, আমি কে, তুমি কে, মিহির কে? আমরা কি করিতে পারি,—কি করিবার ক্ষমতা রাখি? হায়! কার খেলায় প্রতিক্ষণ আমরা এ জয়-পরাজয়ের খেলা খেলিয়া যাইতেছি? ইচ্ছা করিলেই কি আমি তোমায় ভালবাসিতে পারি?—না ভূষণ, তা পারি না। তুমি গরজে পড়িয়া তাই ভাবিতেছ বটে, কিন্তু পারি না,—সত্যই পারি না।—নহিলে সে ইচ্ছা হইলই না বা কেন? অত সাধিলে, কত অনুনয়-বিনয় করিলে,—মনও সত্য সত্যই একটু গলিয়াছে দেখিলাম, কিন্তু কৈ, আমার মন ত তোমার উপর বসিল না? আর মিহির?—না, সে ত আমায় বলে নাই,—বরং প্রথম প্রথম অনিচ্ছার ভাবই দেখাইয়াছিল,—কিন্তু তবুও তার প্রতি আমার মন টানিল কেন? কে এ আকর্ষণ ঘটাইল? চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, আগুন যেমন পতঙ্গকে আকর্ষণ করে, মৃত্যু যেমন জীবনকে ডাকিয়া লয়,—আভাষে—একরূপ সব জানিয়া এবং সব বুঝিয়াও আমি মিহিরকে আত্মসমর্পণ করিলাম কেন?—ইহার মূল কারণ কি? বলিবে, রূপ? বাল্যপ্রণয়? তা-ও ত অনেকের হয়,—অনেকের আছেও তো? কিন্তু সর্ব্বত্র কি এ নিয়ম খাটে? না, তা নয়,—আমার নিয়তি আমায় ডাক্‌ছে,—কে যেন আমায় টান্‌চে। নহিলে পরিণাম—ওঃ! পরিণাম

অতি ভয়াবহ জানিয়াও আমি ছুটিব কেন? একি আমার কাজ?—না, একজন আছে,—একজন করিতেছে। সে-ই সব করে, সব অঘটন ঘটায়,—আমরা কর্ত্তৃত্বের অভিমানে অন্ধ হইয়া বলি,—'আমি করিতেছি!'—হায় রে জীব! এই তোমার সামর্থ্য—এই তোমার স্বাধীনতা!—তবে কেন তোমার এত দম্ভ, এত তেজ, এত অহঙ্কার?"

এইরূপ এবং আরও অনেকরূপ চিন্তায় আন্দোলিত-চিত্ত হইয়া, সন্ধ্যা-সমাগমে, প্রতিভা গৃহে গেল।

আজ আর তাহার মুখে সে কমনীয় কান্তি নাই,—সে সরস সজীব ভাবও নাই। যেন কি হারাইয়াছে, কি-যেন-কি হারাইয়া গেল——এ জীবনে আর তাহা পাইবে না;—এমনি ভাবে, উদাস বিষণ্ণ অন্তরে, সে, গৃহে গেল।





সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।



কুলাচার্য্য পুরঞ্জয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, প্রতিভাকে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল বদনে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে ক্ষমা?—আসিয়াছ? ভালই হইয়াছে,—এই তোমার কথাই হইতেছিল।—আজ তুমি তোমার পিতা, মাতা, অমাত্য, কর্ম্মচারী,—এই বৃদ্ধগুরু,—রাজপরিবারস্থ সকলেরই উৎকণ্ঠা দূর করিলে!—সমগ্র সিংহল তোমায় আশীর্ব্বাদ করিবে,—আজ তুমি মহাত্মা বরাহ-পুত্র মিহিরের জন্ম ও জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া ধন্য হইলে!"

প্র। সে আপনারই করুণা, আপনারই আশীর্ব্বাদ। আপনি যাহা শিখাইয়াছেন, আমি তাহারই পরিচয় দিয়াছি মাত্র।

পুর। না ক্ষমা, তা নয়,—আমি তোমায় কি শিখাইয়াছি,—কতটুকু শিখাইয়াছি? তুমি আপন অমানুষী উদ্ভাবনী শক্তি বলেই, এ ক্ষমতার পয়িচয় দিয়াছ। সার্থক তোমার গণনা বিদ্যা,—সার্থক তোমার সামুদ্রিক জ্ঞান! তোমার গুরু—এই বৃদ্ধের জ্ঞানবুদ্ধিতেও যাহা সঙ্কুলন হয় নাই, শুভক্ষণে আজ তুমিই তাহা পূরণ করিলে! অসাধারণ তোমার প্রতিভা,—অসাধারণ তোমার ধ্যানযোগ! জগদীশ্বরের বিশেষ কৃপা ভিন্ন

এমন শক্তি কেহ লাভ করিতে পারে না। বৎসে, চিরায়ুষ্মতী হইয়া থাক,—জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিবে।

প্র। দেব, পারিব কি?—সে সৌভাগ্য আমার হইবে কি?

পুর। হইবে না? কেন হইবে না? তোমার যদি না হয়, ত কাহার হইবে মা? জগদীশ্বর বৃথা এ শক্তি দেন নাই।—তিনি তোমার শক্তি-মন্দিরে অধিষ্ঠিত।

প্র। আর তিনি আপনার ভক্তি-মন্দিরে অধিষ্ঠিত। কিন্তু দেব, আমার ত ভক্তি নাই? আপনার ন্যায় নির্ম্মল ভক্তিতে ত ভগবান্‌কে ডাকিতে পারি না?

আচার্য্য ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমার ন্যায় নির্ম্মল ভক্তি? —বুঝিয়াছ বটে!—তা না হোক্, আপন শক্তিতে তুমি তাঁহাকে লাভ করিয়াছ।—আমার আবার ভক্তি কোথায়? তোমার মত শক্তি ত নাই-ই,—ভক্তিও নাই;——আমার কিছুই নাই।"

চন্দ্রচূড় হাসিয়া বলিলেন, "কথা-কাটাকাটি চলিয়াছে ভাল। আজিকার রাত্রি এমনি আনন্দে অতিবাহিত হউক,—এমনি সুখে কাটিয়া যাক্।—মিহির, বাপ আমার! তুমি কোন কথা বলিতেছ না যে?

মি। আমি আর কি বলিব? আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে,—কথায় তাহা প্রকাশ করিবার নয়। এ সময় যদি কেহ আসিয়া আমায় নিদারুণ প্রহার করে, কিংবা মানসিক কোনরূপ যন্ত্রণা দেয়, তবে বুঝি আমার বুক্‌টা একটু হাল্‌কা হয়,—আনন্দের অবসাদে আমি একটু স্থির হইয়া বসি।— কুমার ভূষণকে এ সময় এখানে আনাইতে পারিলে ভাল হইত।

মহিষী চিত্রাবতী বলিলেন, "বাছা, তার কথা আর মুখে আনিও না,—তার নামেও আমার শরীর জ্বলিয়া উঠে।"

মি। না মা, এমন কথা বলিও না। এক হিসাবে, ভূষণই আমার বন্ধু। তিনি না আমাকে মর্ম্মাহত করিলে, হয়ত এ অতুল আনন্দ আজ আমরা উপভোগ করিতেই পারিতাম না। তিনিই ত আমার পিতামাতার উদ্দেশে কুৎসিত গালি দিয়া, আমার জন্ম ও জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশের সহায় হইলেন! নহিলে প্রতিভা কি মা, রাতদিন তন্ময়ী হইয়া আমার অদৃষ্ট আলোচনা করিত?

পুর। সে কথা ঠিক। ভূগোল, খগোল, পাতালবিষয়ক জ্যোতির্ব্বিদ্যা, সামুদ্রিক, প্রশ্ন-গণনা, রেখাদি বিচার, হস্তপদাদির লক্ষণনির্ণয়, কাকচরিত্র, কিছুই ত আমি বাকি রাখি নাই?—মিহিরও প্রাণের দায়ে না ঘাঁটিয়াছে এমন পুঁথিও নাই,—কিন্তু ঠিক কিছু মিলিয়াছিল কি? ঐ একই রকমের ধোঁয়া ধোঁয়া—ছায়া ছায়া বিচার মীমাংসিত হইল;—ভারতের উজ্জয়িনী মিলিল, জ্যোতির্ব্বিদ্ মিলিল, উচ্চ কুল মিলিল,—কিন্তু কে পিতা, কে মাতা, কেন এ দৈববিড়ম্বনা—কিছুই বুঝা গেল না। শেষ এই রাজকুল-নলিনী, প্রতিভাসুন্দরী, বিদ্যাবতী ক্ষমাই তাহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন করিলেন!—আশ্চর্য্য! আমার ও মিহিরের গণনা, এখন জলের মত ঐ গণনার সহিত মিলিয়া গেল।—সে সব কথা মা তোমরা বুঝিবে না, ভালও লাগিবে না,—নীরস, কর্কশ, বিরক্তিকর বোধ হইবে।"

পরে প্রতিভার পানে চাহিয়া বলিলেন, "আচ্ছা মা, দৈবদুর্ঘটনার কথাটা সম্যক্ অনুধাবন করিতে পারিয়াছ কি? অপোগণ্ড মাতৃস্তন্যপায়ী কচি শিশু মিহির,—কেন

তাম্রপাত্রে ভাসিতে ভাসিতে সুদূর সমুদ্রোপকূলে উপনীত হইয়াছিল ?”

প্র। না, সে গণনা এখনো করি নাই। আবার ঠিক এই-রূপ পূর্ণ-মাহেন্দ্রক্ষণ পাইলে করিব। কিন্তু সেজন্য ভাবিবেন না। আপনার আশীর্ব্বাদে যখন মূল মিলিয়াছে, তখন শাখাও মিলিবে।

পুর। সে কথা শতবার। তবে তুমিই এ শাখা নির্ণয় করিও। তোমার অদ্ভুত জ্যোতির্ব্বিদ্যার প্রভাবে যেন এ সোণার সিংহল চির-গৌরবান্বিত থাকে।—এখন মিহির, কি বল ? পিতা-মাতার পরিচয় পাইলে,—আপন জন্ম ও জীবন-বৃত্তান্ত অবগত হইলে,—এখন এ সিংহলে মন বসিবে ত ? না, সকলের মায়া-দয়া কাটাইয়া, রাজা ও মহিষীর স্নেহ-পাশ ছিন্ন করিয়া, কোন্ দিন উজ্জয়িনী পলাইবে ?—কি বল ? চুপ করিয়া রহিলে যে ?

মি। গুরুদেব, আপনি অন্তর্য্যামী—পিতৃস্থানীয়,—আপনার নিকট মনোভাব গোপন করিব না,—জন্মভূমি দর্শন করিতে একবার অভিলাষ হয়। কোথায় সেই উজ্জয়িনী, কেমন সে স্থান, সেখানকার মানুষ সব কেমন—একবার দেখিতে সাধ যায় বৈকি ?

মহিষী ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিলেন,—“না-না-না, অমন সাধ করিও না,—ও সাধ করিতে নাই,—উটি কিছুতেই হইবে না। এই সিংহলে থাকিয়াই তুমি সকল সাধ মিটাইও।—কেন, এখানে কি তোমার কিছু অভাব আছে ?”

মি। মা, তোমার মত মাতৃস্নেহ যাহার ভাগ্যে মিলিয়াছে, তার কি কোন অভাব থাকিতে পারে ? তবে—

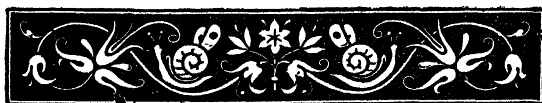
চন্দ্রচূড়ও ঔৎসুক্য সহকারে বলিয়া উঠিলেন,—"না মিহির, ওর আর 'তবে টবে' চলিতেছে না,—এই সিংহলই তোমার 'জননী-জন্মভূমি' বলিয়া মনে করিও।"

মিহির, আর কিছু বলিল না,—মাথাটি হেঁট করিয়া রহিল। কিন্তু রাজারাণীর এই প্রতিবাদে, মনের ইচ্ছাটা, যেন আরো প্রবল হইয়া উঠিল। তবে সে ভাব, এখন প্রকাশ করিল না।

আচার্য্য মনে মনে একটু হাসিলেন। ভবিতব্য বুঝিয়া হাসিলেন,—কি, আর কি ভাবিয়া হাসিলেন, তাহা তিনিই বুঝিলেন।

আর প্রতিভা?—সে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে,—তাই তাহার মনে কোনরূপই তরঙ্গ উঠিল না,—কেবল বিধিলিপির আশ্চর্য্য মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, নির্ব্বাক্ হইয়া, মিহিরের পানে চাহিয়া রহিল।





অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

নির্জ্জন এক রমণীয় পাহাড়। সেই পাহাড়ের শিখরদেশে বসিয়া, নিরাশপ্রাণ ভূষণ, এক ভীষণ ভয়াবহ বিষয়ের চিন্তা করিতেছে। রক্তবর্ণ চক্ষু, রুক্ষ কেশ, বিশুষ্ক বিরস বদন,—বদনে স্থিরপ্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক দৃঢ়তার ভাব। মাথার উপর দিয়া প্রখর সূর্য্যতাপ বহিয়া গিয়াছে,—সারাদিন উপবাসী,—জলস্পর্শ অবধি করে নাই,—একাগ্রমনে দৃঢ়সঙ্কল্পে কি ভাবিতেছে।

ভাবিতেছে—আত্মহত্যা।—ভীষণ ভয়াবহরূপে আত্মহত্যা। হতভাগ্য আপনাকে আপনি হত্যা করিয়া, অসহ্য নৈরাশ্যের হাত হইতে নিস্তার পাইবে, ভাবিতেছে।

ওঃ! কি ভীষণ সে নির্নিমেষ নয়নের দৃষ্টি! কি গভীর সে হৃদয়-শোষণকারী দীর্ঘশ্বাস! বহুক্ষণ অতীত হইতেছে, আর এক একটি বিকট উষ্ণশ্বাসে, পার্ব্বত্য লতাপাতা অবধিও বুঝি বিষময় হইয়া উঠিতেছে!

হতভাগ্য ভাবিল, "আর কেন? কেন আর এ জীবনের মমতা? এ দুর্ব্বহ দেহধারণে লাভ? সব আশা ত ফুরাইয়াছে, —নিষ্ফল জীবনে কি প্রয়োজন? কোন্ ইষ্ট সিদ্ধ হইবে?

জগতের কোন্ কাজে লাগিবে? হাঁ, আমি মরিব। আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব। এই প্রকৃষ্ট স্থান,—এই উপযুক্ত অবসর। কেহ দেখিবে না, কেহ জানিবে না,—এই উচ্চ পাহাড় হইতে ঝাঁপ দিয়া মরি,—কিংবা এই শাণিত ছুরিকা বুকে বিদ্ধ করিয়া সকল যন্ত্রণার হাত এড়াই।—কোন্ যন্ত্রণা অধিক?"

হতভাগ্য আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল—কোন কূল-কিনারা পাইল না। আবার হিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। চারিদিকে বিষের বাতাস বহিল। অন্তরে শতসহস্র বৃশ্চিক এককালে দংশন করিতে লাগিল। মহাপাপী অধীর উন্মত্তভাবে এবার বলিয়া উঠিল,—

"কিন্তু মিহির যে জীবিত রহিল? ক্ষমা তবে তার হইবে,—সুনিশ্চিত তার হইবে। আমি মরিলে, তার আর কোন বালাই-ই থাকিবে না,—কোন অন্তরায়-ই রহিবে না।—দুজনে গলাগলি করিয়া বেড়াইবে। না, তাহা অসহ্য।—ওঃ! তবে বুঝি আমার মরাও হইল না,—মরণের পথেও সে বাদী হইল! হাঁ;—কৈ, নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতেও ত পারিতেছি না?"

অবিরল হলাহল-স্রোত বহিতে লাগিল। প্রতিহিংসাসাধনে শিরায় শিরায় উষ্ণ-শোণিত বাহিত হইল। বুকের কলিজা দ্বিগুণরূপে জ্বলিয়া উঠিল। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া বিকটস্বরে পিশাচ বলিল,—

"অগ্রে মিহিরের বুকের রক্ত পান করি,—মরিতে হয়, তারপর মরিব! অগ্রে গর্ব্বিতা ক্ষমার মিলন-পথে কণ্টক দিই, তারপর মরণের কথা! চির-শত্রুকে হাসিমুখে রাখিয়া মরা, কাপুরুষের কাজ।—তাতে তার কি ক্ষতি?

"কিন্তু ক্ষমাকে মারা হইবে না! না, তাকে আমি মারিতে পারিব না। তার রক্ত দর্শনে, আমার প্রেতাত্মাও শিহরিবে। সে বাঁচিয়া থাকিয়া, বুক চাপ্‌ড়াইতে চাপ্‌ড়াইতে 'হা মিহির— হা মিহির' করিয়া বেড়াইবে,—আর আমি নরক হইতে তাহা দেখিব। দেখিয়া, মনের সাধে হাসিতে থাকিব। হাঁ, সে-ই ভাল, সে-ই যুক্তিযুক্ত।

"এখন, এ কাজ সুসিদ্ধ করি কিরূপে? মিহিরকে বাগে পাই কেমন করিয়া? চারিদিকে সতর্ক প্রহরী,—আমার উপর সকলের সন্দেহ। সর্ব্বচক্ষুর অন্তরাল করিয়া কোন রকমে— একবার তাকে এই পাহাড়ে আনিতে পারি,—তবেই আমার মনস্কাম পূর্ণ হয়।—এই যে দূষণ আস্‌ছে।"

দূষণ, মহাপাপীর অনুচর। মহাপাপীর ন্যায় হিংস্রক ও খল।

দূষণ আসিয়া ঔৎসুক্য সহকারে বলিল, "প্রভু, আপনি এখানে?"

ভূষণ কোন কথা কহিল না,—অনুচরের পানে চাহিয়া একটা বিকট নিশ্বাস ফেলিল।

দূষণ পুনরায় বলিল, "আপনাকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে আমি হায়রান্ হ'য়ে পড়েছি। সমস্ত দিনটা ঘুরে ঘুরে এই বনের ভিতর এসে, শেষ এই পাহাড়ের উপর আপনাকে দেখ্‌তে পাই।—এখনো পর্য্যন্ত আহারাদি হয় নেই বুঝি?"

ভূ। আর আহারাদি! দূষণ, এখন ম'লেই বাঁচি।

দূ। সে কি প্রভু, কি হ'য়েছে বলুন? আমি প্রাণ দিয়ে তা কর্‌বো।

ভূ। পার্‌বে কি দূষণ? আমার বুকের কলিজা ঠাণ্ডা কর্‌বে?—আমায় বাঁচাবে?

দূ। কি বলুন, আপনার জন্যে গদ্দানা দিতে হয়, আমি তাতেও প্রস্তুত।

ভূ। দূষণ, আমার সেই চিরশত্রু,—আমার জীবনের কণ্টক,—পাপিষ্ঠ মিহিরকে একবার চাই। এইখানে—এই বনের ভিতর—এই নির্জ্জন পাহাড়ে একবার চাই। আজি হো'ক আর কালি হো'ক, কোন রকমে তাকে এখানে আন্‌তে পার্‌বে কি?

দূ। এই কথা?

ভূ। এই কথা। নইলে আমি মর্‌বো,—আত্মহত্যা ক'রে সকল জ্বালা জুড়ুবো। দূষণ, আমি বেঁচে থাক্‌তে ক্ষমা তার হবে?

দূ। আপনি থাক্‌তে রাজকন্যে—তার? তবে এই নফর রয়েছে কি জন্যে? প্রভু, কল্য কি,—আজ এখনি—এই দণ্ডে আমি আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বো।

উৎসাহে মহাপাপী ভূষণ উঠিয়া দাঁড়াইল। পিশাচ, স্নেহভরে অনুচরের গলায় হাত দিয়া বলিল, "বল কি!—কেমন করিয়া?"

দূ। আপনার চক্ষুঃশূল—সেই দুষ্মণ এই নিকটেই আছে।

ভূ। নিকটে?—কোথায়?—মিহির?

দূ। সেই পাষণ্ডের কথাই আমি বল্‌ছি। শৈলেশ্বর শিবের মন্দিরে পূজো দিতে এসেছে। ভারি ঘটা, বড় জাঁক।

ভূ। হাঁ, বটে বটে। মনে প'ড়েছে। হতচ্ছাড়া বেটা মা-বাপের পরিচয় পেয়েছে, তাই এই পূজো।—তা সঙ্গে ত অনেক লোকজন আছে?

দূ। না, সন্ধ্যের পর পূজো, এখনো সব পৌঁছয়নি। রাজকন্যে আর সেই ছোঁড়াকে দেখলুম মাত্র।—আবার সব শিকিরীর পোষাক পরা হ’য়েছে।—বনে বুঝি শিকার হবে। বড় হাসি-খুসি, ভারি আমোদ!

ভূ। বল কি? এই ত তবে বড় সুযোগ? তবে নাকি বাবা-শৈলেশ্বর, তুমি নেই?—দূষণ রে! কি সুখের সংবাদই দিলি! বেঁচে থাক্, তোকে সাধ মিটিয়ে পুরস্কার কর্‌বো। এখন এই নে, কাছে যা আছে, দিলেম।

দূ। প্রভু, আপনার খেয়েই মানুষ!—তা ও, এখন থাক্ না?

ভূ। না, লও,—এ দুটি কাণে পরো।

পিশাচ প্রভু, পিশাচ-অনুচরের হস্তে আপন কর্ণভূষণ দুটি অর্পণ করিল।

দূষ্ণো মনে মনে বলিল, “আ! আজ কার মুখ দেখে উঠে-ছিলেম রে!—কাণে পর্‌বো? এ দুটো সেই জুলুমণির জন্যে তোলা রইল!”

প্রকাশ্যে বলিল, “দেরী হ’লো প্রভু, আমি চল্লুম।”

ভূ। কিন্তু কি ক’রে আন্‌বে? বিশেষ, ক্ষমা সঙ্গে আছে?

দূ। সে যন্যে ভাব্‌বেন না। উপস্থিত যেমন বুঝবো, সেই মত চাল চাল্‌বো। বেশটা বদ্‌লাতে হবে—ছদ্মবেশে যেতে হবে। ভুলিয়ে,—ফিকির-ফন্দি ক’রে তাকে আন্‌বই আন্‌বো।

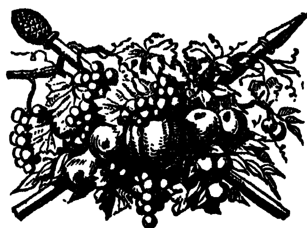
ভূ। অতি উত্তম পরামর্শ। কিন্তু দেখো, খুব সাবধান, —ক্ষমা না জান্‌তে পারে।

দূ। প্রভু,এ নফর আপনার বানেয়া—আপনি নিশ্চিন্ত হোন্।

অভিবাদন করিয়া, দ্রুত-পাদবিক্ষেপে, দুষ্‌ণো চলিয়া গেল।

পাপিষ্ঠ ভূষণ মনে মনে বলিল, "নিশ্চিন্ত একেবারে হইব। হয়, মিহির মরিবে,—নয়, আমি মরিব—চাই কি, দুইজনেও মরিতে পারি। মরণ নিশ্চিত। তখন ক্ষমা, তোমার ঐ গর্ব্ব, অহঙ্কার, ঐ তেজ,—ঐ প্রাণোন্মাদক রূপ কোথায় থাকিবে ?এত করিয়া সাধিলাম,—পায়ে ঠেলিলে ? উঃ! নারী হইয়া তুমি এত নিষ্ঠুর ? আমাকে দগ্ধিয়া মারিলে ? দেখি, এর প্রতিশোধ নিতে পারি কিনা ? তারপর—আমার মৃত্যু ! সে ত আছেই,—যখনি ইচ্ছা, মরিয়া জুড়াইতে পারিব।"

স্থান, কাল, পাত্র—তিনের যথাযথ যোজনা হইয়াছে, এখন যাহা ঘটিবার, তাহাই ঘটিতে চলিল।





ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শৈলেশ্বরের মন্দির, নগরের কিছু দূরে—দেড়ক্রোশ ব্যবধানের পথ। এটি সাধারণ দেবালয়। সিংহলের শৈবধর্ম্মাবলম্বী আবালবৃদ্ধবনিতা এই শিবের পূজা দিয়া থাকে। দেবতা—জাগ্রত।

শিবভক্ত ধর্ম্মশীল রাজা চন্দ্রচূড়—আজ ষোড়শোপচারে, ঘোরঘটা করিয়া, সেই শৈলেশ্বরের পূজা দিবার আয়োজন করিয়াছেন। উদ্দেশ্য,—মিহিরের জন্মবৃত্তান্ত অবগত হওয়ায়, সভক্তি কৃতজ্ঞ অন্তরে, সস্ত্রীক, দেবতার অর্চ্চনা করিবেন। বলা বাহুল্য, এতদর্থে, গৃহদেবতার অর্চ্চনা, যথাদিনে সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যার পর পূজা।—রাজা রাণী, অমাত্য কর্ম্মচারিসহ, যথাসময়ে সমারোহে শিবিকারোহণে যাইবেন।—প্রতিভা ও মিহির কিন্তু তাহার বহুপূর্ব্বে,—মধ্যাহ্নের কিছু পরেই, অতি শুভলগ্ন ও অপূর্ব্ব মাহেন্দ্রক্ষণ দেখিয়া, সেখানে উপস্থিত হইয়াছে।

আজ তাহাদের বড় আনন্দ, বড় উৎসাহ। পূজার জন্য, যত হউক না হউক,—আজ তাহারা নগরের প্রান্তসীমায়—প্রায় অরণ্যের কাছাকাছি আসিয়াছে;—সেই অরণ্য দেখিবে, অরণ্যস্থ

পাহাড় দেখিবে, পাহাড় হইতে নির্গত প্রস্রবণ দেখিবে,—আরও কত কি দেখিবে।—দেখিয়া আনন্দে উৎসাহে মাতিয়া উঠিবে।—আর হয় যদি দুই একটা বন্য-হরিণ বা বন্য-বরাহও শিকার করিবে;—তীর-ধনুকের বিদ্যাটাও ত একটু-আধটু চালনা করিতে সাধ যায়?—এই সব কারণে আজ তাহাদের আনন্দ ও উৎসাহ আর ধরে না।

বলা বাহুল্য, মিহির ও প্রতিভার মধ্যে আর সেই সঙ্কোচ ভাবটুকু এখন নাই। যে দিন হইতে মিহিরের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, চন্দ্রচূড় সেইদিন হইতে, আপনা হইতেই আবার উহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন।—বিশেষ আজিকার দিনের ত কথাই নাই।

প্রতিভা ও মিহিরের আজ অপূর্ব্ব বেশ। দু'জনে দিব্য দুটি শিকারীর পোষাক পরিয়াছে। সে কমনীয় দেহে তীর ও ধনু, অতি অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়াছে। দেহের লাবণ্যে, কমনীয় কান্তিতে, মাধুর্য্যময় মুখশ্রীতে, সহসা দেখিলে, কে স্ত্রী কে পুরুষ,—বুঝিবার যো নাই। উভয়ের হস্তেই হীরক-বলয়, গলে গজমতি-হার, কর্ণে হীরককুণ্ডল, মস্তকে এক একটি বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত, পক্ষীর পক্ষযুক্ত, সুদৃশ্য শিরস্ত্রাণ;—সে এক অপূর্ব্ব শোভা।—এইরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া,—মনোহর ভঙ্গিতে,—মধুর মূর্ত্তিতে, তাহারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। যেন দুটি মনোহর দেব-শিশু, খেলাচ্ছলে ধরাবক্ষে নামিয়া, শিকারান্বেষণে বেড়াইতেছে।

শৈলেশ্বরের মন্দিরের আশে পাশে, ঝোপে জঙ্গলে, এ-দিক ও-দিক করিয়া তাহারা অনেকক্ষণ বেড়াইল—শেষ অরণ্যে প্রবেশ

করিল। সেখানে গিয়া কখন কোন চঞ্চল হরিণ শিশুর পশ্চাৎ ধাবিত হয়, কখন বা শশক ও সজারুদিগকে তাড়া করে, কচিৎ বা দু' একটা পক্ষীকে বাণবিদ্ধ করিয়া আপনাদের ধনুর্ব্বিদ্যার পরিচয় দেয়।

এইরূপ বহুক্ষণ ধরিয়া তাহারা বনে বনে ঘুরিল,—সে বহুক্ষণের মধ্যে দু একটা বন্য-হরিণও শিকার করিল,—কিন্তু বরাহ কি তত্তুল্য কোন একটা হিংস্র জন্তু মারিতেও পারিল না,—কিংবা তাহার সন্ধানও পাইল না। এজন্য তাহারা যেন মনে মনে একটু দুঃখিত।

এদিকে, তখন প্রায় অপরাহ্ন হয়-হয়। সূর্য্যদেব পশ্চিমে অনেকটা ঢলিয়া পড়িয়াছেন। তাঁর সে তেজ কি তাপ—তখন আর নাই বলিলেই হয়। বনের ভিতর আধ-আলো—আধ-ছায়া পড়িয়াছে। গাছের মাথায়—পাতায় পাতায় কাঁচাসোণার রং ঝিক্-মিক্ ঝিক্-মিক্ করিতেছে। আকাশের পশ্চিম গায়ে লাল, কালো, শাদা, সোনালি—কত রকমের রং কেমন আশ্চর্য্য শোভায় শোভিত হইয়া আছে।

মিহির বলিল, "প্রতিভা, তোমার ভাই যেমন উদ্ভট আমোদ!—সারা দিনটা বৃথা গেল।—না হ'লো একটা শিকারের মত শিকার করা, আর না হ'লো দু'দণ্ড স্থির হ'য়ে ব'সে কিছু দেখা!—মিছেমিছি বন ঢুঁড়ে বেড়ানই সার।"

প্র। কেন, এত দেখেও আশ্ মিটল না? আবার কি ক'রে দেখ্তে চাও?

মি। তোমার দেখা যেন ঠিক বিদ্যুতের মত। চকিতে একটা দেখেই আর একটাতে চোখ দাও।—তা তোমার কোন্

কাজটাই বা এমন নয়? দেখা, শোনা, চলা, ফেরা, বলা—সকলি তোমার যেন ছুটোছুটি ব্যাপার!

প্র। শীঘ্র শীঘ্র ছুটী নিতে হবে কি না,—তাই অমন।

মি। ও আবার কি কথা?

প্র। না, এমন কিছু নয়—এই জীবনের ছুটী যার যত শীঘ্র, সে তত চট্‌পট্‌ দেখিয়া লয়। দেখ নাই, যে গাছগুলা শীঘ্র ধ্বংস হয়, সে গুলা কেমন হু হু ক'রে বেড়ে উঠে! তুমি চাও—ধীর স্থির হোয়ে দেখ্‌তে।—কেমন, না?

মি। তোমার এ হেঁয়ালির অর্থ সব সময় আমার বুদ্ধিতে কুলাইয়া উঠে না।—'জীবনের ছুটী'—ও আবার কি কথা? তবে কি তুমি আমার আগে চলিয়া যাইবে? তা হ'লে আমার দশা কি হবে প্রতিভা?

প্র। ভয় নাই,সে আর এখনি হইতেছে না,—দেরী আছে। তবে কথাটা উঠ্‌লো, তাই বলিলাম।

মি। না প্রতিভা, অমন কথা তুমি আর ব'লো না,—ওতে আমার কষ্ট হয়। দেখ, যতদিন না নিজের জন্মবৃত্তান্ত জান্‌তে পেরেছিলেম,—সত্য বলিতে কি, জীবনের সাধ-আহ্লাদ কি আশা-ভরসা বড় একটা ছিল না;—এখন তুমি নূতন আলো দেখিয়েছ,—জীবনে সুখের তরঙ্গ তুলেছ,—এখন আর অমন নিষ্ঠুর কথা বলা তোমার উচিত হয় না।

প্র। আচ্ছা, সত্য সত্যই যদি আমি তোমার আগে যাই, কি কর?

মি। আবার ঐ কথা? ছি প্রতিভা, তুমি বড় দুষ্টু হ'য়েছ।

প্র। যদি ভূষণের হই?

মি। দেখ, অমন ক'ল্লে আমি নিবিড় বনের ভিতর ঢুক্‌বো—আমায় আর দেখ্‌তে পাবে না।

প্র। যদি বাবা অমত করেন,—এ বিবাহে তিনি যদি রাজী না হন?

মিহিরের চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"মিহিরের আয়ুঃশেষ হ'বে।"

বড় স্নেহে মিহিরের গলদেশ বেষ্টন করিয়া প্রতিভা বলিল, "বালাই! শত্রুর আয়ু শেষ হোক,—তোমার শতবর্ষ পরমায়ু হোক।—ও কি ও?"

"বাবা গো, বরায় মেরে ফেল্লে গো,—বাপ সকলেরা তোমরা রক্ষা কর গো!"——

অদূরে সহসা এইরূপ একটা ভীতিসূচক আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল।

"ও কি ও?"—চমকিত ভাবে এই কথা বলিয়া, প্রতিভা ঝটিতি ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া দাঁড়াইল। মিহিরও চক্ষের পলক ফেলিতে-না-ফেলিতে, সেইরূপ বীরভাবে ধনুকে জ্যা যোজনা করিল।

বনের ভিতর হইতে আবার সেই আর্ত্তস্বর ধ্বনিত হইল,—"বাবা গো, কে আছ রক্ষা কর! প্রাণ যায়, রাখ।"

প্রতিভার সে কমনীয় কান্তির উপর দিয়া, সহসা যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। চক্ষে আগুন জ্বলিতে লাগিল। মাথার শিরস্ত্রাণ খসিয়া পড়িল। অতি চঞ্চলভাবে প্রতিভা বলিয়া উঠিল,—"মিহির, মিহির, দাঁড়াও,—এখান হইতে আর এক-পাও নড়িও না,—আমি এই এলাম বলিয়া।"

মিহিরও সেই স্বরে বলিল, "না প্রতিভা, আমি যাই,—আমিই বিপন্ন পথিককে উদ্ধার করিব।"

"না মিহির, না, দু'জনে এক পথে নয়,—তুমি এই পথ আগুলিয়া থাক,—তাড়া খাইয়া চাই কি এদিকেও আসিতে পারে।"

তীরবেগে, স্বর লক্ষ্য করিয়া, প্রতিভা ছুটিল,—এবার আর উত্তরের অপেক্ষা করিল না। কত কণ্টক পায়ে ফুটিল, কত বৃক্ষ লতা শাখা—পথ অবরোধ করিয়া শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিল, কিছুতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, কোন বাধায় প্রতিহত না হইয়া, আর্ত্তের উদ্ধারকল্পে, অবিরাম গতিতে, সে করুণাময়ী ছুটিতে লাগিল। সে স্বরও যেন ক্রমেই আগাইয়া চলিয়াছে,—"ঐ বরাহ, ঐ বরাহ,—কে আছ রক্ষা কর!"

এদিকে মিহির,—সে-ও চঞ্চল হইয়াছে,—সে-ও ধনুকে জ্যা যোজনা করিয়া উদ্‌গ্রীব ভাবে কাণ পাতিয়া আছে,—স্বর কোন্ দিকে যায়? কিন্তু কৈ, আর ত কোন শব্দ শুনা যাইতেছে না? মুহূর্ত্তকাল অতীত হইল যে? কৈ, প্রতিভাও ত ফিরিল না?

প্রতিভা ফিরিল না?—মিহিরের প্রাণ উড়িয়া গেল, চঞ্চলতা যেন শতগুণ বৃদ্ধি পাইল,—অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত চিত্তে, ক্ষিপ্রগতিতে, মণ্ডলাকারে, মিহির চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কৈ প্রতিভা?—কোথায় প্রতিভা?—কোথায় সে স্বর?—কোথায় বরাহ?

অরণ্যের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া,—ভয়ব্যাকুলকণ্ঠে, অতি উচ্চস্বরে, মিহির ডাকিল,—"প্রতিভা, প্রতিভা!"

প্রতিধ্বনি গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল,—"প্রতিভা!"

"এঁ্যা"—বলিতে বলিতে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া উর্দ্ধ-শ্বাসে মিহির ছুটিল। মুখে অবিরাম সেই মর্ম্মভেদী ধ্বনি—"প্রতিভা, প্রতিভা!"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে কে একজন ছুটিয়া আসিয়া, পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "এই এদিকে, এদিকে,—ঐ বরাহ! ঐ আসিল,—ঐ মারিল,—রক্ষা কর।"

বীরকণ্ঠে, পরিপূর্ণ সাহসে মিহির বলিয়া উঠিল,—"কৈ, কোথায়?—কোন্ দিকে?"

প্রতিভার গতির বিপরীত দিক দেখাইয়া সে বলিল, "এই এদিকে, এদিকে।—হাঁ, ঐ যে?—আহা-হা! ঐ চাঁদ-পানা ছেলেটি বুঝি গেল গো!"

মিহিরের হৃৎপিণ্ড যেন শতধা বিদীর্ণ হয়।—চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া মিহির ছুটিল;—কিন্তু কৈ বরাহ,—কোথায় বরাহ? কোথায় বা সে 'চাঁদপানা ছেলে?'

"কৈ, কোথায়?'—বজ্রকঠোর স্বরে এই কথা বলিয়া, হাঁফা-ইতে হাঁফাইতে, মিহির বক্তার পানে চাহিল। আবার অতি ব্যগ্রতার সহিত বলিল, "কৈ, কোথায় সে বালক? কোথায় বরাহ?"

"তবে বুঝি আরো আগাইয়া গেছে;—আর যাবে কি?"

মিহিরের অবস্থা তখন চিন্তার অতীত। অতি পৌরুষব্যঞ্জক দৃঢ়তার স্বরে—কঠোর অবজ্ঞাসূচক কণ্ঠে, উত্তর করিল, "যাব না?—চল।"

"কিন্তু ওদিকে আরো বন,—নিবিড় জঙ্গল। ওর পরেই পাহাড়।"

"চল!" আবার সেই ভীষণ স্বর, সেই অব্যর্থ অলঙ্ঘ্য আদেশ।—স্বরে ও মূর্ত্তিতে অতি ভীষণ সৌন্দর্য্যের সমাবেশ হইয়াছে।

মুহূর্ত্তের জন্য, পথপ্রদর্শনকারী, চমকিত হইল। মনে মনে বলিল, "হাঁ, প্রাণের টান্ বটে।"

অগ্রে সেই পথিক, পশ্চাৎ মিহির।

মিহির উগ্রকণ্ঠে বলিল, "চল, দ্রুত চ'ল।—প্রতিভা, প্রতিভা!"

পথিক বলিল, "এ নিবিড় বনে সহজে কি সাড়া মিলে? না, কেউ সাড়া দিতে সাহস পায়?"

মিহির সে কথা কাণে তুলিল না, আবার সেই স্বরে, সেই নীরব অরণ্যানী কম্পিত করিয়া ডাকিল, "প্রতিভা' প্রতিভা!"

বৃক্ষের পত্রে পত্রে সে স্বর ঝঙ্কারিত হইল,—"প্রতিভা, প্রতিভা!"

উন্মত্ত মিহির উত্তেজিত স্বরে পথিককে জিজ্ঞাসা করিল, "কৈ, কোথায় প্রতিভা?—কোথায় বরাহ?"

পথিক। হাঁ, তাইত, কিছু যে ঠাওরাতে পাচ্ছিনে? ছেলেটির ত কিছু ভাল-মন্দ হ'লো না?

"এ্যাঁ!"—বলিয়া মিহির এবার বসিয়া পড়িল। বড় নিরাশাপূর্ণ দৃষ্টিতে সেই পথিকের পানে চাহিল। পাপিষ্ঠ পথিক তখন সুযোগ বুঝিয়া বলিল, "তা এস না, এক কাজ করি? সাম্‌নেই ত দেখ্‌ছ ঐ পাহাড়,—ঐ পাহাড়ের উপর উঠে চল না দেখি—ছেলেটিরই বা কি হ'লো, আর বরাহটাই বা কোন্ দিকে গেল? ভয় নেই, তোমার মত তার হাতেও এই রকম

তীর-ধনুক আছে,—খানিকক্ষণ যুঝ্‌তেও পার্‌বে।—আহা! ছেলেটি বুঝি তোমার মার-পেটের ভাই?"

পথিকের ছদ্মবেশ, গলার স্বর চাপা।

কিন্তু তখন মিহিরের সে দিকে লক্ষ্যই ছিল না, আর লক্ষ্য থাকিলেও কোনরূপ চিন্তা করিবার ক্ষমতা ছিল না।

'হাঁ, না'—কোন কথার কোন উত্তর না দিয়া, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, মিহির সেই মহাখলের অনুসরণ করিল।

বস্তুতঃ, সে স্থানটা নিবিড় জঙ্গলময় বটে। তাহার একটু পরেই পাহাড়ও বটে। মিহিরকে লইয়া সেই মহাখল তখন ধীরে ধীরে সেই পাহাড়ে উঠিল।

গন্তব্যস্থানে পঁহুছিয়া বলিল, "এস দেখি, এই পাহাড়ের চূড়োয় ব'সে দেখি,—ছেলেটিরই বা কি হ'লো,—আর সেই বরাহটাই বা কোথায় গেল?"

অবশ, বিকলেন্দ্রিয় মিহির, যেন যন্ত্র-পুত্তলির ন্যায় শূন্যদৃষ্টিতে একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিল,—হায়! কোথায় প্রতিভা?—কোথায় বরাহ?

"পথিকের অনুমানই কি তবে সত্য?"—ভাবিতে ভাবিতে মিহিরের মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া বিকলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"প্রতিভা, সিংহলরাজনন্দিনি! ক্ষমা! তুমি কি তবে নাই?—হায়, আমাকে ফাঁকি দিয়া গেলে?"

বিষময় তীব্র শ্লেষবাক্যে, সহসা কে সম্মুখে আসিয়া বলিল, "ফাঁকি দিবে কেন,—রূপসী ক্ষমা এই পাহাড়ে আসিয়া তোমায় বরণ করিবেন!—নহিলে আর পবিত্র প্রেমের বিচিত্র আকর্ষণ কি?"

মিহিরের চমক ভাঙ্গিল। বিস্মিত হইয়া দেখিল, সম্মুখে শাণিত ছুরিকাহস্তে, কৃতান্তরূপী ভূষণ। শিহরিয়া বলিয়া উঠিল, "একি! তুমি? ভূষণ? তোমার এই কাজ?—এমন বেশে তুমি এখানে?"

"এই তোমাদের মধুর মিলন দেখিয়া,পরিতৃপ্ত হইব বলিয়া।"

"বটে, এতদূর?"—হাতের তীর, হাতে ধরিতে-না-ধরিতে, পাপিষ্ঠ ভূষণ,—সেই ছদ্মবেশী পথিককে,—সেই পাপ অনুচরকে ইঙ্গিত করিল—"দূষণ!"

মহাপাপী দূষণ অমনি পশ্চাৎ হইতে ঝটিতি মিহিরের তীর-ধনুক কাড়িয়া লইল। নিরবলম্বন মিহির একটা তীব্রকটাক্ষ করিয়া বলিল, "ওঃ! এমন ষড়যন্ত্র?"

"আর সে মশায়ের অনুগ্রহ"—পিশাচ অনুচর এই কথা বলিতে বলিতে, নিম্নে—জঙ্গলে সেই তীর-ধনু ফেলিয়া দিল।

এবার ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া, যোগ্য প্রভুর যোগ্য অনুচররূপে বিরাজ করিল।

মিহির অতি ঘৃণার স্বরে বলিয়া উঠিল,—"ভূষণ, ইহারই নাম বীরত্ব? এরূপ কাপুরুষোচিত নীচতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করিবার কি প্রয়োজন ছিল?"

ভূ। কি প্রয়োজন ছিল,—এই দেখ!—মর্য্যাদা-জ্ঞানশূন্য, পরান্নভোজী, কুপোষ্য-কুক্কুর! যজ্ঞহবি আহারে এত সাধ?—আয়, তোর বুকের রক্তে শরীর শীতল করি! ওঃ! আমি জীবিত থাকিতে, ক্ষমা তোর?

মি। তাই বুঝি চোরের ন্যায় আমায় এ গুপ্ত হত্যার আয়োজন?—নিষ্ঠুর, চণ্ডাল!

পশ্চাৎ হইতে পিশাচ অনুচর মিহিরের দুই হাত বাঁধিয়া ফেলিল। মহাপাপ ভূষণ অমনি সেই সুযোগে, অতি ভীষণ মূর্ত্তিতে, মিহিরের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া, সেই শাণিত ছুরিকা উত্তোলন পূর্ব্বক স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু, হরি হরি!—একি! সহসা কোথা হইতে এক ভীষণ কালসর্প আসিয়া, অতি প্রচণ্ডরূপে মহাপাপীকে দংশন করিল। এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তে—ও আবার কি! সহসা অব্যর্থ লক্ষ্যে কোথা হইতে একটি বাণ আসিয়া মহাপাপীর মস্তক ভেদ করিয়া দিল!

কিন্তু কার এ মহালক্ষ্য? কার এ অব্যর্থ সন্ধান?

সার্থক ধনুর্ব্বিদ্যা! সেই এক বাণেই মহাপাপী রুধিরধারায় প্লাবিত হইয়া, সেই পাহাড়ে লুটাইয়া পড়িল;—আর এদিকে সেই সর্পবিষে জর্জ্জরিত হইয়া, যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল।

আর ওদিকে,—দেখিতে-না-দেখিতে, চক্ষের পলক ফেলিতে-না-ফেলিতে,—একি! আরও যে একটি তীক্ষ্ণ তীর!—এবারও যে অব্যর্থ সন্ধান! সে সন্ধানে সেই পিশাচ অনুচরের বক্ষঃ বিদীর্ণ হইয়া গেল।

চমকিত মিহির, চমকিত অন্তরে, অতি বিস্মিতভাবে, একবার ঊর্দ্ধে আকাশ পানে, আর বার নিম্নে এই পৃথিবী পানে চাহিয়া দেখিল। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, স্তম্ভিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।—কোন অদৃশ্য দেবতা কি তাহার প্রাণরক্ষার্থে, পলকে—চক্ষের নিমেষে, এরূপ অভূতপূর্ব্ব উপায়ে, তার দুই মহাশত্রুকে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দিলেন?

সে দেবতা কি সাকারা, না—নিরাকারা?

বিস্মিত মিহির এবার কি মনে করিয়া, সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, দেবতা সাকারাই বটে—তাহার মানস-প্রতিমা, জীবনরক্ষাকারিণী, অপূর্ব্ব তেজোদীপ্তিশালিনী—প্রতিভাসুন্দরী! যেন স্বপ্নময়ী সে মূর্ত্তি! সেই তীররাজি তখনও পৃষ্ঠে দুলিতেছে!

একি! সহসা প্রতিভা এখানে আসিল কোথা হইতে?

প্রতিভাকে দেখিয়া সেই ভীষণ কালসর্প যেন নিশ্চিন্ত হইয়া, অবনত মস্তকে কোথায় চলিয়া গেল। প্রকৃতির অনুচর এইরূপেই প্রকৃতির আদেশ পালন করিল।

দৃশ্যটি দেখিয়া প্রতিভা চমৎকৃত হইল। সর্ব্বাগ্রে মিহিরের বন্ধন বিমুক্ত করিয়া দিল।

মিহির জাগ্রতে স্বপ্নদর্শনের ন্যায় অনিমেষ নয়নে, সে মনোময়ী মূর্ত্তিকে দেখিতে দেখিতে বলিল, "প্রতিভা, দেবতাদর্শন এ জীবনে কখন হয় নাই, আজ তোমাতে সে সজীব ছবি দেখিলাম,—আমার আর শৈলেশ্বর পূজার প্রয়োজন নাই।"

প্রতিভা একটু স্থিরহাস্যে উত্তর করিল, "বুঝিয়াছ বটে!—দেবতা আবার মানুষও হত্যা করে দেখ! হত্যা ব'লে হত্যা—একেবারে জোড়া-হত্যা!"

মি। হায় প্রতিভা, কিসে যে কি হইয়া গেল, কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না।—বিস্ময়ে এখনো আমার দেহ কণ্টকিত হইয়া আছে!

প্র। ছদ্মবেশী পথিকের প্রতারণায় আমিও আত্মবিস্মৃত হ'য়েছিলেম। শেষ, ঐ গাছের আগ্‌ডালে দাঁড়িয়ে, তোমার সন্ধান নিতে নিতে,—চোখের পলকে এই কাণ্ডটা হ'য়ে গেল।—ঐ

দেখ, ভূষণ ও দূষণ একেবারে মহানিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় নিচ্ছে। তাই বোল্‌ছি, দেবতার দয়াটা বুঝেছ ভাল।

মি। তা দেবতাও এই ভাবেই দুষ্টের দমন ও শিষ্টের রক্ষা করেন।

প্র। তা বটে, তবে উপদেবতার কথা স্বতন্ত্র! আমাকে এই শেষের দলেই ফেলিও।—আর সাপটা বুঝি কিছু নয়?

মি। প্রতিভা, তোমার কাছে, কবে, কোন্ বিষয়ে না আমি হার মেনেছি বল? এমন জীবনমরণের সময়ও তোমার পরিহাস!

প্র। কৈ, পরিহাস করিতে শিখিলাম কোথায়?—এখনও যে চোখে জল আসে!

মুমূর্ষু ভূষণের সম্মুখে গিয়া প্রতিভা এবার দাঁড়াইল। নিষ্প্রভ চক্ষে ভূষণ সে স্বর্গীয় সুষমা দেখিতে লাগিল। হায়! রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতেও ক্ষমার এত রূপ?

দেখিতে দেখিতে জড়িতস্বরে ভূষণ বলিল, "ক্ষমা, আমার শেষ সাধ মিটেছে,—তোমার হাতে আমি ম'ত্তে পেরেছি! বুঝ্‌লেম, তুমি যারে কৃপা ক'রেছ, ভগবান্‌ও তাকে কৃপা-চক্ষে দেখেছেন। আমি এতদিন মিছে মিহিরকে হিংসা ক'রে এসেছি। আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হ'য়ো। আর এ দুর্ভাগাকে স্মরণ ক'রে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলো।—মিহির, ভাই, তুমিও আমায়

মুখের কথা থাকিতে থাকিতে, হতভাগ্য ভূষণের শেষনিশ্বাস পড়িল।

সে নিশ্বাস প্রতিভার গায়ে লাগিল। অশ্রুপূর্ণলোচনে

ভূষণকে উদ্দেশ করিয়া প্রতিভা বলিল, "মন্দভাগ্য, তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলে বটে, কিন্তু আমি সুখী হইতে পারিব না,—তোমার ন্যায় এমনি কষ্টে,—কি ইহারো অধিক কষ্টে, আমারও আয়ুঃশেষ হইবে।"

মিহির। প্রতিভা, একি কথা,—একি তোমার অনুশোচনা? আমায় বাঁচাইলে,—কি এইরূপ নিষ্ঠুর কথা শুনাইবে বলিয়া?

প্র। না মিহির, দুঃখিত হইও না,—আত্মীয়বিয়োগে কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছি।

প্রতিভা, ভূষণের সেই অনুচর—দূষণের সম্মুখে গিয়া দেখিল যে, ভূষণের পূর্ব্বেই সে গতাসু হইয়াছে,—তাহার বাণটা একেবারে বুক ভেদ করিয়া, পিঠ ফুঁড়িয়া বাহির হইয়াছিল। তাই তাহাকে মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকিতে হয় নাই।

প্রতিভা একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হা পরপ্রত্যাশী জীব! লোভবশে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলে?"

মিহির ভাবিল,—"উঃ! আজিকার দিন কি ভীষণ! যেন অষ্টবজ্র একত্র হইয়া আজ আমার জীবনের বাদী হইয়াছিল! জগদীশ! আর যেন এরূপ ভীষণ পরীক্ষায় পড়িতে না হয়!"





বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতিভা বলিল, "মিহির, আজ আমাদের বিবাহ।"

মিহির কিছু বুঝিতে না পারিয়া, অবাক্ হইয়া প্রতিভার পানে চাহিয়া রহিল।

প্রতিভা বলিল, "বিস্মিত হইতেছ? হাঁ, সত্যই আমাদের বিবাহ। এই পার্ব্বত্য-শ্মশানে, ভূষণের প্রেতাত্মাকে সাক্ষী করিয়া, এখনি আমাদের এই বিবাহ সম্পন্ন করিতে হইবে।"

মি। প্রতিভা, তুমি ও কি বলিতেছ?

প্র। যাহা বলিতেছি, যথার্থই বলিতেছি। এই স্থান, এই সময়, ভূষণের এই রক্তদর্শন,—এইরূপ অবস্থায় আমাদের বিবাহ,—বিধি-লিপি।

মি। যদি এ বিবাহ না করি?

প্র। সাধ্য কি তোমার,—হয়কে নয় কর?—জন্মস্থান দর্শনের ইচ্ছা তোমার মনে বলবতী হইয়াছে না?

মিহির যেন কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "প্রতিভা, তুমি—কি? একি জ্যোতির্ব্বিদ্যার ফল?—না, তোমার অলৌকিক মানসিক বল? অন্তর্য্যামী দেবতার ন্যায় আমার অন্তরের

গুহ্যকথা তুমি কিরূপে জানিলে? বিশেষ এই সময়, এই স্থান।—সকল অবস্থাতেই তাহা হইলে তুমি বাক্‌সিদ্ধা?”

প্র। জন্মভূমি দর্শনের সাধ যদি মিটাইতে চাও, ত এই অবসর। এমন সুযোগ—এমন মাহেন্দ্রক্ষণ আর মিলিবে না।

মি। সে কি!

প্র। আমার পিতা কিছুতেই তোমায় এ সিংহল ত্যাগ করিতে দিবেন না। চারিদিকে তাঁর সতর্ক প্রহরী, পলায়নেও তুমি সফলকাম হইতে পারিবে না।

মি। প্রতিভা যার সহায়, সে অসাধ্যকেও——

প্র। প্রতিভার প্রতিভা এখানে হস্তপদহীন,—কোন শক্তিরই চালনা করিতে পারিবে না। যাদুকরের মন্ত্রপূত কুহকদণ্ডের ন্যায় আমাকেও অচল থাকিতে হইবে।

মি। তবে উপায়? আমাকে ত একবার জন্মস্থান ও জন্মদাতাকে দেখিতেই হইবে? নহিলে যে ভূষণের হস্তে মৃত্যুও শ্লাঘনীয় ছিল?

প্র। কিন্তু কৈ, পিতা বা কাহারও নিকট ত তুমি এমন আগ্রহ প্রকাশ কর নাই?

মি। করি নাই—ভয়ে; করি নাই—জীবনের প্রধান সাধ অপূর্ণ হইবার আশঙ্কায়।—পাছে তিনি ‘না’ বলেন। মনের ভিতর কিন্তু তাহা ষোল আনাই পুষিয়া রাখিয়াছিলাম। আর আজ—এখন ত তোমার নিকট তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রকাশ করিতেছি। প্রতিভা, তোমাকেই ইহার কোন প্রতিকার করিতে হইবে,—নহিলে আমি আত্মঘাতী হইব।

প্র। তাই বলিতেছিলাম, এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে

মি। এই মুহূর্ত্তে ?

প্র। এই মুহূর্ত্তে—বিস্মিত হইতেছ কেন ? পরিণীতা না হইয়া ত আমি দ্বিচারিণীর ন্যায় তোমার অনুসরণ করিতে পারি না ?

মি। তবে——

প্র। তবে আর কি ? এস, এইরূপ হাতে হাত রাখিয়া, ভূষণের শবদেহ আসন করিয়া, উপবেশন করি। অন্ধকার হইয়া আসিল,—এখনি আবার আমাদের শৈলেশ্বর মন্দিরে ফিরিতে হইবে।

মি। সম্প্রদান করিবে কে ?

প্র। আমি নিজেই নিজেকে সম্প্রদান বা উৎসর্গ করিব।

মি। প্রতিভা, তোমার সকলই অদ্ভুত।—কথাগুলাও দ্ব্যর্থঘটিত।

প্র। জীবনও আমার দ্ব্যর্থঘটিত।—মরণেই প্রতিভার জীবন ; জীবন ভৌতিক ছায়া মাত্র।—মুখের পানে চাহিয়া, ও দেখ কি ?—আমি এ জীবন তোমাকে উৎসর্গ করিলাম।—এই আমার বিবাহের মন্ত্রপাঠ হইল! দেবতা সাক্ষী, তুমি সাক্ষী, আমি সাক্ষী, আর ভূষণের প্রেতাত্মা সাক্ষী,—আমি এ বাক্য ধ্রুব-সত্যের ন্যায় পালন করিব।

মিহির নির্ব্বাক্ হইয়া প্রতিভার পানে চাহিয়া রহিল।

মাথার উপর দিয়া, একটা বৃহৎ পার্ব্বত্য-পক্ষী বিকট স্বরে চীৎকার করিতে করিতে চলিয়া গেল। মিহিরের দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

বাণবিদ্ধ, বিগতজীবন ভূষণের রক্তরঞ্জিত স্থান হইতে এক ফোঁটা গরম রক্ত লইয়া, প্রতিভা আপন সীমন্তে দিয়া বলিল,

"মিহির, আমি যে তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, এই তাহার নিশানা রহিল।"

মি। একি! ঐ রক্ত কপালে দিলে?

প্র। হাঁ, এই আমার সধবার লক্ষণ—সীমন্তের সিন্দূর হইল। পিতাকে, মাতাকে, এবং আচার্য্যকে বুঝাইতে পারিব, এখন হইতে আমার আর কোন স্বাধীন ইচ্ছা রহিল না,—সর্ব্বাংশে সকল অবস্থাতেই আমি স্বামীর অনুগামিনী হইতে বাধ্য।

মি। বুঝিলাম, আমার মঙ্গলমন্দিরে, সত্য সত্যই তুমি আপনাকে উৎসর্গ করিলে। কিন্তু আমি তোমার যোগ্য হইতে পারিব কি? তোমার এ মহান্ আত্মত্যাগ, এ নির্ভর, এ বিশ্বাস —হৃদয়ে অঙ্কিত রাখিতে সক্ষম হইব কি?

প্র। সে তোমায় ধর্ম্ম ও আমার অদৃষ্ট। কিন্তু সে কথার এখন বিলম্ব আছে।—চল—যাই, পিতা মাতা আচার্য্য সকলেই আমাদের জন্য আকুল হইয়াছেন। সাবধানে চল। ঐ মন্দির লক্ষ্য করিয়া চল। পথ বড় দুর্গম ও কণ্টকময়, প্রাণ হাতে করিয়া চল। প্রতিভার পাণিগ্রহণ করিয়াছ,—পদে পদে বিপদ ও সহিষ্ণুতার পরীক্ষা দিতে হইবে।

প্রতিভা অগ্রে অগ্রে, মিহির মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পশ্চাতে পশ্চাতে। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। ক্ষিপ্রগতিতে উভয়ে সেই নিবিড় বন পার হইয়া, মন্দিরসম্মুখে আসিয়া পঁহুছিল। তখনও সেই অদ্ভুত শীকারের বেশ—পৃষ্ঠে তীর ও ধনু লম্বিত। পাহাড়ের নিম্নে আসিয়া, মিহির সেই নিক্ষিপ্ত তীরধনু কুড়াইয়া লইয়াছিল।





একবিংশ পরিচ্ছেদ।



তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। মন্দির আলোকমালায় সুসজ্জিত ও ধূপে ফুলে সুরভিত। মন্দির-প্রাঙ্গণ জনতায় পূর্ণ।

আচার্য্য পুরঞ্জয় উৎসুকচিত্তে, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, প্রতিভা ও মিহিরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সহসা উভয়কে সম্মুখে দেখিয়া আগ্রহসহকারে বলিয়া উঠিলেন—"এই যে তোমরা? এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তোমাদের অনুসন্ধান জন্য যে চারিদিকে লোক প্রেরিত হইয়াছে? ছিঃ! এমনি করিয়া কি সকলকে ভাবাইতে হয়? মহারাজ মহারাণী তোমাদের জন্য যে বিশেষ চঞ্চল ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন?"

প্রতিভা ও মিহির একটু লজ্জিতভাবে প্রণত হইয়া, আচার্য্যকে সকল কথা নিবেদন করিল। বনভ্রমণ, শিকার, ভূষণের চক্রান্ত, তাহার পাপের প্রতিফল—একে একে সকল ঘটনা জানাইল। কেবল আপনাদের পরিণয় ব্যাপারটি বলিতে পারিল না।

দৈবদুর্ব্বিপাকে ভূষণের আকস্মিক মৃত্যুর কথা শুনিয়া আচার্য্য চমকিত হইলেন। গদগদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"হে শিব, হে সত্যস্বরূপ, এ সকল তোমারই ইচ্ছা! তুমি মারিলে কে রাখিতে পারে?—হতভাগ্য! মরিয়াছ, না বাঁচিয়াছ!

ঈর্ষানলে চিরদিন ধিকি ধিকি পুড়িয়া মরা অপেক্ষা, এইরূপ একেবারে মরণই তোমার পক্ষে মঙ্গল। তবে শোচনীয় অপঘাত! তা যেমন ক্ষেত্র, সেইরূপই ত ফল ফলিবে?—আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার আত্মার সদ্গতি হয়।"

মনে মনে বলিলেন, "এইরূপ যে একটা অঘটন ঘটিবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম। তারপর, এইবার এইরূপ অঘটন ঘটনায়——না, ও চিন্তা এখন করিব না,—দেখি, বর্ত্তমান ঘটনাস্রোত কোন্‌দিকে ধাবিত হয়?"

প্রকাশ্যে বলিলেন, "মিহির, এখন ঐ বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া, শুচি হইয়া ব'সো—পূজার সময় হইল। ক্ষমা, তুমিও ঐ বেশভূষা ত্যাগ কর। ভাবিয়া আর কি করিবে?—যাহা বিধিলিপি, তাহাই ফলিয়াছে।

প্র। তাই ভাবিতেছি—বিধি-লিপির হাত এড়াইবার ক্ষমতা কাহারও নাই।—শৈলেশ্বর, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইল।

এবার প্রতিভার চক্ষে জল আসিল। তাহার কণ্ঠরোধ—বাক্যরোধ হইল।

আচার্য্য পুরঞ্জয় সহানুভূতিসূচক শীতল বাক্যে বলিলেন, "তা এজন্য আর অনুশোচনা কেন মা? যাহা হইয়াছে, তাহা মঙ্গলের জন্যই বুঝিতে হইবে। এখন ভগবান্ শৈলেশ্বরের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সকলে বাটী যাই চল।"

প্র। দেব, বাটী যাইবার অধিকার আমার আর নাই,—সিংহল হইতে, ইহজন্মের মত আমার দোকানপাট উঠিয়াছে।

"সে কি" বলিয়া আচার্য্য যেন একটু বিস্মিত হইলেন। অন্যান্য যাহারা সেখানে ছিল, তাহারাও বিস্মিত হইল।

আচার্য্য সকল কথা না শুনিয়াও, যেন সমস্তই বুঝিলেন। ঔৎসুক্যভরে বলিলেন, "সে কি!—মিহির, তবে তুমিই এই আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া দিলে? জন্মভূমি দর্শনের ইচ্ছা তোমার এতই বলবতী হইল? কিরূপে আজন্মের স্নেহ-মমতা, মুহূর্ত্তে কাটাইলে? আর ক্ষমা,—তোমারই বা একি আচরণ?"

প্রতিভা আপন কপালে হাত দিয়া ইঙ্গিতে জানাইল,—'প্রাক্তন।' পরে প্রকাশ্যে বলিল,—

"দেব! অবিশ্বাস করিবেন না,—সিংহল-রাজনন্দিনীর চরিত্রের প্রতি সন্দিহান হইবেন না,—আমি ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্যই করিতেছি।—আমি আমার পতির অনুগমন করিতে বাধ্য।

পুর। সে কি?

প্র। আজ হইতে আমি পরিণীতা,—মিহিরের হস্তে আমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম, জীবন-মরণ—সকলই আজ হইতে নির্ভর করিতেছে।

পুর। কে তোমার এ বিবাহ দিল?—কখন এ বিবাহ হইল?

প্র। অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে এ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে;—আমি নিজেই আমার অদৃষ্ট-দণ্ড চালনা করিয়াছি।

পু। ভূষণের মৃত্যুর পূর্ব্বে, না পরে?

প্র। পরে—কুলচারবিধি লঙ্ঘন করি নাই। তবে সেই অশুচি-দেহে, পার্ব্বত্য-শ্মশানে, ভূষণের প্রেতাত্মাকে সাক্ষ্য করিয়া—এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইয়াছে।—এইটুকু যা বলুন। কিন্তু তার আর উপায় ছিল না। ইহাকে গান্ধর্ব্ব-বিবাহ বলিতে হয় বলুন, কিংবা অন্য কোন আখ্যায় ইহাকে অভিহিত করুন,—ফলে বিবাহ আমাদের হইয়া গিয়াছে।—এই দেখুন, আমার সীমন্তের নিশানা।—ভূষণের সদ্যোরক্তে এ সধবার লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে।

পু। ইহার ফল—ভাল না মন্দ ?

প্র। সে কথা এখন তুলিবেন না। যাহা হইবার হইয়াছে। আমার নিয়তি আমায় আহ্বান করিতেছে। ক্ষণ যায়,—আমায় বিদায় দিন।

পু। কি ক্ষণ ক্ষমা ?

প্র। মাহেন্দ্র ক্ষণ।—আর এক দণ্ড মাত্র স্থিতি,—আমায় বিদায় দিন। পিতামাতাকে আমার প্রণাম জানাইবেন। শৈলেশ্বরের চরণে আমাদের মঙ্গলার্থে পুষ্পাঞ্জলি দিবেন।

ক্ষণকাল উভয়েই নীরব। মিহির অনিমেষে প্রতিভার পানে তাকাইয়া আছে।

পুরঞ্জয় বলিলেন, "পিতামাতার সহিত তুমি সাক্ষাৎ করিবে না ?"

প্র। না, আর মায়া বাড়াইব না,—কথায় কথা বাড়িবে,—শুভকাল উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে।

পু। এই যদি শুভকাল হয়, তবে অশুভকাল আর কোন্ সময় ?—ক্ষমা, তোমার সকলি বিপরীত।

প্র। সকলি বিপরীত—আমার জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, একই লগ্নে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

পু। তাহাও নির্ণয় করিয়াছ ?

প্র। আপনার আশীর্ব্বাদে কিছু কিছু অবগত হইয়াছি।

পু। মিহির, তুমি যে কোন কথা কহিতেছ না ? তোমার কি কিছুই বলিবার নাই ?

মি। আমিই একমাত্র অপরাধী, ইহা স্থির বুঝিয়াছি।—এমত অবস্থায় আমি আর কি বলিতে পারি ?

পু। অতি বীভৎসভাবে তোমাদের পরিণয়-কার্য্য সমাধা হইয়াছে ;—প্রতিভাকে চিরদিন তুমি ধর্ম্মপত্নীরূপে, শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারিবে ত ?

মি। গুরুদেব, দীনের প্রতি এ সন্দেহ কেন ? চিত্তের দৃঢ়তা না থাক্,—আমি অবিশ্বাসী নহি।

পু। বিশ্বাস অবিশ্বাস অবস্থাচক্রে নির্ভর করে,—অতি-বড় ধীমানেরও পদস্খলন হয়। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার যেন সেরূপ মতিভ্রম না হয়।—তবে স্বদেশগমন তোমার অনিবার্য্য ?

মি। আপনার আশীর্ব্বাদে ও প্রতিভার কল্যাণে যেন নিরাপদে সেখানে পঁহুছিতে পারি।

পু। রাজারাণীর সহিত তুমি সাক্ষাৎ করিবে না ?

"আর সাক্ষাতের প্রয়োজন নাই"—পশ্চাৎ হইতে স্বয়ং চন্দ্রচূড় জলদগম্ভীরস্বরে এই কথা বলিয়া, তথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, সঙ্গে মহিষীও আসিলেন। পরিচারক ও কিঙ্করীগণ অদূরে দাঁড়াইয়া রহিল। চর গিয়া সকল সংবাদ দিয়াছিল।

চন্দ্রচূড় বলিতে লাগিলেন,—"আর সাক্ষাতের প্রয়োজন কি ?—মিহির, ধর্ম্মটা খুব রাখিলে ? পর যে কখন আপনার হয় না, তুমিই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ।—এতটা স্নেহ-মমতা অনায়াসে বিস্মৃত হইলে ? কিন্তু বলিয়া রাখিতেছি বৎস, তুমি সুখী হইতে পারিবে না!"

পরে কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ক্ষমা, তোরে আর কি বলিব,—পিতামাতার চির-অভিসম্পাত বহন করিয়া তুই এ সোণার সিংহল হইতে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিত হইলি! এই নিষ্ঠুর অভিসম্পাতই তোর বিবাহের যৌতুক হইল। কি বলিব,

মাহেন্দ্রক্ষণে তুই যাত্রা করিয়াছিস,—তোর গতিরোধ করা দেবতারও অসাধ্য,—নহিলে এখনি তোকে কারারুদ্ধ করিতাম।”

মহিষী চিত্রাবতী নীরবে চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন। একটু প্রকৃতিস্থা হইয়া বলিলেন,—“মা আমার, কি দুঃখে তুই আমাদের ত্যাগ করিয়া যাইতেছিস্? মিহির এমনি করিয়া কি মায়া কাটাইতে হয়? আমিই তোর জননী,—এই তোর জন্মভূমি, মনে কর্। সিংহল ছাড়িয়া তোরা সুখী হইতে পারিবি না।”

মি। মা আমার, সুখী যে হইতে পারিব না, তাহা বুঝিতেছি। তোমার প্রতি-অশ্রুবিন্দু, আমাদের জীবন-পথে শেলক্ষেপ করিতেছে। পিতার অমোঘ অভিসম্পাত—আমাদের আয়ু ক্ষয় করিতেছে। গুরুদেবের নীরব অসম্মতি, আমাদের গন্তব্য-পথে বিঘ্ন জন্মাইতেছে। সব বুঝি, সব জানি মা, তবুও আমাদিগকে যাইতে হইবে। আমাদের নিয়তি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে,—তাই যাইতে হইবে।

চিত্রা। তবে কিছুদিন অপেক্ষা কর,—তোমাদের বিবাহোৎসব আমি মনের সাধে সম্পন্ন করি।—কি বল মা, ক্ষমা?

মি। সে অবসর নাই।

চিত্রা। এক পক্ষ কাল স্থির হইয়া থাক।

মি। যাত্রার বিঘ্ন ঘটিবে।

চিত্রা। তবে একদিন—আজিকার রাত্রির মত এ অনুরোধটা রাখ।

মি। ক্ষমা করিবেন,—এ শুভ-যোগ আর মিলিবে না।

মহিষী কন্যার পানে চাহিয়া গদগদস্বরে বলিলেন, “ক্ষমা, একবার তোর মুখের কথা শুনিতে চাই,—তুই কি বলিস?”

প্র। আমি আর কি বলিব মা?—এখন সকল অবস্থাতেই আমি স্বামীর অনুগামিনী হইতে বাধ্য।

মহিষী বস্ত্রাঞ্চলে মুখ লুকাইলেন, চন্দ্রচূড় গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "তবে যাও রাক্ষসি,—জন্মের মত যাও,—আর ফিরিও না। এইরূপ চক্ষের জলে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে, যেন তোর আয়ু শেষ হয়। ওহো, অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠুর সন্তান!—জগতে এমন কি আছে, যাহার সহিত তুলনীয় হইতে পারে?—কালকূটাধার ভীষণ সর্প অপেক্ষাও এ হেন সন্তান ভয়াবহ। কি বলিব রাক্ষসি, যার জন্য তুই সকলের স্নেহ-পাশ অনায়াসে ছিন্ন করিলি, সে-ই যেন তোর মনঃকষ্টের কারণ হয়,—তারি হস্তে অকারণে যেন ইহা অপেক্ষাও তোর দুর্গতি ঘটে! আর মিহির, তুমিও মনে ইহা স্থিরবিশ্বাস রাখিও যে, পিতামাতার চক্ষে ধূলি দিয়া অবিশ্বাসিনী হইতে পারিয়াছে,—আবশ্যক হইলে, একদিন সে, তোমার চক্ষেও ধূলি দিয়া বিশ্বাসহন্ত্রী হইবে।"

আরক্তলোচনে, কম্পিত কলেবরে, চন্দ্রচূড় তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মহিষী চিত্রাবতী স্নেহার্দ্র হৃদয়ে, সজল নয়নে, জন্মের মত উভয়কে দেখিতে দেখিতে, মনে মনে উভয়ের শুভ-কামনা করিতে করিতে, কিঙ্করীপরিচারিকাসহ তথা হইতে অপসৃত হইলেন।

তখন প্রতিভা যেন সর্ব্ববিধ বন্ধন মুক্ত হইয়া, অবসাদের একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। এবং তারপর আচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া, আপন কপালে একবার হাত দিল।





দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

আচার্য্য বলিলেন, "কিন্তু এই কপাল তুমি আপনা হইতে ডাকিয়া আনিলে;—স্বেচ্ছায় পিতামাতার অভিসম্পাত গ্রহণ করিলে।"

প্রতিভা একটু ক্ষোভের হাসি হাসিয়া বলিল, "গুরুদেব, আপনি বিজ্ঞ ও জ্ঞানী,—আপনিও এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন? বুঝিলাম, সত্যই আমার অদৃষ্ট মন্দ,—কেন না আমার গুরুও আমায় চিনিলেন না।"

পুরঞ্জয়। মা, দুঃখিত হইও না,—পিতামাতার এরূপ অভিসম্পাতে, পাষাণও দ্রব হইয়া যায়। তাই তোমার পরিণাম ভাবিয়া ভীত হইতেছি।

প্র। ভীত না হইলেও, আমার পরিণাম আমার সঙ্গেই আছে। যা বিহির বিধান, তা অবশ্যই ফলিবে। আপনি কি আমার জন্মপত্রিকা ইহার মধ্যে পর্য্যালোচনা করেন নাই?

পুর। না,—তোমার জীবনের গতিনির্ণয়, আমার বিদ্যাবুদ্ধির অতীত।

প্র। পিতামাতার অভিসম্পাত অপেক্ষাও আমার পরিণাম ভয়াবহ। তাহা আমি দিব্য-চক্ষে—নখ-দর্পণে দেখিতে পাই-তেছি। কিন্তু তাহাতে আমি ভীত বা সন্ত্রস্ত নহি। জন্মিলেই যখন মৃত্যু, তখন সে মৃত্যুভয়ে ভীত হইব কেন? তবে সে মৃত্যুও আমার শ্লাঘনীয়,—কেন না তাহা হইতেও আমি জগতে জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়া যাইতে পারিব। সে হিসাবে, পিতামাতার এ অভিসম্পাত আমার আশীর্ব্বাদের কাজ করিবে।

পুর। মা, সিংহলে থাকিয়াও কি সে সাধ মিটাইতে পারিতে না? তোমার অভাবে সিংহল যে, অজ্ঞান-অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিবে, জননি!

প্র। কারো অভাবে কিছু যায়-আসে না। বিশেষ আপনার চরণ-স্পর্শে এ স্থান এখনো গৌরবান্বিত। ভারতে জ্যোতির্ব্বিদ্যার পুনর্দীপ্তির প্রয়োজন হইয়াছে।

পুর। বুঝিয়াছি মা, বিধাতার নিদেশানুসারে তুমি সেখানে যাইতেছ,—মিহির উপলক্ষ্য মাত্র। তবে যাও মা জ্ঞান-বিজ্ঞানময়ি! অদ্ভুত মনীষাবলে জ্যোতির্ব্বিদ্যার চরমোৎকর্ষ দেখাও,—আপন 'প্রতিভাসুন্দরী' নাম সার্থক কর। ভারত তোমার বিদ্যালোচনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র বটে,—এ ক্ষুদ্র সিংহল তোমায় ধরিয়া রাখিতে পারে না। হায় মা! সত্যই আমি অজ্ঞান,—তাই তোমায় চিনিয়াও চিনিতে পারি নাই!

প্র। গুরুদেব, সময় উত্তীর্ণপ্রায়,—আর অর্দ্ধদণ্ড মাত্র অবশিষ্ট,—বিদায় দিন!—এখনি আমাদিগকে সমুদ্রোপকূলে পঁহুছিতে হইবে।

পুর। বর্ত্তমান এই 'ক্ষণ' কি তবে এমনি শুভপ্রদ?

প্র। এমনি শুভপ্রদ।—মাহেন্দ্রক্ষণ,সিদ্ধিযোগ,স্বাতিনক্ষত্র—সকলই অনুকূল কেবল দৈব বিরূপ,—পদে পদে বিঘ্ন ও বাধার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে।

পুর। তা ত সূচনাতেই প্রকাশ।—শেষ পর্য্যন্ত সমভাবে যুঝিতে পারিবে ?

প্র। সে আপনার আশীর্ব্বাদ ও ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।

পুর। সঙ্গে পাথেয় কিছু লইয়াছ ?

প্র। এই পরিধেয় ও যৎকিঞ্চিৎ অলঙ্কার। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও কিছু উচ্চ পাথেয় আমার আছে,—তাহা ঐ স্বর্গের আলোক ও পৃথিবীর এই সরল পথ—সত্য,ক্ষমা,ধৃতি,দয়া। আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন এই মনোবৃত্তিগুলি সকল অবস্থাতেই সমভাবে থাকে।

পুর। তাহা তোমার থাকিবে। সৌন্দর্য্য ও জ্ঞানগৌরবের সীমাবর্ত্তিনী তুমি,—তাহা তোমার থাকিবে। বিদ্যা ও বিনয়ের আদর্শস্থানীয়া তুমি,—তাহা তোমার থাকিবে। জগতে জ্ঞানালোক বিতরণ তোমার লক্ষ্য ;—তুমি এ সৌভাগ্যে বঞ্চিৎ হইবে না,—বিধাতার অমোঘ আশীর্ব্বাদ তোমার উপর বর্ষিত হইবে। দেখো মা, গুরুর এ আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হইবে না।

প্র। তবে বিদায় দিন।—ইহজন্মের মত এই শেষ দেখা। ভাগ্যে থাকে ত, জন্মান্তরে আবার আপনার শ্রীচরণদর্শন ঘটিবে।

পুরঞ্জয় প্রতিভার মস্তকে আপন পদ্মহস্ত অর্পণ করিলেন, প্রতিভা ভক্তিভরে আচার্য্যের পদধূলি গ্রহণ করিল।

মিহির বলিল, “আমার সকল ঋণ অপরিশোধনীয় রহিল। গুরুঋণ ও পিতৃঋণ,—কোন ঋণই আমি পরিশোধ করিতে পারিলাম না। অধিক কি, গুরুদক্ষিণা দিবারও আমার

সৌভাগ্য ঘটিল না।—নিতান্ত অকৃতজ্ঞের ন্যায় আমায় সিংহল ত্যাগ করিতে হইল।”

পুর। সে জন্য দুঃখ করিও না।—কে কার গুরু বৎস? গুরু সেই অনাদিনাথ কৈলাশেশ্বর সদাশিব। তাঁহার চরণে ভক্তি রাখিও। একটি অনুরোধ,—প্রতিভাকে দেখিও। জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রতিভার প্রতি আস্থা রাখিও। সকল অবস্থায় প্রতিভার পথ ছাড়িয়া দিও।—সুপথ কুপথ ভাবিয়া কখনও তাহাকে অনাদর করিও না।—এই অঙ্গীকার-বাক্যই তোমার গুরুদক্ষিণা হইল জানিও।

আচার্য্যচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া মিহির বলিল, “বেদবাক্যের ন্যায় আপনার এ আদেশ চিরদিন প্রতিপালিত হইবে জানিবেন।”

হর্ষোৎফুল্ল হইয়া পুরঞ্জয় বলিলেন, “বৎস, একটি বস্তু তোমার সঙ্গে দিব। খুব সাবধানে, সযত্নে, সেটি রক্ষা করিও। মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর।”

আচার্য্য তৎক্ষণাৎ শৈলেশ্বর-মন্দিরে গিয়া, তিনখানি পুঁথি লইয়া, ভক্তিভরে শিবলিঙ্গে স্পর্শ করিলেন। পরে প্রণত হইয়া, মনে মনে কি প্রার্থনা করিয়া, সেই পুঁথি তিনখানি লইয়া, মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মিহিরের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—

“বৎস, এই লও,—বৃদ্ধের জীবনসম্বল, সিংহলের চিরগৌরব, কোটি স্বর্ণমুদ্রা হইতেও গরীয়ান্—এই তিনখানি অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থ গ্রহণ কর। ভূগোল, খগোল ও পাতালবিষয়ক এই তিনখানি গণিতশাস্ত্রে, তোমার ভারতের—তথা জগতের অশেষ কল্যাণ

হইবে;—দেশে গিয়া তুমি ইহার বিহিত আলোচনা করিতে পারিবে। আপনাকে ও সকলকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়া ধন্য হইতে পারিবে। বৎস, আবার বলি, অতি সাবধানে ও সঙ্গোপনে, এ অমূল্যনিধি রক্ষা করিও। পূজার জন্য এ পুঁথি সঙ্গে আনিয়াছিলাম। পূজা হইয়া গিয়াছে,—জগতের কল্যাণের জন্য ইহা তোমাকেই দিলাম। গুরুর নিষেধ ছিল;—তাই তোমাদের কৌমার অবস্থায়, পাতাল-গণনাবিদ্যা তোমাদিগকে শিক্ষা দিই নাই। পার যদি, ভারতে গিয়া, আপনা হইতে তোমরা এ বিদ্যার অনুশীলন করিও।"

অবনত মস্তকে, গুরুদত্ত সেই তিনখানি পুঁথি গ্রহণ করিয়া, কৃতজ্ঞ অন্তরে মিহির বলিল, "লোকহিতার্থে গুরুর এ দান,—বিধাতার দানের ন্যায় আমি গ্রহণ করিলাম।"

প্রতিভা ও মিহির বিদায় গ্রহণ করিল।

শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে যাত্রা। সে ক্ষণের আর অতি অল্পক্ষণ স্থিতি। প্রতিভা দ্রুতগতি পথ চলিতে লাগিল। মিহির মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার অনুসরণ করিল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই,—নীরবে নিঃশব্দে উভয়ে চলিল। ক্রমে সমুদ্রোপকূলে উপস্থিত হইল। তখন রাত্রি দুই তিন দণ্ড অতিবাহিত হইয়াছে।

বিশাল বিরাট্ সমুদ্র। অনন্ত জলরাশি—দিক্‌শূন্য, সীমাশূন্য। সমুদ্র ধীর, স্থির ও গম্ভীর। তরঙ্গ নাই, গর্জ্জন নাই, ভীমভৈরব নর্ত্তন নাই,—আছে কেবল চন্দ্রালোকজনিত স্ফীতি। সেই প্রিয়সমাগমের মধুর-মিলনে বা প্রাকৃতিক আকর্ষণে, সাগর-জল ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।—ক্বচিৎ কোথাও ধীরমন্থর তরঙ্গ-ভঙ্গ হইতেছে।

প্রকৃতির এই পরমপ্রিয় রম্য নিকেতনে, নৈশশোভার সঙ্গম-স্থলে, মনে নানা ভাঙ্গা-গড়ার কল্পনা করিতে করিতে প্রতিভা ও মিহির উপস্থিত হইল। মাথার উপর চাঁদ হাসিতেছে, সম্মুখে অনন্ত জলরাশি বিরাট্ অঙ্গ এলাইয়া, ধাতার মহিমা প্রকাশ করিতেছে।

সমুদ্রোপকূলে আসিয়া নবদম্পতী মুহূর্ত্তকাল আত্মহারা হইয়া দাঁড়াইল। উদার গম্ভীরভাবে মনঃপ্রাণ পূর্ণ হইয়া গেল। মনে হইল,—এই সমুদ্র যেমন সীমাশূন্য, সংসার-সমুদ্রও কি এইরূপ? যদি তাই হয়, তবে আজীবন তাহাতে সাঁতার দিলেও কূল মিলিবে না।

সেই বিরাট্ সমুদ্রপারোপযোগী অর্ণবপোত সেখানে ছিল না,—একখানি মাত্র ক্ষুদ্র তরী (ডিঙ্গি) সে সময় সাগরজলে ভাসিতেছিল। প্রতিভা নৌকার মাঝিকে ডাকিল। তাহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিল। মাঝি নৌকা তীরে লাগাইল। প্রতিভা বামপদ বাড়াইয়া আগে উঠিতে গেল। সহসা কি একটা বাধা পাইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল,—কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইল না। তবে বোধ হইল, যেন ভীষণ ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি, চকিতে তাহাকে দেখা দিয়া অন্তর্হিত হইল।

মুহূর্ত্তের জন্য প্রতিভার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। একবার সে আকাশপানে চাহিল। আবার যেন সেই রুধিরাপ্লুতা, রক্তাক্ত কলেবরা ছিন্নমস্তা মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। মনে মনে একটু হাসিয়া, শিব শিব বলিতে বলিতে, প্রতিভা নৌকার ভিতর গিয়া বসিল,—মিহিরকে কিছু জানিতে দিল না।

মিহিরও শিবনাম জপ করিতে করিতে নৌকারোহণ করিল।

কিন্তু তখন সে "মাহেন্দ্রক্ষণ" উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে,— তখন "যোগিনীর" পূর্ণ প্রকোপ।

সেই "যোগিনী" মাথায় লইয়া, উভয়ে মাঝিকে নৌকা ছাড়িতে বলিল। মাঝিও সম্যক্‌রূপে উপদিষ্ট হইয়া, উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিল।

সেই বিরাট্‌ বিশাল সমুদ্র, সেই নীরব গম্ভীর নিশাকাল, সেই ক্ষুদ্র তরণী,—মাত্র দুইজন আরোহী। মাথার উপর অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নে অসীম নীলসমুদ্র।—যেন দুই অনন্ত নীলিমা-রাজ্য ভেদ করিয়া, খরগতিতে এই ক্ষুদ্র তরী বহিয়া চলিয়াছে।

ইতি প্রথম খণ্ড।





দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রতিভার বিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সহসা ঝড় উঠিল। প্রকৃতির সে হাসিমুখ কোথায় লুকাইল। চন্দ্রমা মেঘে আবৃত হইল। জোৎস্না নিবিল। ঘোর ঘনান্ধকারে আকাশ-মেদিনী এক হইয়া গেল।

সোঁ সোঁ রবে বায়ু বহিল। বায়ু ও জলে দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। উন্মত্ত ভীষণ মূর্ত্তিতে সমুদ্র গর্জ্জিয়া উঠিল। সমুদ্রের সে ভীম-ভৈরব প্রচণ্ড তাণ্ডব, সে ভীষণ জল-কল্লোল, সে পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ-ভঙ্গ— যেন প্রলয়ের পূর্ব্ব-সূচনা প্রকাশ করিল।

ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিল। ভীমনাদে বজ্রপাত হইল। সূচী-ভেদ্য নিবিড় অন্ধকার, বিরাট্ দৈত্যের আকার ধারণ করিয়া বিভীষিকা দেখাইল। যেন বিধাতার প্রত্যক্ষ রোষ মূর্ত্তিমান্ হইয়া সমুদ্রবক্ষে বিরাজ করিতে লাগিল।

ওঃ! কি ভীষণ জল-কল্লোল! কি গুরু-গম্ভীর গর্জ্জন! সমুদ্রের কি ভয়াবহ চাঞ্চল্য ও অধীরতা!

কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই প্রকৃতির এই মহা পরিবর্ত্তন। কোথায় সমুদ্রের সেই ধীর, স্থির, প্রশান্তভাব,—আর কোথায় এই তাণ্ডবশালিনী উন্মাদিনী লীলা! ক্ষোভে, রোষে, আবেগে, উচ্ছ্বাসে সেই অনন্ত জলরাশি তালবৃক্ষেরও অধিক স্ফীত হইয়া উঠিতেছে,—কোথাও বা তাহা ভীমবেগে চক্রাকারে ঘূর্ণিত হই-তেছে। অন্ধকার সমানভাবে আকাশ ও সমুদ্র আবৃত করিয়া রাখিয়াছে,—উভয়ের সে মাধুর্য্যময় অনন্ত নীলিমা তাহাতে বিলুপ্ত।

সেই ভীষণ দুর্য্যোগে, সেই বিশাল বারিধি-বক্ষে, একখানি ক্ষুদ্র তরণী। তরণী উঠিতেছে, পড়িতেছে, প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে সহস্র হস্ত দূরে গিয়া অবস্থিতি করিতেছে। আবার চক্ষের নিমেষে সেখান হইতে উধাও হইয়া অন্য দিকে ছুটিতেছে। তিলমাত্র স্থিতি নাই, পলমাত্র বিরাম নাই, মুহূর্ত্তমাত্র অবসর নাই,—তরঙ্গের পর তরঙ্গ, তার পর তরঙ্গ আসিয়া, তরণী ও তরণীস্থ আরোহিদ্বয়কে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতেছে।

ঘোরা, গম্ভীরা, ভীষণা, সংহাররূপিণী প্রকৃতি ;—স্থান বিশাল সমুদ্রবক্ষ ;—সময় সেই দুর্য্যোগময়ী প্রলয়-রজনী।—পাঠক! কল্পনা-নেত্রে একবার সেই দৃশ্যটি অবলোকন করুন ;—মনে

মনে সেই ঝড়-বৃষ্টি-ঝঞ্ঝাবাত, সেই ভীমভৈরব গর্জ্জন, সেই ভীষণ জল-কল্লোল, সেই ঘোর ঘনান্ধকার—একবার ভাবিয়া দেখুন। অনন্ত স্থান ব্যাপিয়া, দিগ্‌দিগন্ত ছাড়াইয়া, সমুদ্র ও আকাশে সমান তিমিররাশি ঢালিয়া দিয়া, উন্মাদিনী প্রকৃতি কি মহা-প্রলয়ের অবতারণা করিয়াছে! ওঃ!—কি ধারণাতীত, কি কল্পনাতীত, ভীতি-বিস্ময়পূর্ণ বিরাট্ ভাব!

পরন্তু সেই ভাব ছাড়াইয়া, ভাবের প্রকটমূর্ত্তি—বাস্তব ঘটনায় পড়িয়া, প্রতিভা ও মিহির সেই ক্ষুদ্র নৌকামধ্যে অব-স্থিত। নৌকা ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, পড়িতেছে,—তরঙ্গাভিঘাতে সহস্র হস্ত দূরে গিয়া অবস্থিতি করিতেছে, আবার চক্ষের নিমেষে সেখান হইতে উধাও হইয়া অন্য দিকে ছুটিতেছে। এত সত্ত্বেও কিন্তু তখনো পর্য্যন্ত নৌকা বান্‌চাল হয় নাই, কিংবা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণও হয় নাই। সতর্ক মাঝি কিন্তু ভয়ে বিহ্বল হইয়া দাঁড়টিকে অবলম্বন করিয়া বহুপূর্ব্বে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছে,—আশা, যদি তাহাতে কোনওরূপে জীবন রক্ষা হয়। কিন্তু তাহা হয় নাই; দাঁড়ে সেই উত্তাল তরঙ্গ-তুফানের গতি রোধ করিতে, সে পারে নাই,—রুদ্ধশ্বাস হইয়া, হতভাগ্য অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিল।

প্রতিভা ও মিহির কিন্তু তাহা করে নাই! করিয়া কোন ফল নাই বলিয়া করে নাই। এমত স্থলে পুরুষকার, খরস্রোতে কূটার ন্যায় পরিগণিত ভাবিয়া, কিছু করে নাই। না করিয়া, সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়াছিল। তবে অন্তরে দৃঢ়রূপে শিবনাম জপ করিতেছিল। ‘অনাথের দৈব সখা’ ভাবিয়া, একান্তমনে সেই অনাথশরণের চরণে শরণ লইতেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি কাজ করিতেছিল। সেই শিকারীর

বেশ, গাত্রবস্ত্র, উত্তরীয়, তীর, ধনু, আভরণ—একে একে সব ত্যাগ করিতেছিল। পরিধেয় বসনখানি মাত্র কোনও রূপে কটিতটে আঁটিয়া, মল্লের বেশে প্রস্তুত হইতেছিল। তবে, প্রাণের সমান বলিয়া, তৎসঙ্গে গুরুদত্ত সেই তিনখানি পুঁথিও সংরক্ষণ করিতেছিল।

সমুদ্র সেই সমভাবে প্রচণ্ড তাণ্ডব করিতেছে। সেই অনন্ত জলরাশি সমভাবে উৎক্ষেপিত, বিক্ষোভিত ও চক্রাকারে ঘূর্ণিত হইতেছে। সেই ভীম ভৈরব গর্জ্জন--সেই পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ—সমভাবে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া যাইতেছে। সঙ্গে সেই প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত, সেই সূচীভেদ্য নিবিড় অন্ধকার,—সেই বিস্ময় রৌদ্র-ভয়ানক ভাবের অদ্ভুত মিশ্রণ।

আরোহিদ্বয় চক্ষু মুদিয়া ধ্যানে নিরত। বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত। জানু অবনত। হস্ত বদ্ধাঞ্জলি।

ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে নৌকার ছাদ এবার উড়িয়া গেল। তরঙ্গাভিঘাতে নৌকা চূর্ণবিচূর্ণ হইল। কয়েকখানি মাত্র কাষ্ঠখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল,—কিন্তু ডুবিল না।

সেই কাষ্ঠখণ্ডের বড় একখানি কাঠ—প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়া, দুইদিকের ভার ঠিক সমান রাখিয়া, স্রোতোমুখে উভয়ে ভাসিয়া চলিল। সেই উত্তাল তরঙ্গমালা অযুত বাহু বিস্তার করিয়া, ভীমভৈরব গর্জ্জন করিতে করিতে যে দিকে ছুটিল, সেই দিকে ভাসিয়া চলিল। তখন আঁধার কি আলোক, তন্দ্রা কি স্বপ্ন, মোহ কি অনুভূতি—কিছুরই কোনরূপ অস্তিত্ব রহিল না, —পরস্পর যেন পরস্পরের আত্মায় বিরাজ করিতে লাগিল।

এমত অবস্থায় ঈশ্বরের করুণাই জীবের একমাত্র সম্বল।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ



তাহাই হইল। সেই করুণাময়ের করুণায় উভয়েই ত্রাণ পাইল। সেই অকূল জলধিজলে, কাষ্ঠখণ্ডে ভাসিতে ভাসিতে, বহু যোজন পথ অতিক্রান্ত হইবার পর, উভয়ের আশ্রয় মিলিল। তখন ঝড় থামিয়াছে, সমুদ্র শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

আবার মাথার উপর সেই চাঁদ হাসিতেছে। চাঁদের সুধা-ধারায় ধরণী স্নাত হইতেছে। সুবিমল জ্যোৎস্নালোক চারিদিক মধুময় করিয়াছে। চন্দ্রকিরণে সমুদ্রবক্ষ বড় মধুর শোভায় সমুজ্জ্বল। সে যেন এক শান্ত, শুদ্ধ, ঈশ্বরের সত্ত্বগুণ। আর সেই ঝড়ের মূর্ত্তি?—সমুদ্রে ধাতার তমোগুণের পরিচয়।—তমেই সৃষ্টি নাশ করে।

প্রতিভা ও মিহির এখন সেই তম ছাড়াইয়া সত্ত্বে উপনীত। তাই আশ্রয় পাইল, রক্ষা পাইল, অকূলে কূললাভ করিল। মূল কিন্তু সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।

বিপুল এক অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া, এক রত্নবণিক্ সমুদ্র পার হইতেছিলেন। সহসা ঝড় উত্থিত হওয়ায়, নাবিকগণ পোত নঙ্গর করিয়া রাখিল। ক্রমে ঝড় থামিল, সমুদ্র শান্ত-

মূৰ্ত্তি ধারণ করিল। সমুদ্রের সেই নীলজলে স্ফুট জ্যোৎস্নালোক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। চারিদিক শান্ত, স্থির ও সুষমামণ্ডিত। চাঁদের সেই ভুবন-ভুলান হাসি দেখিয়া, সমুদ্রও যেন লুটোপুটি হইয়া হাসিতেছে।—কে বলিবে, অৰ্দ্ধদণ্ড পূর্ব্বে, এই সমুদ্র, ভীষণ সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, সমগ্র সংসারকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল ?

ভীতি ও সন্ত্রাসের অবসাদ দূর করিবার জন্য, বণিক্ এক্ষণে লোকজনসহ পোতের বহির্দেশে আগমন করিলেন, এবং প্রফুল্ল হৃদয়ে সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পোতের ছাদে গিয়া উঠিলেন।

কি মনোহর দৃশ্য! যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, বিমল জ্যোৎস্নাধারা প্রবাহিত। সে স্ফুট চন্দ্রালোক, সহসা দিবালোক বলিয়া ভ্রম হয়। দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া সে রজত কৌমুদী-রাশি বিকসিত।—সমগ্র জগৎ তাহাতে স্নাত হইতেছে। যেন ভগবানের প্রত্যক্ষ আশীর্ব্বাদ নভোমণ্ডল ভেদ করিয়া, অজস্রধারে ধরাতলে বর্ষিত হইতেছে। সমুদ্র সে অমূল্যনিধি আপন বিশাল হৃদয়ে ধারণ করিয়া, পুলকে পরিপূর্ণ-প্রাণ হইয়া হাসিতেছে।

বণিক্ তাহাই দেখিতেছিলেন। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের সেই ভীষণ মূর্ত্তি কল্পনানেত্রে অবলোকন করিয়া মধ্যে মধ্যে এক একবার চমকিত হইয়া উঠিতেছিলেন।—ওঃ! কি ভীষণ সে প্রলয়কর দৃশ্য!—ভাবিলে এখনো হৃৎকম্প হয়!

সেই স্ফুট জ্যোৎস্নালোকে, সেই বিশাল বারিধি-বক্ষে, সহসা একটি বস্তু, বণিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।—একখানি বৃহৎ কাষ্ঠ—দুইদিকে যেন কি দুই ভার বাঁধা—স্রোতোমুখে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহার পোতের সম্মুখ দিয়া যাইতেছে।—ওকি! ঐ

ভারটা মানুষের মত না? হাঁ, ঐ যে একখানি হাত দেখা গেল?—এই যে একখানা পা দৃষ্ট হইল? আবার ঐ যে, চুলশুদ্ধ মাথা দুইটিও স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে না? হাঁ, দেখিতে হইল।—"কে আছ, ছিপ্ খোল।"

বণিক্ উচ্চৈঃস্বরে—ব্যাকুলভাবে, নাবিকগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"শীঘ্র ছিপ্ খোল, শীঘ্র এদিকে এস, ঐ যায়,—দু-দুটো প্রাণীর প্রাণরক্ষা কর।"

প্রভুর আহ্বান-আদেশে, দুই জন নাবিক ত্বরিতগতি সেখানে আসিল। বণিক্ আরো ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "যাও, শীঘ্র ঐ ছিপ লইয়া ছুট,—দেখিতেছ না, মানুষ দুটা অসাড় হইয়া পড়িয়াছে?—কেউ না-হয়, জলে ঝাঁপাইয়া, সাঁতার কাটিয়া, উহাদিগকে তুল?"

একজন নাবিক 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাহাই করিল,—অন্যজন সঙ্গে সঙ্গে পোতসংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র নৌকা খুলিয়া,—তাহাদের উদ্ধারার্থে অগ্রসর হইল।

প্রথম নাবিক সাঁতার কাটিয়া, ত্বরিতগতিতে গিয়া, সেই ভাসমান কাষ্ঠখানা ধরিয়া ফেলিল। দেখিল এবং বুঝিল, তাহার প্রভুর অনুমানই সত্য,—কাঠের দুইভাগ অবলম্বন করিয়া, দুইটি অসহায় লোক, সেই বিশাল সমুদ্রবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছে।

ছিপ্ লইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সেইখানে পঁহুছিল এবং বিশেষ যত্নসহকারে সেই অসহায় মুমূর্ষু লোক দুটিকে তরীতে উঠাইল।

অর্ণবপোতের ছাদে দাঁড়াইয়া, সপারিষদ রত্নবণিক্ এই

করুণদৃষ্টে অবলোকন করিতেছিলেন। নিরাশ্রয় লোক দুটি তরীতে উত্তোলিত হইল দেখিয়া, তিনি আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ করিলেন।

অতঃপর সেই ছিপ্ সেই বৃহৎ পোতে সংশ্লিষ্ট হইলে, বণিক্ স্বয়ং গিয়া সেই মুমূর্ষুদ্বয়ের শিয়রে দাঁড়াইলেন।—অনিন্দ্যসুন্দর অপূর্ব্ব সে মূর্ত্তি!—হায়! মুমূর্ষু অবস্থায়ও এত রূপ? রূপে সেই ক্ষুদ্রতরী যেন আলোকিত হইয়াছে।—"আহা, কোন্ অভাগারএ পুত্ররত্ন রে!—দৈবদুর্ব্বিপাকে দরিয়ায় ভাসিয়া চলিতেছিল?—একি, একটি স্ত্রী আর একটি পুরুষ না?" বণিক্ বিশেষ যত্ন সহকারে তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাস পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন, সর্ব্বাঙ্গ শীতল ও অবশ, কেবল কণ্ঠনালী ধুক্ ধুক্ করিতেছে এবং মুখবিবরে অতি অল্পমাত্র উষ্ণতা অনুভূত হইতেছে।

মুমূর্ষুদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ বৃহৎ অর্ণবপোতে লইয়া যাওয়া হইল এবং শুষ্কবস্ত্রে উত্তমরূপে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ মুছিয়া প্রজ্বলিত অগ্নির সাহায্যে তাপ-সেক চলিতে লাগিল। পরে একটু একটু উষ্ণ দুগ্ধ কৌশলে তাহাদের গলাধঃকরণ করানও হইল। প্রায় অর্দ্ধদণ্ড কাল এইরূপ এবং আরো অনেকরূপ সময়োপযোগী শুশ্রূষাদি চলিতে লাগিল। তাহার ফলে মুমূর্ষুদ্বয় ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল। সম্মুখে অপরিচিত ও অজ্ঞাত লোক সকলকে দেখিয়া, ধীরে ধীরে পূর্ব্বস্মৃতি ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিল। বুঝিল, সেই দৈবদুর্ব্বিপাকে সমুদ্র-বক্ষে অসহায়ে ভাসিবার পর, তাহারা এই দয়ার্দ্রহৃদয় লোকমণ্ডলী দ্বারা উদ্ধার ও আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়াছে।

উভয়ের নয়নকোণে ধীরে ধীরে কৃতজ্ঞতার অশ্রু আবির্ভূত

হইল। উভয়ে ধীরে ধীরে আপন আপন কপালে করস্পর্শ করিয়া ভক্তিবিনম্রভাবে সকলকে অভিবাদন করিল।

বণিক্—সন্তানভাগ্যে বঞ্চিত, স্নেহশীল বণিক্, কোমলস্বরে বলিলেন, "মা, বাবা, তোমরা যেই হও, স্থির হইয়া থাক,—এখন কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের সময় নয়। অগ্রে উত্তমরূপে সুস্থ হও, তারপর সকল কথা হইবে। এখন কথা কহিবার চেষ্টা করিও না। ঈশ্বরের অপার করুণাগুণেই তোমরা রক্ষা পাইয়াছ জানিও,—আমরা নিমিত্ত মাত্র।"

আরো কিছুক্ষণ সেবা-শুশ্রূষা চলিল, আরো কিঞ্চিৎ গরম দুগ্ধ উভয়ে পান করিল। পরে ধীরে ধীরে উভয়ে উঠিয়া বসিল। ধীরে ধীরে কথা কহিল। ধীরে ধীরে পরস্পরের মধ্যে আলাপ পরিচয়াদি চলিতে লাগিল।





তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে পুণ্যবান্ রত্নবণিক্ প্রতিভা ও মিহিরের উদ্ধার সাধন করিলেন, তিনি একজন ভারতবাসী; উজ্জয়িনী তাঁহার জন্মস্থান। বাণিজ্য করিতে মধ্যে মধ্যে সিংহলাদি দ্বীপপুঞ্জে তিনি গমন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানেও সেই উদ্দেশ্য সাধন করিয়া, দেশে ফিরিতেছিলেন।

বণিকের এই পরিচয় ও সংবাদ পাইয়া, প্রতিভা ও মিহির যেন একেবারে আকাশের চাঁদ হাতে পাইল।—সেই বণিক্ আবার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, বড় যত্নের সহিত তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন। এই সব অঘটন ঘটন, যে, সেই মঙ্গলময়ের শুভ ইচ্ছার ফল, প্রতিভা ও মিহির, তাহা অন্তরের অন্তরে, বিশেষরূপে উপলব্ধি করিল। কেননা, কোথায় ভারত-বর্ষ আর কোথায় উজ্জয়িনী,—কোন্ দিক উত্তর আর কোন্ দিক দক্ষিণ,—তাহারা তাহার কিছুই জানেনা বলিলে হয়; বিশেষ এই সুদূর জলপথে এবং অসহায় সমুদ্রবক্ষে। এখন, অনায়াসে ও বিনাচেষ্টায় তাহাদের সেই অভীষ্টসিদ্ধির পথ সুগম

হইল ভাবিয়া, একান্ত মনে, তাহারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে লাগিল। বলিল,—

"ভগবন্, সত্যই তোমার অশেষ দয়া। বিপদের মধ্যে ফেলিয়াও তুমি মানুষকে সম্পদ দান কর। ঘোর অমঙ্গলের মধ্যেও তোমার মঙ্গলহস্ত দেখিতে পাই।—আজ যদি আমরা সম্পূর্ণ আশ্রয়হীন হইয়া সমুদ্র-বক্ষে না ভাসিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই দয়ার্দ্রহৃদয় রত্নবণিকের সম্মিলন-সুখ আমাদের ভাগ্যে ঘটিত না,—আর তাহা না হইলে নিশ্চয়ই আমরা এত সুবিধায় ও সহজে উজ্জয়িনী অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিতাম না।"

বণিক্ বলিলেন, "হাঁ, এইরূপেই সেই অনন্ত মঙ্গলময় তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করেন,—আমরা উপলক্ষ্য মাত্র।"

কৃতজ্ঞ অন্তরে, ক্ষণকাল সকলেই সেই পরম দয়ালের মহিমা ধ্যান করিতে লাগিলেন। সকলেরই চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিতে লাগিল।

বণিক্ বলিলেন, "ভালই হইল, সৎসঙ্গ মিলিল,—এখন একত্রে গল্প-গাছা করিতে করিতে, পরস্পরের সুখ দুঃখের আলোচনা করিতে করিতে, উজ্জয়িনী পঁহুছিব। এ দীর্ঘ পথ, পথের এ শ্রম,—আর কিছুই অনুভূত হইবে না।"

মিহির বলিল, "মহৎ ব্যক্তি এইরূপেই চিত্তপ্রসাদ লাভ করেন,—পরের ভার, ভার বলিয়াই তাঁহার মনে হয় না।"

বণিক্ একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"ইহাই যদি ভার হয়, তবে সুখকর শান্তিকর বিষয় সংসারে আর কি আছে, বলিতে পারি না। ভগবান্ করুন, যেন জন্ম জন্ম এইরূপ ভার বহন করিয়াই মরি।—মা, তুমি কোন কথা কহিতেছ না কেন?"

প্রতিভা। আপনার কথা শুনিতেছি, আর নিজের অদৃষ্ট ভাবিতেছি।

মনে মনে বলিল,—"আর কি কথা কহিব? সকল দেখিয়া শুনিয়া, আমার একেবারে মূক হইয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে। হাঁ, ঠিকই হইয়াছে।—ভগবান্ এইরূপেই মানুষকে অবস্থাচক্রে ফেলিয়া, আপনার মনোমত করিয়া লইয়া, তাঁহার মহান্ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করিয়া থাকেন।—অঙ্কুরেই তিনি বৃক্ষের বৃক্ষত্ব স্থির করিয়া দেন! এমন স্পষ্ট ইঙ্গিতে আবার সন্দেহ হয়?—এত সত্ত্বেও আবার কর্ত্তৃত্বাভিমান জন্মে?"

অনুকূল বায়ুভরে তরণী চলিতে লাগিল। বরাবর উত্তরাভিমুখে উহা চলিল। আর কোন বাধা বিঘ্ন ঘটিল না।

এক দিন এক বন্দরে, আরোহিগণ নামিলেন। বন্দর হইতে কিছু খাদ্য-সামগ্রী আহরণ করিলেন। ফিরিবার পথে, তাঁহাদের তরণীর সম্মুখে দেখিলেন, তীরস্থ শ্যামলক্ষেত্রে, একটি গাভীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া বণিকের জ্যোতিষবিষয়ে একটু পরীক্ষা করিতে কৌতূহল জন্মিল। তিনি মিহিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন দেখি, এই আসন্নপ্রসবা গাভীর কোন্ বর্ণের কি বৎস জন্মিবে?"

মিহির আপন করাঙ্গুলিতে সাঙ্কেতিক কি একটু গণনা করিয়া, তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন,—"এই গাভী শ্বেতবর্ণের একটি বৎস প্রসব করিবে, এবং সেটি গো হইবে।"

বণিক্ পরীক্ষার ফল দেখিবার জন্য, একটু উৎসুক হইয়া রহিলেন; মিহির প্রশ্নগণনার সফলতা বিষয়ে, সুনিশ্চিত চিত্তে, প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

গাভী একটি গো প্রসব করিল বটে; কিন্তু হায়, একি! বৎসটি যে কৃষ্ণবর্ণের হইল?

মিহির বড়ই অপ্রতিভ হইল, মরমে মরিয়া গেল,—মনে মনে যার-পর-নাই আত্মধিক্কার করিল।

বণিক্ মুখে আর কিছু বলিলেন না, কিন্তু মনে মনে মিহিরের গণনার প্রতি একটু বীতশ্রদ্ধ হইলেন।

মিহির আপন মন দিয়া তাহা বুঝিল। মনে যথেষ্ট অনুশোচনা হইল;—"হায়! এত শ্রম, এত কষ্ট, সকলই বৃথা হইল! জীবনের এ দীর্ঘকাল ধরিয়া কি কাজ করিলাম? কোন্ ইষ্টসিদ্ধি হইল?—শেষ লোকসমাজে উপহাসাস্পদ হইতে চলিলাম? ধিক্ আমার শাস্ত্রালোচনায়,—ধিক্ আমার বিদ্যাশিক্ষায়।"

এইরূপ আত্মধিক্কার করিতে করিতে মনে অবিশ্বাস আসিল।—মূল জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি মিহিরের অশ্রদ্ধা জন্মিল। অশ্রদ্ধা হইতে আত্মাভিমান উদ্দীপিত হইল। মিহির ভাবিল, "না, এ জ্যোতিষ শাস্ত্রটাই মিথ্যা,—এ বিদ্যাটাই বুজরুকি।"

অতি বিমর্ষভাবে, বিষণ্ণ অন্তরে, মিহির সকলের আগে গিয়া, পোতে আরোহণ করিল। প্রতিভা, বণিক্ প্রভৃতি আর আর সকলে তখনো সেই তীরে দাঁড়াইয়া।

মর্ম্মাহত মিহির, আর কাহাকে কিছু না বলিয়া, কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, গুরুদত্ত সেই তিনখানি পুঁথির একখানি লইয়া, ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে তাহা ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিল এবং সেই খণ্ডগুলি অতি উপেক্ষার সহিত, সমুদ্রের গভীর জলে ফেলিয়া দিল। তারপর বাকী দুইখানিও এইরূপে নষ্ট করিতে উদ্যত হইল।

দূর হইতে প্রতিভা ইহা দেখিবামাত্র, তীরবেগে আসিয়া, মিহিরের হাত ধরিয়া কহিল, "হায়! একি! সর্ব্বনাশ করিলে?"

মি। কেন, কি হইয়াছে?—অনর্থক ঐ ভূতের বোঝা বহিয়া লাভ?

প্র। হায়! 'ভূতের বোঝা?'—মিহির, এই তোমার গুরুভক্তি?

মি। আর গুরুভক্তি! প্রতিভা, কি বলিব, মরিলেও এ ক্ষোভ আমার হইত না,—আজ আমি জীবনদাতা মহাত্মার নিকট অর্ব্বাচীন ও বাতুল প্রতিপন্ন হইলাম!

প্র। কে বলিল তুমি অর্ব্বাচীন ও বাতুল?—পরম জ্ঞানী ও ধীমান্ তুমি!—ঐ দেখ দেখি, গো-বৎসটি কোন বর্ণের?

মি। (চমকিত হইয়া) একি! প্রতিভা, প্রতিভা, তুমি দেবী না আর কিছু?

প্র। দেবীও নই, আর কিছুও নই,—আমি সিংহলরাজ চন্দ্রচূড়-দুহিতা—সামান্যা মানবী। কিন্তু তুমি—কি? এতটুকুও অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া, অনায়াসে ঐ অমূল্যনিধি সাগরজলে বিসর্জ্জন করিলে? হায়, আমার কান্না আসিতেছে!—জীবন বিনিময়েও যদি ও-নিধি আয়ত্ত হয়?

বিস্মিত, অনুতপ্ত, মর্ম্মাহত মিহির—নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া দেখিতে লাগিল,—অদূরে, সেই বন্দরতীরস্থ শ্যামলক্ষেত্রে, সেই সদ্যঃপ্রসূত গো-বৎসটি ক্রমেই উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণে পরিণত হইতেছে। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময়, সে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার মাতার অশ্রান্ত লেহনগুণে,

অচিরাৎ সে শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হইল। সাংসারিক অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের অভাবে, মিহির আজ জীবনে বড় বিষম ভুল করিল। অনুতাপ, আত্মগ্লানি ও ক্ষোভের আর তাহার সীমা রহিল না।

সহসা উদ্‌ভ্রান্তভাবে, বিকলকণ্ঠে মিহির বলিয়া উঠিল,—"প্রতিভা, দেবি! তুমি আমায় ক্ষমা কর,—আমি আত্মহত্যা করিয়া এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। হায়! একাধারে আমি শাস্ত্রদ্রোহী—গুরুদ্রোহী হইয়াছি; আমার মূর্খতায় জগতের একটি অমূল্য বিদ্যা—একটি অভ্রান্তশাস্ত্র চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইল;—আমার জীবনধারণ বিড়ম্বনা।"

প্রতিভা ত্বরিতগতিতে মিহিরের হাত ধরিয়া বলিল,—

"ছি!—ও কর কি? সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেই কি সমুচিত প্রায়শ্চিত হইবে? না, তা নয়,—কাজ কর। জগতে কাজ করিতে আসিয়াছ, কাজ কর।—সর্ব্বনাশের উপর আর সর্ব্বনাশ কর কেন?"

বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে মিহির বলিল, "কি কাজ করিব প্রতিভা? আর কি কাজ আছে?"

প্র। গুরুর চরণে ক্ষমাভিক্ষা কর। সর্ব্বদা সেই স্বয়ম্ভু শঙ্করকে স্মরণ কর,—চিত্তশুদ্ধি হইবে,—মনের মলিনতা দূর হইবে।—এই কাজ কর।

মি। আর?

প্র। আর যে দুই খানি পুঁথি অবশিষ্ট আছে, ঐ দুই খানি পুঁথিই ভারতবাসী অধ্যয়ন করুক,—বিজ্ঞানালোকে জগতে অতুল শক্তি লাভ করিবে। আজীবন অনন্যকর্ম্মা হইয়া

তুমিই তাহাদের শিক্ষাদাতা হইও;—তাহা হইলেই তোমার প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হইবে;—আত্মহত্যায় ত কোন দিকেই ইষ্ট নাই?"

মি। প্রতিভা, তবে তুমি আমায় মরিতেও দিবে না?

প্র। অগ্রে আমি মরি, তারপর ও কথা।

মি। সে আবার কি?

প্র। পালা আগে আমার।—দেখি, কোন্ পুঁথি খানা গেছে?—হা কপাল!—খগোল, ভূগোল দু'খানা আছে,—পাতালখানাই গেছে দেখ্‌ছি। তা যাক, নরলোকের যে দু'খানা নিয়ে কাজ, তা আছে।—বুঝ্‌লেম, এ দেবতার লীলা;—তোমার দোষ নাই।

মি। প্রতিভা, এখন সত্য সত্যই বুঝিয়া দেখিতেছি, আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার অযোগ্য।

প্র। কথাটা ত অনেকবার হ'য়ে গেছে।—ও পুরাতন কাহিনী তুলে আর লাভ কি? যোগ্য অযোগ্যের বিচারের মালিক যিনি, তিনি যখন যোজনা ক'রে দেছেন, তখন তাঁর কাজ ভেবে, মন ঠিক রেখো,—ও প্রশ্ন আর আদৌ উঠ্‌বে না।

মি। প্রকৃতই তুমি ক্ষমাময়ী।

প্র। এক হিসাবে বটে,—কেন না, কোন বিষয়ে কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই!

মি। কথায় তোমার নিকট চিরদিনই আমি হারি মানিয়া আসিতেছি।

প্র। (হাসিয়া) তবে না হয় আজিও মানো।—এখন নিজেদের এই মানামানি রাখিয়া বণিকের একটু তত্ত্ব লওয়া

উচিত হইতেছে না?—ভালমানুষটি এখনো ঐ তীরেই রহিয়াছেন।

মি। ইচ্ছা করিয়াই উনি ওখানে আছেন। ঐ দেখ, এখনো একদৃষ্টে ঐ বাছুরটি দেখ্ছেন। ঈশ্বরের মহিমা দেখে, কি ভাব্চেন বোধ হয়। লোকটি ভক্ত বটে।

প্র। ভক্ত না হইলে কি ভগবান্ এই দুর্ভাগাদের জীবন-রক্ষার ভার ওঁর উপর সঁপে দেন?

মি। জীবনরক্ষা হইল বটে, কিন্তু অভিশপ্ত জীবন ল'য়ে, আমায় সংসারে থাকিতে হইল। কেন না আজ আমার জীবনের কুপ্রভাত!

প্র। কুপ্রভাত ভারতবাসীর। কেন না, এ সম্পূর্ণ জ্যোতির্ব্বিদ্যা লাভ, ভারতের ভাগ্যেই ঘটিত। কিন্তু যে কারণেই হোক, বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। তাই তুমি নিমিত্তস্বরূপহ'য়ে পাতালগণনার পুঁথিখানাই খোয়াইলে।

মি। এ নষ্টপুঁথির উদ্ধার তুমি করিতে পারিবে না?

প্র। না, সে সৌভাগ্য আমার নাই। জানই ত, পাতাল-গণনাবিদ্যা, গুরুদেব আমাদের আদৌ শিক্ষা দেন নাই? উহার মূলসূত্র জানিলেও একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতাম।

মি। খগোল, ভূগোলের পুঁথি নষ্ট হইলে বোধ হয় তুমি উদ্ধার করিতে পারিতে?

প্র। গুরুর কৃপায়, উহা একরূপ আমার কণ্ঠস্থ আছে,—আবশ্যক হইলে কিছু নূতন তত্ত্বও উদ্ভাবিত হইতে পারে।

মি। তবে হায়, কি সর্ব্বনাশই আমি করিয়াছি!—ঠিক ঐ পরম প্রয়োজনীয় পুঁথিখানাই নষ্ট হইল?

প্র। এমনই হয়। কপাল পুড়িলে, শিবরাত্রির সলিতাটাই আগে নিবে যায়। গরজ যে বড় বালাই!

মিহির একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আপনা আপনি বলিল, "ওঃ! কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি!"

প্র। আবার ঐ কথা?—তুমি কে? কি করিয়াছ, বা কি করিতে পার?—বল দেখি, তুমি কি বাছিয়া বাছিয়া, ঐ পাতাল-বিষয়ক পুঁথিখানা নষ্ট করিয়াছ?

মি। না, তা করি নাই।

প্র। তবে আর ও-কথা বল কেন? ও আঁধারের জিনিস—আঁধারেই থাকিবে, ইহাই বিধাতার ইচ্ছা। তুমি আমি সে ইচ্ছা 'নয়' করি কিরূপে?

মি। প্রতিভা, তোমার যুক্তিও অখণ্ডনীয়।

প্র। তোমার কাছে বটে; কিন্তু তার্কিকের কাছে ইহা পাগলের প্রলাপ মাত্র।

মি। তুমি আমার অনেক ঊর্দ্ধে আছ,—তোমার সহিত আমি পারিব না প্রতিভা।

প্রতিভা একটু হাসিয়া বলিল, "এই কথা?—তবে গুরুদেবের নিকট ক্ষমা চাও।"

মি। তা শতবার—মুক্তকণ্ঠে ইহাতে প্রস্তুত আছি।

মিহির তখন সর্ব্বান্তঃকরণে ডাকিতে লাগিল,—"শ্রীগুরুদেব, পতিতপাবন! আমায় ক্ষমা করুন। আমি মূঢ়, পাতকী;—না বুঝিয়া আপনার প্রদত্ত অমূল্য নিধি হেলায় হারাইয়াছি;—নিজগুণে আমায় ক্ষমা করুন। আমি অনধিকারী, অজ্ঞ, ঘোর মূর্খ; তাই না জানিয়া জগতের একটি জ্ঞানালোক নির্ব্বাণ করি-

য়াছি ;—আমার এ মতিচ্ছন্নতার মার্জ্জনা করুন। জয় শিবশম্ভু! আমায় সুমতি দাও ,—জীবের মঙ্গল কর।”

প্রতিভা বলিল, “মিহির, তুমি ত তোমার অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত, এইরূপ অনুতাপানলে দগ্ধ করিয়া একরূপ নিশ্চিন্ত হইলে ; কিন্তু আমার জ্ঞানকৃত মহাপাপ কিরূপে ধ্বংস হইবে বল দেখি?—ওঃ! পিতার সেই জ্বলন্ত অভিশাপ, মাতার সেই নীরব দীর্ঘশ্বাস, স্মরণেও শিহরিয়া উঠিতে হয়!—তুমি কি মনে কর মিহির, সেই মহাগুরুদ্বয়ের মনস্তাপ বৃথা যাইবে? না, তা নয়,—কালপূর্ণ হইলে আমায় নিশ্চয়ই অতি কঠোর প্রায়-শ্চিত্ত-ভোগ করিতে হইবে। সেই দিনের অপেক্ষা আমি করিতেছি।—হায়! সে শুভদিন কবে আমার উদয় হইবে?

মি। কি বলিলে,—শুভদিন?

প্র। শুভদিন——পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইলেই দিন শুভ হয়।

মি। আর প্রায়শ্চিত্তের বাকী কি প্রতিভা? এমন দুই দুইটা দৈবদুর্ঘটন ঘটিয়া গেল?

প্র। কি, অসহায়ে সমুদ্র-বক্ষে ভাসিয়াছিলাম?

মি। আর এই গুরুদত্ত অমূল্যনিধি স্বেচ্ছায় হারাইলাম!

প্রতিভা একটু হাসিয়া উত্তর দিল,—“ইহা সেই মহা প্রায়-শ্চিত্তের সূচনা মাত্র। তবে কার্য্য আছে,—কাজ করিতে করিতে কর্ম্মফল কিয়দংশও খণ্ডন করিতে পারিব, এই যা আশা।”

লোকজনসহ এই সময় বণিক্ আসিয়া পোতে আরোহণ করিলেন। যথাকালে পোত গন্তব্যপথে চলিল এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্ব্বিঘ্নে উজ্জয়িনী পঁহুছিল।





চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সে এক দিন গিয়াছে। হিন্দুর আদর্শ রাজা বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাব-কাল এখন স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। সে বিদ্যা-বিনয়মণ্ডিত, বিদ্বজ্জন-পালক ভূস্বামী,—সে নবরত্নসভার প্রতিষ্ঠাতা, কীর্ত্তিমান্ পুরুষের কাহিনী, এখন কিংবদন্তীর বিষয়ীভূত হইয়াছে। কোথায় সেই প্রাচীন উজ্জয়িনী, কে-ই বা তার স্থিরতা করে? কালের বিস্মৃতিগর্ভে সকলই লীন হইয়াছে। আছে কেবল পুণ্যময়ী স্মৃতি।

সেই ঐশ্বর্য্যশালিনী, জ্ঞানালোকভূষিতা, মহানগরী উজ্জয়িনী দর্শন করিয়া, প্রতিভা ও মিহির চমৎকৃত হইলেন।

মিহির ভাবিলেন, "এই তবে আমার সেই প্রিয় জন্মভূমি? আ! কি স্বর্গীয় দৃশ্যই দেখিলাম! এতদিনে আমার জীবন সফল হইল। এখন পূজ্যপাদ পিতৃদেবের চরণ দর্শন পাইলেই ধন্য হই।"

প্রতিভা ভাবিল, "ভগবান্ আমাকে এই রাজ্যে আনিলেন। এইখানেই আমি জ্ঞানালোক বিলাইব। এইখানেই আমার

বিদ্যার পরীক্ষা হইবে। তারপর?—তারপর মহাপাপের মহা প্রায়শ্চিত্ত,—কর্ম্মের অবসান। মন, এখন হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাক।”

বণিকের সাহায্যে, প্রতিভা ও মিহির জ্যোতির্ব্বিদের বেশেই রাজসভায় উপনীত হইল। সে বেশে, উভয়ের সেই আড়ম্বরহীন স্বভাবসুন্দর মূর্ত্তি, বড় মধুর শোভা ধারণ করিল। যে দেখিল, সে-ই মুগ্ধ হইল। সে-ই অন্তরের অন্তর হইতে, উভয়ের একটু স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব উপলব্ধি করিল।

রাজা বিক্রমাদিত্য সে সময় রত্নখচিত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া,—ততোধিক অমূল্য নবরত্নকে লইয়া শাস্ত্রালাপে রত ছিলেন। কালিদাস, ধন্বন্তরী, বররুচি, বরাহ—এমনই সব দিগ্বিজয়ী মণ্ডিতমণ্ডলীর নয়টিকে লইয়া, তাঁহার ‘নবরত্ন সভা’ প্রতিষ্ঠিত। ইহা ব্যতীত অন্যান্য সভাপণ্ডিতও অনেক ছিলেন। যিনি যে বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সেই বিষয়ে তিনিই, বিদ্যানুরাগী রাজার সভাপণ্ডিত মধ্যে গণ্য হইতেন। এমনই রাজসভায়, মনে বিশেষ উচ্চ আশা লইয়া প্রতিভা ও মিহির উপনীত হইলেন। তাঁহাদের সেই মধুর মনোহর মূর্ত্তি দেখিয়াই, বিক্রমাদিত্য কেমন আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলী সহসা সেই নবাগত সুদর্শন তরুণ যুবক যুবতীকে দেখিয়া, বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এইরূপ, সভাস্থ যাবদীয় লোক একদৃষ্টে তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিল।

একজন সভাসদ অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনারা কে,—কোথা হইতে আসিতেছেন,—এবং কি প্রয়োজন?”

মিহির উত্তর দিলেন,—“আমি সস্ত্রীক জ্যোতিষ-ব্যবসায়ী;

মহারাজের দর্শন আশায় বহু দূরদেশ হইতে আসিয়াছি; আশা,—মহারাজের আশ্রয়ে থাকিয়া অধীত বিদ্যার পরিচয় দিব।"

বিক্রমাদিত্য স্বয়ং সমাদর পূর্ব্বক কহিলেন, "অতি উত্তম। আপনাদের সদুদ্দেশ্যে সুখী হইলাম। যোগ্যব্যক্তির হস্তে আপনাদের তত্ত্বাবধারণের ভার অর্পণ ফরিব। এখন আসন পরিগ্রহ করিয়া বিশ্রামাদি করুন।"

উভয়ে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

মিহির বলিলেন, "মহারাজের বদান্যতায় বাধিত হইলাম। লোকমুখে যেরূপ শুনিয়াছিলাম, ব্যবহারেও সেইরূপ পরিচয় পাইলাম।—ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"

রাজা, বরাহকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনাকেই এই নবাগত অতিথিদ্বয়ের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। কোন বিষয়ে ইঁহাদের কোনরূপ কষ্ট না হয়, আপনাকেই তাহা দেখিতে হইবে। কেননা, আপনি ইঁহাদের সমব্যবসায়ী। ইহাঁদের আদর ও মর্য্যাদা আপনি যেরূপ বুঝিবেন, অন্যের নিকট সেরূপ আশা করা বিড়ম্বনা। আমি আপনার উপর ইহাঁদের যাবদীয় বিষয়ের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।"

বৃদ্ধ বরাহ, প্রতিভা ও মিহিরের প্রতি একটা তীব্রকটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য। তবে মহারাজ—"

বিক্রমাদিত্য। কি বলিতেছিলেন, আজ্ঞা করুন।

বরাহ। তবে মহারাজ, (সভাপণ্ডিতগণের পানে চাহিয়া) বিশেষরূপ পরীক্ষা না করিয়া, অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে, আমি নিজগৃহে স্থান দিতে পারি না।

মিহির অনিমেষ নয়নে বৃদ্ধ বরাহকে দেখিতে দেখিতে,

ভক্তিভরে, রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া, মনে মনে বলিলেন, "এই আমার জন্মদাতা,—মহাগুরু। ঘটনাচক্রে আজ আমায় পরের পর ভাবিতেছেন। ভাবুন,—এখন আত্মপরিচয় দিব না। দিলেই বা সহসা কে বিশ্বাস করিবে? মন! স্থির হও,—সময় হইলেই তোমার কামনা পূর্ণ হইবে।"

রাজা বলিলেন, "তা নিজগৃহে স্থান না দিন, গৃহের সন্নিকটস্থ কোন স্থানে আশ্রয় দিয়া নিজে ইহাঁদের তত্ত্বাবধান করিতে পারিবেন ত? জ্যোতির্ব্বিদ্যায় অগ্রণী আপনি; আপনি ভিন্ন এ নবীন জ্যোতির্ব্বিদ্-দম্পতীর সম্যক্ মর্য্যাদার আশা, আমি আর কাহার নিকট করিতে পারি?"

রাজার এক বিদূষক সেখানে উপস্থিত ছিল, সেই বিদূষক বলিল, "আসল কথাটা কি জানেন মহারাজ, বরাহ মহাশয়ের অভিপ্রায়টা এই, এঁরা যে সত্যিকার জ্যোতিষী, তার কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারেন?—এই কিছু নূতন রকমের গণনা? (বরাহের পানে চাহিয়া) হাঁ, হাঁ, স্পষ্ট কথা বলা ভাল। প্রস্তাবটা কিছু অসঙ্গতও নয়। বেশ তো, রাজসভার এই পণ্ডিতমণ্ডলী ও হাজার হাজার লোক থেকে প্রমাণ হোয়ে যাক্, যে,এঁরা জ্যোতির্ব্বিদ্যায় সুদক্ষ বটে,—বরাহ মহাশয়ের সঙ্গী হবার যোগ্যপাত্র বটে।—আমার কাছে মহারাজ স্পষ্ট কথা।"

রাজা ঈষৎ হাসিয়া ও সকলের মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "তা তাই হোক্। গুণী ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ইঙ্গিতেই আপনার গুণপনা প্রকাশ করিতে পারেন। (প্রতিভা ও মিহিরকে উদ্দেশ করিয়া) আপনারা আপনাদের অর্জ্জিত বিদ্যার কিছু পরিচয় এই সভাস্থলে দেন, সকলের এইরূপ ইচ্ছা।"

মিহির। অতি উত্তম। আমরাও সেই কথা মনে করিতেছিলাম। এক্ষণে মহারাজ কোন বিষয়ে প্রশ্ন করুন, অথবা কাহারও উপর সেই ভার দিন।

রাজা, বরাহকে এ বিষয়ের ভার অর্পণ করিলেন।

যে কারণে হউক, বরাহ এ পক্ষে কিছু উদাসীন ছিলেন। তাঁহার মেজাজটাও কেমন রূক্ষ হইয়াছিল। কোথা হইতে প্রতিযোগিতার একটা আপদ আসিয়া জুটিল বলিয়াই হউক, অথবা কোথাকার এই অল্পবয়স্ক যুবক যুবতীকে সমধর্ম্মা—সমব্যবসায়ী ভাবিয়া চলিতে হইবে,—এই অভিমান বশতই হউক,—কথাটায় তিনি সমধিক আস্থাও দেখাইতে পারিলেন না, কিংবা উপস্থিত ব্যাপারে মানাইয়াও চলিতে পরিলেন না। তবে রাজ-আদেশ;—একবারে অমান্য করিবার যো নাই,—তাই দলিতগর্ব্বের দীনতাব্যঞ্জক শিষ্ট শ্লেষসূচক স্বরে বলিলেন, "কি জানেন মহারাজ! আমরা বুড়া-হাব্‌ড়া-অথর্ব্ব হইতে চলিয়াছি,—কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিব,—ও ভারটা আপনি আর কাহাকে দিন।"

মহানুভব, ধীরপ্রকৃতি রাজা মনে মনে একটু হাসিলেন। বৃদ্ধের মনের দুর্ব্বলতা দেখিয়া হাসিলেন। পরন্তু বরাহের বয়োবৃদ্ধতা এবং তজ্জনিত অভিমানের এই তীব্রতা উপলব্ধি করিয়া, মনে মনে তাঁহার প্রতি সহানুভূতিও করিলেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও ভাবিলেন,—"এই নবাগত যুবক যুবতী, দুরূহ জ্যোতির্ব্বিদ্যায়, যদি সত্য সত্যই একটু অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন হন, তবে বুঝিব, ভগবানের অশেষ দয়া আমার প্রতি;—তাই ঠিক সময় বুঝিয়া, জরাজীর্ণ বরাহের স্থান পূর্ণ করিতে, এই

নব-দম্পতীকে, তিনি আমার এই নবরত্নের সভায় পাঠাইয়াছেন। আকৃতি ও রূপ দেখিয়া ত তাহাই মনে হয়। কিন্তু পক্ষান্তরে, পণ্ডিতবর বরাহের সম্মানও আমায় অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। বৃদ্ধ না কোন রকমে মনে ভাবিতে পারেন যে, তাঁহার বার্দ্ধক্যের শক্তিহীনতা বশতঃ, আমি মনে মনে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেছি।"

প্রকাশ্যে অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "মহাত্মন্! এ বিষয়ের ভার অর্পণ করিবার অধিকারী আপনি। আপনি যাঁকে যোগ্যপাত্র মনে করেন, তাঁহাকেই বলুন।—আপনার শিষ্য-শাখাও ত এখানে অনেকে উপস্থিত আছেন?—কৃতিত্বে ইহাঁরাও ত কম নন;—ইহাঁরাই না হয় কেহ প্রশ্ন করুন?"

বরাহ, তাহাতেও যেন রাজী নন,—আদৌ এ প্রসঙ্গই যেন তাঁহার ভাল লাগিতেছে না,—আকার-ইঙ্গিতে এইরূপ ভাবই তিনি প্রকাশ করিলেন।

তখন সেই চঞ্চলচিত্ত বিদূষক—শিবরাম শর্ম্মা, আসন হইতে উত্থিত হইয়া করজোড়ে বলিল, "মহারাজ, অপরাধ লইবেন না;—(বরাহের প্রতি) পণ্ডিতজী, আপনিও অভয় দিন,—আমিই এই প্রশ্ন উত্থাপিত করি।"

এতক্ষণের পর বরাহের মুখে হাসি দেখা দিল। তিনি যেন বিলক্ষণ একটু হাসিয়া বলিলেন, "এই অতি উত্তম পরামর্শ। সরল পবিত্রপ্রকৃতি তুমি;—তোমার মনে উপস্থিত যে ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহাই জিজ্ঞাসা কর।"

সভাস্থ সকলেই স্মিতমুখে, অথচ অকপট ভাবে, এ প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। কেন না, রাজ-বিদূষক অতি সরল ও

শুদ্ধপ্রকৃতির লোক ;—কাহারও মুখ চাহিয়া কোন কথা বলিবে না,—অথচ সত্যও নির্দ্ধারিত হইবে।

পাঁচ সাত ভাবিয়া, অগত্যা রাজাও ইহাতে মত দিলেন। মনে মনে বলিলেন, "বয়স্যের সকল অপরাধই মার্জ্জনীয় ; কেননা সকলেই এঁকে চিনে। তবে নবাগত জ্যোতির্ব্বিদ্-দম্পতী মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হইতে পারেন,—যেহেতু এত বড় নবরত্নের সভার মধ্যে, বিদূষকের দ্বারা তাঁহাদের বিদ্যার পরীক্ষা লওয়া হইতেছে। তা প্রকৃত গুণ থাকিলে ইহাতে কিছু যাইবে-আসিবে না,—ছাই-চাপা আগুন এখনি প্রকাশ পাইবে ;—পক্ষান্তরে ইহাতে পাণ্ডিত্যাভিমানক্লিষ্ট বরাহের অভিমানের বেগটাও আপাততঃ একটু রোধ হইতে পারিবে। কেননা,—তিনি বা তাঁর শিষ্যশাখাও দূরের কথা,—সামান্য একটা ভাঁড় দিয়া তাঁহার এই সমধর্ম্মা প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিদ্যার পরীক্ষা করা হইতেছে।—ভাল, তাহাই হউক,—বরাহের অভিমানের দিক্ দিয়াই ইহাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হউক। পরন্তু আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, এই নবীন দম্পতীই এই দুরূহ জ্যোতির্ব্বিদ্যায় সর্ব্বজয়ী হইবেন। এবং পরিণামে বরাহও শিষ্যমণ্ডলীসহ ইহাঁদের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন,—কেন না প্রকৃতিই ইহাঁদিগকে পূর্ণ করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছেন।"

প্রকাশ্যে শিবরামকে বলিলেন, "বয়স্য, তবে তোমার প্রশ্ন কি, উত্থাপিত কর।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া সেই সরলচিত্ত ব্রাহ্মণ, প্রতিভা ও মিহিরের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে নবাগত জ্যোতির্ব্বিদ্-দম্পতী,—আমার মনে এই প্রশ্নের উদয় হইতেছে,——"

মিহির, যেন সেই বিদূষকের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, "যে, এই বিরাট্ রাজসভায়, এইক্ষণ কত লোক উপস্থিত আছেন,—অথবা সর্ব্বসমেত কত চক্ষুই বা, কৌতুহল চরিতার্থের আশায়, আমাদের পানে চাহিয়া আছে?"—কেমন, আপনার প্রশ্ন এই ত?"

শর্ম্মা শিবরাম, যেন অতিমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন,—"একি! আপনি বিধাতাপুরুষের ন্যায়, অন্যের মনের কথাও বুঝিতে পারেন যে? বাঃ! বাঃ! বেশ ত! অদ্ভুত আপনার ক্ষমতা! ভূমিকাতেই আপনি পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় দিলেন। বড় সন্তোষলাভ করিলাম। আপনার জয় হউক। তবে দেখ্ছি, মানস-অঙ্ক-বিদ্যাটা আপনার নখ-দর্পণে?"

মিহির। (বিনীতভাবে) গুরুর কৃপায় একটু আধটু বুঝিতে পারি।

শিবরাম। তা এখন নিজগুণে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন?

মিহির ক্ষণকাল চক্ষু নিমীলিত করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। পরে ভূতলে দুই চারিটি রেখাপাত করিয়া, কি একটু অঙ্ক কষিয়া, ধীরভাবে বলিলেন, "এই সভাস্থলে এক সহস্র ঊনত্রিংশ জন লোক বিদ্যমান, এবং দ্বিসহস্র দ্বাবিংশতি চক্ষু চাহিয়া আছে।"

রাজাদেশে তৎক্ষণাৎ সেই সভার দ্বার রুদ্ধ হইল। ভিতর হইতে বাহিরে এবং বাহির হইতে ভিতরে, কোন নূতন লোক গমনাগমন করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যেই এইরূপ করা হইল।

শিবরাম বলিলেন, "উপযুক্ত গণনা দ্বারা অবশ্য এখনই এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত হইবে। কিন্তু মহাশয়, ক্ষমা করিবেন, এক বিষয়ে একটি সংশয় হইতেছে।—এক সহস্র ঊনত্রিংশ লোক

যখন, তখন চক্ষুও ত অবশ্য ইহার দ্বিগুণ হইবে? কিন্তু মহাশয় ত, সেরূপ কথা বলিলেন না?"

মিহির। না বলিবার একটু হেতু আছে; পরীক্ষা দ্বারা আপনারা এখনি তাহা অবগত হইতে পারিবেন। গণনায় আমি জানিতে পারিতেছি, এই সভাস্থ সাতজন লোক জন্মান্ধ,—চক্ষুর চিহ্ন অবধি নাই, আর বাইশ জনের প্রত্যেকের এক এক চক্ষু।

সেই বিরাট্ জনারণ্য সহসা চমৎকৃত ও নিস্তব্ধ হইল।—"ইহা কি সম্ভব যে, এই তরুণ যুবক এমন অদ্ভুত গণনাবিদ্যা লাভ করিয়াছে?"—অনেকের মনে এইরূপ এবং আরো অনেকরূপ প্রশ্ন জাগিল।

কেহ ভাবিল, "ছোঁড়াটা হয়ত পাগল,—খেয়ালের ঝোঁকে আন্দাজী কি একটা ব'লে ফেলেছে,—তা মিলুক আর না মিলুক।"

কেহ বা ভাবিল, "এইবার ছোঁড়ার বিদ্যাবুদ্ধি ধরা পড়িল। বেশী লোভ করলেই এই রকম হয়।—এখনি ত লোকগণনা সুরু হবে—তখন?"

কেহ বা মনে করিল, "তা হ'লেও হ'তে পারে। কাকতালীয় ন্যায়ে এরূপ এক আধটা মিলে গেলেও যেতে পারে, –কাকও উড়্‌ল, তালও পড়্‌ল;—এ হ'তে যা বুঝে নাও। তা যদি হয়, ত ছোঁড়াটার খুব জোর-কপাল ব'ল্‌তে হবে বটে।"

অতি-বুদ্ধিমান কেহ বা ভাবিলেন,—"ছোঁড়াটা কি তবে এমনি চতুর যে, ধাঁ ক'রে এরি মধ্যে সব লোক গুণে ফেলেছে,—মায় কত কাণা,—কত অন্ধ? তাই হবে,—নইলে অমন জোর ক'রে—বুক ঠুকে বলে, সাধ্যি কি?"

এইরূপ যার যেমন মন, সে মনে মনে সেই মতই মীমাংসা করিল।

প্রতিপক্ষ দলও বিভিন্ন ভাবস্রোতে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন।

কেহ ভাবিতেছেন,—"হবেও বা! ছোঁড়াটা হয়ত এই করিয়াই দেহপাত করিয়াছে; এখন সময় হইয়াছে, তাই রাজকৃপা লাভ করিবে।—আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও পসার-প্রতিপত্তি যাবে।"

কেহ ভাবিতেছেন, "হরি করেন, গণনাটা ফাঁসিয়া যায়? নহিলে যে জন্মের মত আমাদের মাথা হেঁট হইল? অতঃপর রাজ-সভায় কি আর মুখ তুলিয়া কথা কহিবার সামর্থ্য থাকিবে?"

কেহ বা মনে করিতেছেন,—"বরাত, বরাত! যার যখন পড়্‌তা পড়ে, তার তখন এই রকম উদ্ভট উপায়েই ফল ফ'লে যায়।—ছোঁড়াটার বোধ হয় এখন একাদশে বৃহস্পতি!"

আর অতি-সাহসী কোন প্রত্যক্ষবাদী পণ্ডিতই বা এই বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিতেছেন,—"তা এমনি বা কিসের ভাবনা? গণনাটা মিলুকই আগে? চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ত এখনি ভঞ্জন হ'চ্ছে, অত উতলা হ'য়ে ফল কি? যতক্ষণ না হাতে-কলমে মিল্‌ছে,—স্বয়ং দেবগুরু বৃহস্পতি এসে বল্‌লেও আমি ও-কথা মানি নে। হাঁ, হাঁ,ও বিদ্যাটা আমারও কিছু কিছু জানা আছে,—খানিক মিলে, খানিক মিলে না।"

এইরূপ অনেকেই অনেক রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন।

এদিকে, স্বয়ং বরাহ এক একবার তীব্র ও স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে মিহিরের পানে চাহিতেছেন, আর মনে মনে বলিতেছেন,—

"কে এ বালক? কন্দর্পতুল্য রূপ, সৌভাগ্যসূচক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অপরূপ সুলক্ষণ,—কে এ বালক? মনে হইতেছে, এ বালক

দৈববলসম্পন্ন,—যাহা বলিয়াছে, অক্ষরে অক্ষরে ফলিবে। আর—আর বলিতে কি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অভিমানের ভাব মনোমধ্যে জাগিলেও, কি জানি কেন, এক একবার যেন স্বেচ্ছায় ইহার নিকট পরাভব স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে। —কেন এমন হয়? এ প্রস্তরকঠিন হৃদয়ে সহসা কেন এমন স্নেহের উদয় হয়?—কে এ বালক? (একটু চিন্তা করিয়া) দূর হোক্, আমি পাগল হইলাম নাকি?”

রাজা বিক্রমাদিত্যও কি জানি কেন, বালকের পক্ষেই জয় কামনা করিতেছেন,—বালক যেন অপ্রতিভ না হয়, একান্ত মনে সেই প্রার্থনা করিতেছেন। বালকের জয়েই যেন তিনি সমধিক সুখী হইবেন,—তাঁহার আকার-ঈঙ্গিতে এইরূপ ভাবই যেন প্রকাশ পাইতেছে। কেন বা কি হেতু, তাহা এক কথায় বুঝানো দায়। আপন মনে একটু ভাবিয়া না দেখিলে, ইহা বুঝা যাইবে না।

রাজাদেশে, তখনই সারি দিয়া, এক এক করিয়া, লোক-গণনা আরম্ভ হইল। বেশ হুঁসিয়ার লোকদল এই গণনা-কার্য্যে নিযুক্ত হইল। এক দুই করিয়া তিনবার এই গণনা-কার্য্য হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, একটি লোক বা দুইটি চক্ষু, গণনায় কম হইতেছে।

রাজা যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “সে কি! তা-ও কি হয়? আমার বোধ হইতেছে, গণনায় তোমাদেরই ভুল হইয়া থাকিবে।”

একজন গণনাকারী সসম্ভ্রমে, করযোড়ে বলিল, “মহারাজ, আমরা বিশেষ যত্নের সহিত এই গণনা-কার্য্য করিয়াছি;

একাদিক্রমে তিনবার দেখিলাম, ফল একরূপই দাঁড়াইল। সাতজন অন্ধ, তাহা ঠিক মিলিয়াছে; বাইশজন এক-চক্ষু-হীন, তাহাও আশ্চর্য্যরকমে প্রমাণিত হইয়াছে; কিন্তু একটি লোক বা দুইটি চক্ষু,—এ অভাব কিছুতেই পূরণ হইতেছে না।"

রাজা কি ভাবিলেন, পরক্ষণে বলিলেন, "আচ্ছা, তোমরা স্বস্থানে দণ্ডায়মান হও; আর একদল পুনরায় নূতন করিয়া গণনা করিয়া দেখ।—দেখিও, কিছুতেই না ভুল হয়।"

দ্বিতীয় দলও বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত এই গণনা-কার্য্য করিল। ইহারাও একাদিক্রমে তিনবার সেই সমবেত লোক-মণ্ডলী ও তাহাদের চক্ষু গণিয়া দেখিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহাদের গণনার ফলও পূর্ব্বরূপ হইল;—সেই সাতটি অন্ধ,—বাইশটি এক-চক্ষু-হীন এবং দুই সহস্র চক্ষুষ্মান্ বা দুইচক্ষু-বিশিষ্ট।

রাজা এবার কিছু অধিকতর বিষণ্ণ হইলেন। অবসাদের একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া, নবাগত জ্যোতির্ব্বিদের মুখপানে চাহিলেন।

প্রতিপক্ষ ও বিরুদ্ধবাদিগণ এবার পাইয়া বসিলেন। তাঁহারা মাথা দোলাইয়া, নাক ফুলাইয়া, মুরুব্বিয়ানাচালে বলিলেন, "মহারাজ, এতক্ষণ কিছু বলিতে সাহস করি নাই, কিন্তু এ বিদ্যা আমরা শৈশবকাল হইতেই অবগত আছি। ঠিক ফলে না বলিয়া, এ বিদ্যা—বা লোক-ঠকানো এই ছেলে-খেলার আলোচনা আমরা করি নাই, এবং কাহাকে শিক্ষাও দিই নাই। ইনি কোন্ দেশী লোক জানি না,—বয়সে বালক,—বুদ্ধিবিবেচনায়ও ততোধিক,—তাই মহারাজের নিকট,—

এই ভুবনবিখ্যাত 'নবরত্নের' সভায়, এ হেন বিষয়ের প্রসঙ্গ তুলিতেও সাহসী হইয়াছেন। মহারাজ আজ কার মুখ দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছিলেন, তাই আপনার এতটা মূল্যবান্ সময়, বৃথা গেল।"

মিহির, আজ আর সে মিহির নয় যে, গুরুবাক্যে বা অধীতশাস্ত্রে পুনরায় অবিশ্বাসী হইবে;—তাই তেজোদ্দীপ্ত হইয়া দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল,—"কে বলিল, মহারাজের মূল্যবান্ সময় আজ বৃথা গিয়াছে? কে বলিল, মহারাজ আজ কোন্ দুর্ভাগার মুখ দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছেন? আমি বলিতেছি, মহারাজের আজ সুপ্রভাত! আজ তিনি একটি নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাইবেন। আমার এ বাক্য শাস্ত্রসিদ্ধ;—কখনই মিথ্যা হইবার নহে। মহারাজের নিকট আমার এইমাত্র বিনীত প্রার্থনা, আর একবার কোন অভিনব কৌশলে এই গণনা-কার্য্য সম্পন্ন হউক,—যেন কোনও রূপে ভ্রান্তি বা বিচ্যুতি না ঘটে। —বারংবার আমি মহারাজকে ও সভাস্থ বিদ্বজ্জনগণকে এইরূপ কষ্ট দিতেছি;—যদি প্রকৃতই আমার গণনা ব্যর্থ হয়, তবে রাজদণ্ড স্বরূপ আমার এই মস্তক মহারাজের সিংহাসনতলে আবদ্ধ রহিল।"

উত্তর শুনিয়া ক্ষণকালের জন্য সকলে স্তম্ভিত হইল। রাজা বলিলেন, "তবে তাই হোক। এবার আমি নিজে দাঁড়াইয়া, এক এক করিয়া, এই লোকসমষ্টি দেখিয়া লইব।"

স্বয়ং রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য লোকগণনায় দাঁড়াইয়াছেন,—ভয়ে ও সম্ভ্রমে সহসা সেই সভা অতি নীরব গম্ভীরমূর্ত্তি ধারণ করিল। পরিণাম কি হয় ভাবিয়া, অনেকের প্রাণ দুরুদুরু

গুরুগুরু কাঁপিতে লাগিল। কেবল সেই উত্তরদাতা নবীন জ্যাতির্ব্বিদ্ অটল বিশ্বাসে বলীয়ান্ হইয়া, সস্ত্রীক ধীর প্রশান্ত-ভাবে, অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কিন্তু হায়, একি! এবারও যে তাই?—এবারও যে সেই একটি লোক বা দুইটি চক্ষুর অভাব!

বার বার এইরূপ। বালক কি তবে জীবনদানেও ভীত নয়?

"নিশ্চিত এ বালক বাতুল!"—উপেক্ষার হাসি হাসিয়া, সভাস্থ প্রায় সকলেই তখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। বাতুল, সুতরাং অবধ্য,—সকলেই যেন এইরূপ বিজ্ঞতাসূচক অনুগ্রহবাক্য প্রয়োগ করিয়া, প্রদীপ্ত রাজ-রোষ হইতে, সেই নবাগত জ্যোতির্ব্বিদ্ নামধারী অর্ব্বাচীনকে মুক্তি দিবার উপদেশ দিতে লাগিলেন। রাজা কিন্তু তখনও সমুদ্রবৎ গম্ভীর,—কাহারও বাক্যে তিনি কর্ণপাতও করিতেছেন না।

ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে, অভিমানে মিহিরের মুখ এবার আরক্তিম হইয়া উঠিল, চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবে তিনি কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

সহসা তাঁহার বামপার্শ্ব হইতে, প্রচণ্ডতেজে, সিংহবাহিনী মূর্ত্তি গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"কে বলে, ইহাঁকে বাতুল? কে বলে ইহাঁর বাক্য মিথ্যা? পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হইতে পারে, সমুদ্রের জল শুষিয়া যাইতে পারে, তথাপি ইহাঁর বাক্য—ইহাঁর অধীত জ্যোতিষশাস্ত্র মিথ্যা হইবার নয়! বিধিলিপির ন্যায় ইহাঁর অভ্রান্ত বাণী!—কে আছ মতিমান্,—এ সভায় কে আছ চক্ষুষ্মান্,—যাঁহার প্রত্যক্ষপ্রমাণ গ্রহণের সাধ থাকে, অগ্রসর

হও,—ঐ দূরে—সভার ঐ প্রান্তদেশে, ঐ যে একটি সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান আছে, দেখিতেছ, ঐ দুষ্ট কাপালিকের—ঐ বৃহৎ ঝুলিটি অন্বেষণ কর,—উহার মধ্যেই এই মহাত্মার গণনার ফল দেখিতে পাইবে।—আমার স্বামী,—জ্যোতিষ-জগতের ভাবী অধীশ্বর—বাতুল ? হায় ! এরূপ অসম্ভ্রমসূচক বাক্য মুখে উচ্চারণ ঝরিতে জিহ্বা স্খলিত হইল না ?”

সহসা সেই সভামধ্যে মহা কলরব উত্থিত হইল। সকলে উৎসুক নেত্রে, সেই ভণ্ড কাপালিক পানে চাহিয়া রহিল। রক্ষিগণ ঝটিতি দৃঢ়রূপে তাহার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া তাহাকে রাজ-সমক্ষে আনয়ন করিল। একজন তাহার স্কন্ধদেশ হইতে সেই বৃহৎ ঝুলিটি খুলিয়া লইল। সেই ঝুলি রাজার সিংহাসন-সম্মুখে রাখিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা উন্মুক্ত করিয়া ফেলিল।—হরি হরি ! সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, সেই ঝুলিমধ্যে একটি নধরকান্তি সুকুমার শিশু, দুই চক্ষু মুদিত করিয়া ঘুমাইয়া আছে!

দিগন্তোত্থিত হর্ষ-কোলাহলে, শিশুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। দুই চক্ষু মেলিয়া জননীর স্নেহস্তন্যপান আশায় সেই শিশু কাঁদিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে সহসা কোথা হইতে এক আলুলিত-কুন্তলা, শোকবিহ্বলা রমণী,—উন্মাদিনী মূর্ত্তিতে সেই সভায় প্রবিষ্ট হইল এবং “কৈ আমার হারানিধি,—কোথায় আমার বুকের ধন” বলিতে বলিতে, একেবারে রাজার সিংহাসনতলে আছাড়িয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই, বক্ষের ধন বক্ষে শুইয়া স্তন্যপান করাতে, অমৃতস্পর্শের ন্যায় মধুর কোমল স্পর্শে চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়া বসিল।

সভার মাঝে মুহুর্ম্মুহু হর্ষধ্বনি পড়িয়া গেল। সকলে

মুক্তকণ্ঠে মুহুর্ম্মুহু সেই নবাগত জ্যোতির্ব্বিদ্‌-দম্পতীকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সকলে একবাক্যে জ্যোতির্ব্বিদের অদ্ভুত গণনা ও ততোধিক তাঁহার মনোরমা পত্নীর অলৌকিক উদ্ভাবনার গুণগানে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতিযোগীদের মুখে ছাই পড়িল। বিরুদ্ধবাদিগণের গর্ব্বিত মুখ খাটো হইল। স্বয়ং রাজা বিক্রমাদিত্য প্রীতিভরে, প্রগাঢ় অনুরাগ সহকারে, নবাগত জ্যোতির্ব্বিদ্‌কে আলিঙ্গন করিলেন, এবং মুক্তকণ্ঠে তাঁহার সেই দেবীরূপিণী সহধর্ম্মিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"মা, আজ তুমি যে অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা করিলে, তাহাতে তুমি চিরদিন এ রাজ্যে অমরীর ন্যায় পূজা পাইবে। তোমার কৃপায় মা, আজ এই দুরন্ত কাপালিক-কর্ত্তৃক-অপহৃত শিশু রক্ষা পাইল; নচেৎ দুষ্ট নিশ্চয়ই এই সুকুমার শিশুর প্রাণবধ করিত,—ইহাকে বলি দিত।—এই জন্যই কি আমার রাজ্যে শিশুহরণের এত প্রাদুর্ভাব হইতেছে? যাই হোক, আজ হইতে দেবদেব রক্ষা করিলেন।—হায় মা, করুণারূপিণি! তুমি কে, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। সত্যই আজ আমার সুপ্রভাত,—তাই চর্ম্মচক্ষে দেবীদর্শন করিতে পাইলাম! মা, তুমি এ রাজ্যে অচলা হইয়া থাক;—আমি তোমায় ভক্তরূপে পূজা করিয়া কৃতার্থ হইব।"

একজন রক্ষীকে আদেশ দিলেন,—"অবিলম্বে এই দুষ্ট কাপালিককে কারারুদ্ধ কর,—ইহার বিচার আমি পরে করিব।"

মহামহোল্লাসের সহিত সভা ভঙ্গ হইল। *



* এই ঘটনাটি, জনৈক অভিজ্ঞ লেখকের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এক দিনেই প্রতিভা ও মিহির দেশমান্য ও সুবিখ্যাত হইলেন। এক দিনেই তাঁহাদের যশঃপ্রভা চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। গুণগ্রাহী রাজা বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কিন্তু এতটা শ্রদ্ধা, এতটা সম্মান, এতটা সেবা, বরাহের ভাল লাগিল না,—মনে মনে তিনি বিশেষ অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইলেন। কিন্তু উপায় নাই,—স্বয়ং রাজা যে বিষয়ের উদ্‌যোগী, তাহা ব্যর্থ করিবে কে?

বরাহ মনে মনে কেবল এই কথাই ভাবেন,—"হায়! আমার জীবনব্যাপী বিদ্যার অনুশীলন সকলই বিফল হইল! জীবনের এই সুদীর্ঘ ষষ্টিবর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে,—যাহার জন্য সংসারের আর সমস্তই অম্লানবদনে বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছি,—সেই আমার জন্মান্তরীণ তপস্যার ফল—জ্যোতির্ব্বিদ্যা,—আজ একটা স্ত্রীলোক ও বালকে আসিয়া, মলিন করিয়া দিল! গৌরবের যশোমুকুট এখন তাহাদের মস্তকেই অর্পিত;—আমি বৃদ্ধ,—তাই সকলের অনুগ্রহ ও দয়ার দৃষ্টিতে, মধ্যে মধ্যে সে

মুকুটের ভার বহন করি মাত্র। কেন এমন হইল? কি পাপে আমার এ সর্ব্বনাশ ঘটিল? জীবনের শেষপ্রান্তে আসিয়া, কার অভিশাপে, আমায় এ মর্ম্মভেদী কষ্ট সহিতে হইতেছে?

"দস্যুতে ধনরত্ন লুঠিলে, ভাগ্যে থাকে ত, তাহা আবার হয়। তাহার একটা সান্ত্বনা আছে। কিন্তু আমার এ কি হইল? আমার অমূল্যধন—জীবনের সর্ব্বপ্রিয় বাঞ্ছিত বস্তু,—যাদুকরের মন্ত্রপূত দণ্ডস্পর্শে যেন সহসা অচল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল! জগদীশ, ইহা আমার জন্মান্তরীণ প্রাক্তন-ফল, না—ইহজীবনের কর্ম্মফল?

"হাঁ, ঠিকই হইয়াছে। তুমি ন্যায়বান্, অপক্ষপাতী বিচারক, —তোমার বিচার তোমারই মত হইয়াছে। কোন মূর্খ তোমার সুবিচারে সন্দিহান্ হয়? ওঃ! মনে করিলেও বুক ফাটিয়া যায়,—একদিন আমি প্রস্তর-কঠিন হৃদয়ে, সেই অকলঙ্ক চাঁদ,—সেই স্বর্গভ্রষ্ট সোণার শিশুকে নিরপরাধে নদীজলে বিসর্জ্জন করিয়াছি;—সে মহাপাপের ত একটা মহাপ্রায়শ্চিত্ত আছে,—তাই অভাবনীয়রূপে এই অজ্ঞাতকুলশীল বালক ও স্ত্রীলোকের হস্তে, প্রতিপদে পরাজিত ও অপমানিত হইতে হইতেছে! আমার সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে।—বিদ্যার অহঙ্কার, যশের অহঙ্কার,, পদ ও প্রভুত্বের অহঙ্কার,—সকল অহঙ্কারই, দুর্ব্বলের নিষ্ফল আস্ফালনের ন্যায় উপহাস্য হইয়াছে। না হইবে কেন? বিধাতার যে অব্যর্থ বিধান!—এমনি করিয়া তিনি দম্ভীর দম্ভ, নিষ্ঠুরের নিষ্ঠুরতা—চূর্ণ করেন! আমার বড়ই বিদ্যা ও যশের অভিমান হইয়াছিল; তাই দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া, স্বহস্তে আপন সন্তানকে মরণের পথে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম,—পাছে আমার জ্ঞানার্জ্জনের

বিঘ্ন ঘটে!—আর এখন সেই জ্ঞানার্জ্জন?—অহো! কর্ম্মদোষে আজ পতঙ্গের পদাঘাত সহিতে হইতেছে,—সেই জ্ঞানার্জ্জনের অসম্পূর্ণতাই, আজ আমায় মরণাধিক জ্বালা দিতেছে!

"সেই পুত্র—যাহার স্মৃতিতেও সংসারে নন্দনকানন রচনা করিতে সাধ যায়,—হায়! আমার সেই পুত্র জীবিত থাকিলেও, আজ ঠিক এত বড়টি হইত। এমনি রূপ, এমনি গুণ, এমনি বিদ্যা, এমনি বিনয়, এমনি মেধা, এমনি প্রতিভা—সকলি এইরূপ হইত। হয়ত, ইহাপেক্ষা অধিকও হইত। তারপর, এতদিনে তাহারও বিবাহ হইত।—এমনি রূপবতী, গুণবতী, বিদ্যাবতী বধূমাতা আসিয়া আমার কুটীর আলোকিত করিতেন—হায়! এ কল্পনাতেও কি সুখ! কিন্তু, দূর হউক,—আমি এ কি ভাবিতেছি? শেষে পাগল হইব নাকি?—জগদীশ, রক্ষা কর!—যেন জীবনের এ অন্তিমসোপানে আসিয়া স্খলিত না হই।"

আবার কখন বা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিহিংসা-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিত,—"কে ইহারা?—সহসা কোথা হইতে আসিয়া, আমার সুখের পথে,—আমার সম্মানের পথে বাদী হইয়া দাঁড়াইল? এ পাপ কি বিদায় হয় না? কোন উপায়ে, কোন রকমে কি আমার এই দুই মহাশত্রুর অস্তিত্ব, ধরাবক্ষ হইতে বিলুপ্ত হয় না?—ছলে, বলে, বা কৌশলে?"

এইরূপ নানাবিধ কূটচিন্তায়, সেই অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্, সেই পরম পণ্ডিত, সময়ে সময়ে, আপন বিষে আপনি জর্জ্জরিত হইতে থাকেন।—হায়, হিংসা!

কিন্তু প্রকৃতির এমনি অপূর্ব্ব বিধান যে, অধমের এই হীন

হিংসা হইতেই, অনেক সময়েই, উত্তমের উচ্চতা অতি আশ্চর্য্য-রূপে প্রকটিত হইয়া থাকে। প্রতিভা ও মিহিরের ভাগ্যেও ঠিক্ তাহাই হইল।

বিদ্বজ্জন-পালক, বিদ্বান্ রাজা, প্রতিভা ও মিহিরের জন্য, একটি সুরম্য সুন্দর স্থায়ী আবাসবাটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন; বরাহের তাহা অসহ্য হইল। কৌশল করিয়া একদিন তিনি তাহাদিগকে প্রাণে মারিবার সঙ্কল্প করিলেন।

বরাহের বাটীর সম্মুখে, রাজার বহুদিনের একটি পুরাতন জীর্ণ গৃহ ছিল। সেই গৃহের কারুকার্য্য বড়ই বিচিত্র। কাহার দ্বারা, কোন্ সময়ে সে গৃহ নির্ম্মিত, তাহার স্থিরতা ছিল না। শিল্প-নৈপুণ্যের গৌরব রক্ষার জন্য, রাজা সেই গৃহটি যথাযথ রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন;—বিশেষ কোনরূপ সংস্কারাদি কার্য্য করেন নাই। পরন্তু সে গৃহে কেহ বাস করিত না,--বাস করিতে সাহসী হইত না। গৃহটির ভিতর হইতে, মধ্যে মধ্যে কেমন একটি ভীতিসূচক রব—বায়ুভরে উত্থিত হইত। বরাহের মনে হইত,—সে রবটি যেন,—"আমি পড়ি, আমি পড়ি"—এই ভাবের। বরাহ একজন মহা জ্যোতির্ব্বিদ্ গণিতশাস্ত্রবিশারদ কিনা,—তাই গণনায় স্থির করিয়া রাখিয়াছেন,—"এ আর কিছু নয়, ঘরটি অতি জীর্ণ—তাই পড়ি-পড়ি বলিয়া, সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছে! কিন্তু ভ্রান্ত নর,—সকলের ত এ গুপ্তকথা শুনিবার বা এ গুপ্তবিদ্যা জানিবার অধিকার নাই,—তাই কেবলমাত্র অতি জীর্ণ ভাবিয়াই, কেহ ইহাতে বাস করিতে সাহসী হয় না। কিন্তু তা-ও বলি,—এই 'পড়ি-পড়ি' রব—আমিও ত বালককাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি,—পড়িতে ত

দেখিলাম না? কারণ কি? ইহার অর্থ কি অন্যরূপ? পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হয় না? কিন্তু কার দ্বারা এ পরীক্ষা করি?—না, পরীক্ষা আর করিব কি? ও পড়ি-পড়ি অর্থে, গৃহপতনই নিশ্চিত। কেবল প্রকৃত পাত্রাভাবে,—সেই অভাগাকে জীয়ন্তে সমাধি দিবার অভাবে, উহা পড়ে নাই,—কোন রকমে আজিও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।—সে হতভাগ্যের কালপূর্ণ হইলেই হয়।"

অতি বড় বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ বরাহ পণ্ডিত, সেই 'পড়ি-পড়ি' শব্দের অর্থ—এইরূপ মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছেন। আজ উপযুক্ত পাত্রকে পাইয়া, তাঁহার সেই বহুদিনের মীমাংসা,—তাঁহার সেই অতিমাত্র কৌতূহলসূচক পরীক্ষা, মিটাইতে, আজ তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন।

রাজদত্ত সেই সুরম্যসুন্দর অট্টালিকায়, প্রতিভা ও মিহির গিয়া মনের সুখে বাস করিতেছেন; দেশদেশান্তর হইতে লোকসমূহ আসিয়া তাঁহাদিগকে দেখিয়া যাইতেছে; খগোল ভূগোল-গণিত বিদ্যায় তাঁহাদের অসাধারণ অলৌকিক পার-দর্শিতা দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতেছে; শতশত লোক তাঁহাদের শিষ্য ও অনুরক্ত ভক্ত হইতেছে,—হিংসাজ্বালা-জর্জ্জরিত বরাহ তাঁহাদের সেই সৌভাগ্য মলিন করিতে, এক কৌশল-জাল বিস্তার করিলেন।

এদিকে মিহির প্রতিক্ষণে পিতার নিকট পরিচিত হইতে, পিতার স্নেহ-আশীর্ব্বাদ লাভে কৃতার্থ হইতে, মানস করিলেও, প্রতিভা তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া আসিতে লাগিলেন। বলিলেন, "এখনো ঠিক সময় হয় নাই,—পিতৃমিলনে এখনো একটু অন্তরায়

আছে। এখনো শ্বশুরদেব, তোমার প্রতি যে, দৈবের কৃপা আছে,—ইহাতে সম্পূর্ণ আস্থাস্থাপন করিতে পারেন নাই। এমন অবস্থায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে আপন পরিচয় দিলে, হয়ত তিনি তাহা বিশ্বাসই করিবেন না। আর একটু অপেক্ষা কর,—আর কয়দিন মাত্র ধৈর্য্য ধরিয়া থাক,—শুভদিন আগত-প্রায়। সেই সর্ব্বমূলাধার মিলনকর্ত্তা, অভাবনীয় উপায়ে আমাদের পিতৃমিলন সংঘটন করিয়া দিবেন।—শ্বশুর মহাশয় নিজেই তাহার পথ পরিষ্কার করিতেছেন।"

বস্তুতঃ, ঠিক তাহাই হইল। বরাহ মনে মনে এক ভীষণ দুরভিসন্ধি আঁটিয়া, মৌখিক যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করিয়া, একদিন প্রতিভা ও মিহিরকে গিয়া বলিলেন, "রাজপ্রসাদে আপনাদের বিদ্যা, যশঃ ও সুখসম্পদের মিলনে প্রকৃতই আমি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছি। অন্যে যা ভাবে ভাবুক,—ইহাতে আমার মনে বিন্দুমাত্র দ্বিভাব নাই। কেননা, ভগবান্ যাহাকে ভাগ্যবান্ করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছেন, লোকের তুচ্ছ দ্বেষ-হিংসাতে তাহার কি যায়-আসে? এখন, একদিন এ দীনের কুটীরে আতিথ্যগ্রহণ করিলে হয় না? আমার শিষ্য-শাখা সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে এ শুভকামনা করে।"

মিহির। সে ত আমাদের পরম ভাগ্যের কথা। আপনার গৃহে অতিথি হইব,—তাহা আমাদের শ্লাঘার বিষয় জানিবেন। কেননা, আপনি মনীষাসম্পন্ন মহাত্মা; জ্যোতির্ব্বিদ্যায় ভারতে অদ্বিতীয়। আপনার একটুকু আদর ও স্নেহ, রাজাধিরাজের এই সহস্র সম্মান অপেক্ষাও মূল্যবান্। বিশেষ আপনি নিজগুণে কৃপা করিয়া, নিজে আসিয়া, এ নিমন্ত্রণ করিয়া যাইতেছেন।

প্রতিভা মুহূর্ত্তকাল নিবিষ্টমনে কি ভাবিয়া বলিলেন, "তবে অনুমতি করুন, আমরা অদ্যই আপনার বাটীতে গিয়া প্রসাদ পাইব।"

বরাহ। মা, এ তোমাদের যোগ্যই কথা। তোমরা যে বিনয় ও শিষ্টাচারের আদর্শস্থানীয়।—জগদীশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

প্রতিভা। আপনার এ আশীর্ব্বাদবাণী যেন সফলা হয়। অদ্যই যেন ইহার প্রত্যক্ষফল আমরা হাতে হাতে দেখিতে পাই।

বরাহ—অতি বড় নিষ্ঠুর ও ঈর্ষান্বিত খল বরাহ, অম্লানবদনে উত্তর দিলেন,—"তাহাই হইবে; বিধি-লিপি অবশ্যই ফলিবে—আমার আশীর্ব্বাদে কি যায়-আসে মা?"

সেইদিনই প্রতিভা ও মিহির, বরাহের বাটীতে আতিথ্যগ্রহণ করিলেন। সশিষ্য বরাহ উভয়কে বিশেষ আদর অভ্যর্থনা করিয়া আহারাদি করাইলেন। সমস্ত দিন শাস্ত্রালাপে ও বিবিধ প্রশ্নোত্তরে কাটিয়া গেল। রাত্রে শয়নকাল উপস্থিত হইলে, বরাহ মিহিরকে বলিলেন,—

"একটি বিষয়ে আপনার অনুমতি চাই। আমার এ গৃহে স্থান অতি অল্প; বিশেষ আপনি সস্ত্রীক;—এখানে আপনাদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। সারাদিন কূট প্রশ্ন মীমাংসার পর একটু সুনিদ্রার প্রয়োজন। যদি অনুমতি করেন, আমার বাটীর সম্মুখস্থ, মহারাজের ঐ প্রাচীন অট্টালিকাতে আপনাদের শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিই।—হাঁ, অট্টালিকাটি কিছু জীর্ণ ও পুরাতন বটে। তা কোন আশঙ্কার কারণ নাই,—ঐ ভাবে আমরা উহা বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি।"

মিহির—সংসার-অনভিজ্ঞ চিরসরল মিহির, সরলভাবে উত্তর দিলেন,—"বেশ ত, আপনি যাহা সুবিধাকর বোধ করিবেন, তাহাই করুন।—আমরা অতিথি,আমাদের মতামত গ্রহণ বাহুল্য মাত্র।"

বরাহ। সে ত বটেই,—সে ত বটেই। তবে কিনা—জীর্ণ অট্টালিকা দেখিয়া আপনাদের মনে ভয়োদ্রেক না হয়।

মিহির একটু হাসিয়া উত্তর করিলেন, "ও জিনিসটা আমরা অনেকবার অনেক রকমে হজম করিয়া ফেলিয়াছি। এখন ভয়, আমাদের দেখিয়া, ভয়ে পলাইয়া যায়।"

সশিষ্য বরাহ, বিশেষ উৎসাহ সহকারে, ঝটিতি, সেই জীর্ণ অট্টালিকামধ্যে প্রতিভা ও মিহিরের শয্যা রচনা করিয়া দিলেন, —বিলম্বে পাছে মত বদ্‌লাইয়া যায়,—পাছে ঘর-চাপা না পড়িয়া, নবাগত জ্যোতির্ব্বিদ্ দম্পতী—সেই নিমন্ত্রিত অতিথিদ্বয়—প্রাণে রক্ষা পায়! অতি-বুদ্ধি হিসাব-নিকাশী পণ্ডিতের এমনই কৌশল!

তা বরাহ মহাশয় ত তাঁহার বুদ্ধির মাপ-কাঠির চালনায়, প্রতিভা ও মিহিরের প্রাণনাশের চেষ্টা করিতে থাকুন,—এদিকে কিন্তু বিধির বিধানে ঘটনা ঘটিল—অন্যরূপ। সেই নিশীথসময়ে—যখন জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই,—চারিদিক্ নীরব ও নিস্তব্ধ, সেই সময়ে, অকস্মাৎ সেই জীর্ণ গৃহমধ্য হইতে, সেই অভূতপূর্ব্ব ধ্বনি, —সেই "পড়ি পড়ি" রব উত্থিত হইল। রবটা ক্রমেই ঘন ঘন হইতে লাগিল। প্রতিভা ও মিহির একাগ্রমনে সেই অলৌকিক রব শুনিতে লাগিলেন। উভয়ে শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। গণনায় যাহা বুঝিলেন, তাহাতে উভয়ে পুলকিত অন্তরে, সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"হাঁ, তবে পড়,—

এই উপযুক্ত সময় হইয়াছে।" এই কথা বলিবামাত্র, গৃহের এক কোণে রত্নবৃষ্টি হইতে লাগিল। রত্নের সে উজ্জ্বল বিমল আভায় সেই অন্ধকার গৃহ যেন আলোকিত হইল। উভয়ে সবিস্ময়ে সেই অলৌকিক দেবলীলা দেখিতে লাগিলেন।

প্রতিভা বলিলেন, "ঠিকই হইয়াছে। মাহেন্দ্রক্ষণে, রাজ-যোগে, এ গৃহ নির্ম্মিত; এ গৃহ-ছাদে কৌশলে যে রত্নরাশি লুক্কায়িত ছিল, আমাদের ভোগের জন্য, তাহা যথাসময়ে, আমাদের সম্মুখেই পতিত হইল। শ্বশুর মহাশয় এ "পড়ি পড়ি" শব্দের ভিন্ন অর্থ করিয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্যও স্বতন্ত্র ছিল।"

উদ্দেশ্য যে কি ছিল, তাহা আর উভয়ের বুঝিতে বাকী রহিল না। মনে মনে তাঁহারা একটু হাসিলেন। বরাহের চিত্ত-দৌর্ব্বল্য, মানুষের ব্যর্থচেষ্টা ও বিধি-লিপির সার্থকতা দেখিয়া, হাসি ন। অন্তরে দৃঢ়রূপে উপলব্ধি করিলেন,—"রাখে কৃষ্ণ, মারে কে?"

দীপ জ্বালিয়া উভয়ে সেই অগণিত দৈবধন দেখিতে লাগিলেন।

প্রতিভা বলিলেন, এইবার "পূজ্যপাদ শ্বশুরদেবের সহিত মিলিত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কল্য প্রাতেই আমরা তাঁহার চরণে স্থান পাইব—আর তিনি আমাদিগকে চরণচ্যুত করিতে পারিবেন না।"

মিহির উত্তর দিলেন,—"হাঁ, তুমি যাহা ভাবিয়াছ,তাই বটে। এইবার বিধি-লিপিতে তাঁহার অটল বিশ্বাস জন্মিবে। আর সেই সঙ্গে তাঁহার মনের অনেক উত্তাপ, অনেক জ্বালা, অনেক সংশয়, চিরদিনের জন্য নিবৃত্তি পাইবে।"

প্রতিভা মনে মনে বলিলেন, "চিরদিনের জন্য ? না, তাহা হইবে না,—তাহা হওয়া অসম্ভব। সংস্কার যে বড় বিষম জিনিস! —ইহা এক-জন্মে যায় না,—জন্মান্তরেও ইহার প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। তবে স্বভাবের একটু পরিবর্ত্তন হয় বটে। তাও আবার সকল সময় নয়।"

প্রকাশ্যে বলিলেন, "দেখিও, পিতার নিকট খুব সাবধানে আত্মপরিচয় দিও,—যেন সে সময়ে কোনরূপ চিত্তচাঞ্চল্য বা মোহ উপস্থিত না হয়।"

মিহির। সে-ও ভগবানের কৃপা।—হায়! যে জন্য সোণার সিংহল জন্মের মত ত্যাগ করিয়া সকলের স্নেহ-মমতা হইতে চির-বঞ্চিত হইয়াছি, ভগবান্ কি আমার সে সাধ পূর্ণ করিবেন না? এই অগণিত ধনরত্নও তুচ্ছ,—যদি পিতা আমায় পুত্র বলিয়া গ্রহণ না করেন!—হে দেবদেব শৈলেশ্বর! আজ এই নিশা অবসানে যেন আমার সুপ্রভাত হয়।—যেন পিতাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে পারিয়া, আমার জন্ম ও জীবন সার্থক করিতে সমর্থ হই। অন্তর্য্যামি, অন্তরের সাধ পূর্ণ করিও।

রাত্রি প্রভাতের আশায়, উভয়ে বিনিদ্র নেত্রে, নানারূপ কথাবার্ত্তায় সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলেন।





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুপ্রভাত। মিহিরের জীবনেরও বটে, আর বরাহের অন্তরেরও বটে। কেন না, কিছুদিন হইতে বরাহের অন্তরটা, নরকের গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। হিংসার আগুনে তিনি নিজে নিজেই পুড়িতেছিলেন।

আজ বড় সাধে, বড় আশায়, প্রভাত হইতে-না-হইতে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। ইষ্টদেবতার স্মরণের পরিবর্ত্তে, ঘর-চাপা পড়িয়া প্রতিভা ও মিহিরের মরণের কথা—সর্ব্বাগ্রে তাঁহার স্মৃতিপথে জাগরূক হইল। আর জাগরূকই বা বলি কেন?—ঐ চিন্তাই তাঁহার জপমালা হইয়াছিল। সারারাত্রি তিনি দুটি চক্ষের পাতা এক করিতে পারেন নাই,—শয্যাকণ্টকী রোগীর ন্যায় শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিয়া কাটাইয়াছেন;—কখন বা কাণ খাড়া করিয়া, একরূপ রুদ্ধশ্বাসে, অতিমাত্র উদ্‌গ্রীব-ভাবে অপেক্ষা করিয়াছেন,—কতক্ষণে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয় প্রাণে মরিবে,—কতক্ষণে সেই জীর্ণ গৃহপতনের শব্দ হইবে!

শেষরাত্রে বরাহ একটুখানি মাত্র তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থাতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার সাধ

মিটিয়াছে, আশা পূর্ণ হইয়াছে,—তাঁহার সেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী—সেই 'ভূঁইফোড়' হতচ্ছাড়া দুটার—জীয়ন্তে সমাধি হইয়াছে!

কিন্তু হায়! একি!—বরাহ আপন শয়নগৃহের গবাক্ষ দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন,—হায়, একি! সময় পাইয়া স্বপ্নও ব্যঙ্গ করিয়া গেল?—কৈ, ঘর ত পড়ে নাই?—ঐ যে, ঠিক্ সটান—সমান ভাবে দাঁড়াইয়া আছে? ঐ যে, ঘরের ভিতর হইতে আলোকরশ্মিও দেখা যাইতেছে? আর ঐ যে, নব-দম্পতীর স্ফূর্ত্তিসূচক অস্ফুট আলাপও কাণে আসিতেছে না?—শিব, শিব!

বরাহ, আর যেন সে বরাহ রহিলেন না,—মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার বিষ-দাঁত, কে যেন ভাঙ্গিয়া দিল,—তিনি ফোক্লা হইয়া, যেন আপন মনে ফ্যা ফ্যা করিতে লাগিলেন!

ক্রমে পূর্ণ প্রভাত হইল। সূর্য্যরশ্মি চারিদিকে ছড়াইয়া-পড়িয়া পেচক-জাতীয় স্ত্রীপুরুষের হাসিমুখ মলিন করিয়া দিল। বরাহই আজ তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান,—তিনি আজ কিছুতেই যেন কোটর ছাড়িতে রাজী নন।—সূর্য্যালোকে চক্ষু ঝলসিয়া দিবে,—না, কাকে মাথায় ঠোকর মারিবে?

কেন এ ভাব, তাহা তিনিই জানেন।

আর জানেন,—প্রতিভা ও মিহির;—ঘর চাপা পড়িয়া মরিবার কথা যাদের। পরন্তু প্রাণে না মরিয়া কপাল-জোরে যারা শয্যায় শুইয়া অগণিত ধন-রত্ন লাভ করিয়া বসিল,—সেই দৈবানুগৃহীত প্রতিভা ও মিহির।

বরাহের আর ক্ষোভের সীমা রহিল না।

ক্ষোভ অপেক্ষা আজ অপ্রতিভের ভাবটাই যেন অধিক।—আপনার কাছে আপনি অপ্রতিভ হওয়া, বুদ্ধিমানের পক্ষে বড়

কঠিন দণ্ড।—প্রায় অর্দ্ধদণ্ডকাল বরাহ আর ঘরের বাহির হইতে পারিলেন না।—অসুস্থতার ভাণ করিয়া, শয্যায় শুইয়া গোঁয়াইতে লাগিলেন।

কিন্তু কপালদোষে, এই গোঁয়াইবার তৃপ্তিটুকুও তিনি অধিকক্ষণ ভোগ করিতে পারিলেন না,—এক শিষ্য আসিয়া সংবাদ দিল,—"প্রভু, গাত্রোত্থান করুন,—অতিথিদ্বয় আপনারই এখানে আসিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।"

মুখ ভেঙ্গাইয়া, বিকৃতস্বরে বরাহ বলিয়া উঠিলেন,—"কি সুখের সংবাদই দিতে এলেন!—বেকুব, অর্ব্বাচীন, নরাধম!—তোর কোন পুরুষে কিছু হবে না।—কেন আর মিছে?—ও পাঁজী-পুঁথি পুড়িয়ে ঘরে যা!"

শিষ্য বেচারী, সেই মধুর প্রভাতে, শ্রীগুরুদেব-মুখপঙ্কজ-নিঃসৃত অমৃতময় আশীর্ব্বাদ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, সহসা কেমন থত-মত খাইয়া, জোড়-হস্তে 'আজ্ঞে আজ্ঞে' করিতে লাগিল;—সে ত প্রভুর মনোগত ভাব কিছুই অবগত নয়!—আচার্য্য-প্রভু আবার তাড়া দিয়া বলিলেন,—"আর তোর্ 'আজ্ঞে আজ্ঞে' কর্‌তে হবে না.—আমার সুমুখ থেকে স'রে যা।"

অগত্যা সেই শিষ্য-বেচারী ম্লানমুখে তথা হইতে প্রস্থানোদ্যত হইল। এমন সময় দ্বিতীয় শিষ্য, সেই গৃহে আসিয়া, প্রভুর সেই বীর-বীভৎস রসে, কিঞ্চিৎ অদ্ভুত-বিস্ময়-রসের যোজনা করিয়া বলিল, "দেব, অলৌকিক ব্যাপার,—অভূতপূর্ব্ব ঘটনা! আপনার যে কুঁড়ে, সেই কুঁড়েই রহিল,—আর আপনার সেই সেধে-আনা অতিথিদ্বয় রাতারাতি বড়মানুষ হ'য়ে গেল!—কপাল,—গুরুদেব, কপাল!"

এই দ্বিতীয় শিষ্যটি—চৌকস ; ইশারায় সব বলিতে ও বুঝিতে পারে ; প্রভুর মনোভাবও কিছু কিছু অবগত ছিল।

শ্রীগুরু বরাহ মহাশয় তখন শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া, ব্যাপারখানা কি, আদ্যোপান্ত শুনিলেন। শুনিয়া তাঁহার মুখ চোখ—সহসা কেমন যেন সব চুপ্‌সিয়া বসিয়া গেল। কেবলমাত্র একটু 'হুঁ' বলিয়া খুব জোরে তিনি একটি নিশ্বাস ফেলিলেন।

তারপর যেন সেই প্রথম শিষ্যের প্রতি একটু সদয় হইয়া, তাহার পানে চাহিয়া, একটু অনুগ্রহের হাসি হাসিয়া, ধীরে ধীরে বলিলেন, "কি জানো শীতলপ্রসাদ, আমি আগে থেকেই এর মর্ম্ম বুঝেছি। এমনি যে কিছু একটা অঘটন ঘ'টবে, তা আমি জান্‌তেম।—তা রাজবাড়ীই খবর দিই,—রাজা থেকে, ও-ধন যে পাবার, পাক্।—আমার কি ? আমরা পাঁজী-পুঁথি নিয়ে থাকি,—ধনের ধার কি ধারি বল ? বিশেষ, অর্থই সকল অনর্থের মূল—কি বল নীলকণ্ঠ ?"

দ্বিতীয়শিষ্য—সেই নীলকণ্ঠ শর্ম্মাটি যেন তোতা-পাখীর মত আওড়াইলেন,—"তা বৈ কি প্রভু ! ও বিষ যার ঘরে যায়, সেই মরে।—দিনটা কত পরে দেখুন না, এই বিষ খেয়ে কেমন ঐ হতচ্ছাড়ারা রসাতলে যায় !"

একটু অন্যমনস্কভাবে 'হুঁ' বলিয়া, বরাহ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, আন্দাজ কত ধন-রত্ন হবে ?"

দ্বিতীয় শিষ্য—সেই সমজদার নীলকণ্ঠ বলিলেন, "তা প্রভু অনেক,—লক্ষ মুদ্রার ত কম নয়ই——"

বরাহ। (চমকিয়া) বেশীও হতে পারে ?

নীলকণ্ঠ। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) আজ্ঞে হাঁ, তা পারে প্রভু,

পারে।—ওঃ! সে কি কম,—ঘরের একটা কোণ যেন বোঝাই হ'য়ে গেছে!

বরাহ। বটে? (স্বগত) উঃ! কি কপাল-জোর!—রাতারাতি লক্ষপতি হ'য়ে গেল?—এদের আমি প্রাণে মার্‌তে গেছ্‌লুম?—ভ্রান্তি, ভ্রান্তি, মহাভ্রান্তি!—হাঁ, এখন বোধ হ'চ্ছে, ঘরটা মাহেন্দ্রক্ষণে—রাজযোগে নির্ম্মিত হ'য়েছিল; তাই অলক্ষিত দৈবধন "পড়ি পড়ি" ক'রতো।—যার বরাত খুলেছে, সেই পেলে।—আমার আঁকু-পাকু করাই সার হ'লো।

প্রভুকে আবার অন্যমনস্ক দেখিয়া, সেই উপযুক্ত শিষ্য নীলকণ্ঠ শর্ম্মা, মনে মনে ভাবিলেন, "যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে প্রভু আমার সহজ অবস্থায় থাকিলে বাঁচি! বিশেষ এই বয়স, আর এই তিরিক্ষে মেজাজ।—এই যে, নাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে চাঁদপানা যুগলমূর্ত্তি এই দিকেই আস্‌ছেন।—প্রভু আমার আহ্লাদে দম্ আট্‌কে ম'রে যাবেন আর কি!"

প্রকাশ্যে অতি ব্যগ্রভাবে বলিল, "আস্‌তে আজ্ঞা হয়, আস্‌তে আজ্ঞা হয়।—আজ আপনাদেরও সুপ্রভাত, আমাদেরও সুপ্রভাত।—অতিথিসেবার পুণ্য অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে, গুরুগৃহে বসিয়া, লক্ষপতিরূপে পুনরায় আপনাদের দর্শন পাইলাম।—গুরুদেবের শরীরটা কিঞ্চিৎ অসুস্থ আছে; তাই নিজে গিয়া আপনাদের আদর-অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে পারেন নাই। শুভ সংবাদ সব পাইয়াছেন। আমরা এই আপনাদের আগাইয়া আনিব—মনে করিতেছিলাম।—তারপর, কল্য রাত্রিতে, বিশ্রামের ত কোন ব্যাঘাত হয় নাই?—বেশ সুনিদ্রা হইয়াছিল?"

নীলকণ্ঠ শর্ম্মা—ঠিক যেন আধুনিক একটি 'সবলোট'।—এক

নিশ্বাসেই একেবারে সকল প্রশ্ন,—আদর-আপ্যায়ন, শিষ্টাচার, ভব্যতা—সমস্তই সারিয়া ফেলিলেন। দেখিয়া, গুরু মনে মনে ভারি খুসি হইলেন। এই অংশে, গুরুশিষ্যে মিলিয়াছিল ভাল।

প্রতিভা ও মিহির, ভক্তিভরে বরাহকে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে উপবেশন করিলেন। বরাহও যেন কিঞ্চিৎ জড়সড় হইয়া তাঁহাদিগকে উঠাইয়া বসাইতে গেলেন। মিহির ভক্তিগদ-গদ কণ্ঠে বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এই ভাবে—এই স্থানে চিরদিন বসিতে পাই।"

"না, না, সে কি! আপনারা দেশমান্য,—স্বয়ং দেশাধিপতিরও আদরণীয়;—এখানে এমন ভাবে আপনাদের বসা শোভন হয় না।"—বরাহ এইরূপ বলিতে বলিতে স্বয়ং নিম্নে আসিয়া উপ-বেশন করিলেন।

পরে পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"প্রকৃতই আপনারা পরম ভাগ্যবান্! একাধারে এরূপ ভাগ্য ও পৌরুষের যোগ—দেখা ত দূরের কথা,—কুত্রাপি শুনিও নাই। তদুপরি দৈবেরও বিশেষ কৃপা আছে। দৈবকৃপা ভিন্ন কি এরূপ অগণিত দৈবধন কেহ লাভ করিতে পারে?—সত্যই আপনাদের দর্শনে পুণ্য আছে।"

মিহির যথেষ্ট সঙ্কুচিত হইয়া বিনয়নম্রবচনে বলিলেন, "মহাত্মন্! এরূপ গৌরবখ্যাপন করিয়া আমাদের অকল্যাণ করিবেন না,—আমরা প্রকৃতই আপনার আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী—স্নেহের কামনা করি।—আমাদিগকে সন্তানতুল্য ভাবিবেন।"

কি জানি কেন, বরাহ এবার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। মিহির তাহা লক্ষ্য করিলেন। নিশ্বাসটি মর্ম্মভেদ করিয়া উত্থিত হইল, বোধ হইল।

মিহির পুনরায় বলিলেন, "কল্যকার রাত্রির ঘটনা সমস্ত শুনিয়াছেন। অলৌকিক ঘটনা,—দেব-লীলা,—আমাদের শয়ন-গৃহে রত্নবৃষ্টি,—মানববুদ্ধির অগম্য। যাই হউক, এ সকলের মূলাধার আপনি,—আপনি এ অগণিত ধনরত্ন গ্রহণ করুন।"

বরাহ। সে কি! তাও কি হয়? পরম ভাগ্যবান্ আপনারা,—উহা আপনাদেরই। কথায় বলে, 'ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়'—এ ক্ষেত্রে আপনারাই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।—আমি ও ধন গ্রহণ করিব কেন?

মহির। কেন করিবেন না? ন্যায়ত, এই ধন, আপনারই প্রাপ্য।

বরাহ একটু হাসিয়া বলিলেন, "কিসে?—কেমন করিয়া? আর আমি ঐ অগণিত ধনরাশি লইয়া কি করিব?—কার ভোগে দিব?"

মিহির এবার চোখ দুটি ভূমিপানে নত করিয়া একটু আর্দ্রস্বরে বলিলেন, "কেন, আপনার কি কোন সন্তান সন্ততি নাই?"

বরাহ—তিনিও ভূমিপানে মুখ নত করিয়া, গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না।"

মি। সন্তানসন্ততি নাই,—আর কেহও কি নাই?

ব। না।

মি। কেহ নাই?

ব। না।

মি। ক্ষমা করিবেন,—জিজ্ঞাসা করিতেছি, সন্তান-সন্ততি হইয়াছিল,—না, আপনি চিরদিন নিঃসন্তান?

কি জানি কেন, এবার বরাহ, বড় কোমল দৃষ্টিতে, মিহিরের মুখপানে চাহিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিলেন।

শিষ্যদ্বয় কি ভাবিয়া, তথা হইতে চলিয়া গেল। এমন সব কথাবার্ত্তার সময়, তাহারা গুরুর নিকট থাকিত না,—থাকিতে সাহস করিত না।

বরাহ বলিলেন, "সে অনেক কথা। কিন্তু ইহাতে আপনার প্রয়োজন কি?"

মিহির একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, "একটু প্রয়োজন আছে। যদি আপত্তি না থাকে, কৃপা করিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দান করুন আপনার কোন সন্তানাদি হইয়াছিল,—না, চিরদিন আপনি নিঃসন্তান?"

বরাহ পুনরায় পূর্ব্ববৎ একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "একটি অল্পায়ু পুত্রসন্তান হইয়াছিল।"

মি। সে সন্তান গত হইয়াছে?

বরাহ একটু ভাবিয়া উত্তর দিলেন,—"হাঁ, তা বৈ কি? দশ বৎসর মাত্র তাহার আয়ু ছিল,—দীর্ঘকাল সে কালসাগরে লীন হইয়াছে।"

মি। মহাশয়, ক্ষমা করিবেন,—অতি অপ্রিয় কাহিনী হইলেও জিজ্ঞাসা করি,—আপনি স্বয়ং স্বচক্ষে কি সেই পুত্রের মৃত্যু দর্শন করিয়াছেন?

এবার সেই বয়োবৃদ্ধ—অতি কঠোর জ্যোতির্ব্বিদের নয়নকোণে এক বিন্দু জল দেখা দিল। কৌশলে সেই জলবিন্দু মুছিয়া, আর্দ্রস্বরে তিনি বলিলেন,—

"না তা করি নাই,—তবে গণনা করিয়া আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, মাত্র দশ বৎসর, সেই অভাগার আয়ু ছিল।"

মিহির একটু স্তব্ধ থাকিয়া, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর?—সেই পুত্র কিরূপে জীবলীলা শেষ করিল?"

ব। সে সংবাদ আমি অবগত নই।—কিন্তু আপনি এত তন্ন তন্ন করিয়া, কেন সেই অতীতের বিষাদ-কাহিনীর উল্লেখ করিতেছেন?

মি। সে জন্য মহাশয়ের নিকট পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করি।—বলিয়াছি ত, ইহাতে আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে?—আপনার সেই পুত্র কিরূপে গতাসু হইয়াছেন—আপনি অবগত নন,—কেবলমাত্র গণনায় নির্ভর করিয়া বলিতেছেন,—তাহার আয়ু দশবর্ষ মাত্র ছিল?

ব। হাঁ, আমি একাদিক্রমে বহুবার এই গণনা করিয়া, ছিলাম; পুনঃ পুনঃ একই ফল দাঁড়াইল দেখিয়া, মনের আক্ষেপে, তাহাকে নদীজলে ভাসাইয়া দিয়াছিলাম।

মি। কি বলিলেন, নদীজলে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন? স্বহস্তে সন্তান বধ করিয়াছিলেন?

বরাহ মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "বধ করি নাই,—তবে সে বধ করারি মধ্যে।"

মি। কথাটা কৃপা করিয়া খুলিয়া বলিবেন কি?

ব। তাহার প্রাণরক্ষার উপযোগী একটি তাম্রপাত্রে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া, খরস্রোতা সিপ্রানদীতে ভাসাইয়া দিয়াছিলাম।

মি। সিপ্রানদীতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন?—হায়, কেন এরূপ করিয়াছিলেন?

"কেন করিয়াছিলাম, তাহা তোমায় কি বলিব, বালক ?—"

সহসা নদীর বাঁধ ভাঙ্গিলে, যেমন হু হু করিয়া জলস্রোত প্রবাহিত হয়, মিহিরের এই প্রশ্নে, বরাহের হৃদয়-কবাটও সেইরূপ ভাঙ্গিয়া গেল। মুক্তকণ্ঠে বরাহ বলিতে লাগিলেন,—

"কেন করিয়াছিলাম, তাহা তোমায় কি বলিব বালক ? তুমি কি শ্মশানে, শব-চুল্লীতে, কাহাকে সজ্ঞানে পুড়িতে দেখিয়াছ ? পুড়িতেছে, ধীকি ধীকি অশ্রান্তভাবে পুড়িতেছে,— কিন্তু তখনো প্রাণে প্রাণে জীবিত, এ-হেন অভাগা—কাহাকে কখন কি দেখিয়াছ ? যদি দেখিয়া থাক, তবে বুঝিবে, ভাগ্য-দোষে এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, কি দুঃসহ দুঃখানল বুকে বহন করিয়া, আজিও বাঁচিয়া আছে !—কেন করিয়াছিলাম ?—ভ্রান্তি, গ্রহ, দুর্দ্দৈব,—আমার নিষ্ঠুর ভবিতব্য ! কিন্তু থাক্, আর ও-কথা তুলিও না বালক ! স্মরণেও হয়ত এ বুক বিদীর্ণ হইয়া যাইবে,— তোমায় নিমিত্তের ভাগী হইতে হইবে।"

ক্ষণকাল উভয়েই নীরব, উভয়ের চক্ষু বাষ্পপূর্ণ ;—প্রতিভার চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল।

আন্তরিক সহানুভূতির অমৃতশীতল কণ্ঠে প্রতিভা বলিলেন, "আমার একটি কথা জানিবার আছে। অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, বিশেষ কৌতূহল বশতই জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনার ঐ শিশু কোন্ লগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ?"

বরাহ লগ্নের কথা বলিলেন।

প্রতিভা ভূমিতে দুই চারিটি রেখাপাত করিয়া, তৎক্ষণাৎ একটি গণনা করিলেন, প্রফুল্ল দৃষ্টিতে বরাহের পানে চাহিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি, একবার এই অঙ্কের সমষ্টিটি ?"

বরাহ একটু বিরক্তির সহিত উত্তর দিলেন,—"ও আর নূতন কি দেখিব ?—আমার দেখা আছে।"

প্র। তবু,—একবার দেখুন।

ব। আয়ু স্থানে দশ ত মিলিয়াছে,—উহা আর দেখিব কি ?

মিহির সেই অঙ্কের সমষ্টিটি দেখিয়া, উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন,—"না, না, দশ ত নয়,—দেখুন দেখি ?"

ব। দশ নয়,—তবে কি আরো কম ?

মি। কৃপা করিয়া আপনি নিজে একবার দেখুন।

তখন বরাহ অগত্যা, নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত সেই অঙ্কের সমষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দৃষ্টি মাত্রেই চমকিত হইয়া উঠিলেন।—একি! দশ ত নয়,—এ যে শত ? একেবারে দশগুণ অধিক ?——শত স্থানে দশ গণনা ?

"অসম্ভব!—তাও কি হয় ? আমি কি এমনি ভ্রান্ত যে, যোগে এই বিষম ভুল করিয়াছি ?——শোকাতুর বৃদ্ধকে পাইয়া তোমরা ব্যঙ্গ করিতেছ নাকি ?"

মি। কি বলিলেন,—ব্যঙ্গ ? আমরা কি এমনি নরাধম যে, এই বিষয় লইয়া আপনার সহিত ব্যঙ্গ করিব ? কৃপা করিয়া আপনি নিজেই এই অঙ্কের সমষ্টিটি একবার যোগ দিয়া দেখুন।

বরাহ তখন একটু শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ধীরভাবে সেই গণনা ও রাশিচক্রটি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। একাদিক্রমে তিন চারিবার বিশেষ নিবিষ্টচিত্তে তাহা দেখিলেন। দেখিয়া স্তম্ভিত, বিস্মিত ও মর্ম্মে মর্ম্মে আহত হইলেন।—"হায়, একি! আমি কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি ? কি করিতে কি করিয়াছি ?—ওঃ! মতিচ্ছন্ন,—মতিচ্ছন্ন,—মহাভ্রান্তি!—উঃ! প্রাণ যে যায়!

—দেখ, যদি তোমরা সুহৃদ্ হও,—এই মুহূর্ত্তেই আমাকে মারিয়া ফেল,—নচেৎ আমি আত্মহত্যা করিয়া এ জ্বালা জুড়াইব!—সে মহাপাতক তোমাদিগকে চক্ষে দেখিতে হইবে।"

শোকোন্মত্ত বরাহ আপন হাত আপনি দংশন করিতে লাগিলেন, মস্তকের কেশরাশি উৎপাটন করিতে সচেষ্ট হইলেন,—তাঁহার সেই তীক্ষ্ণ চক্ষু দুটা যেন ঠিক্‌রিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল। বৃদ্ধের সেই মূর্ত্তি বড় ভীষণ—ভয়ানক ভাব ধারণ করিল।

প্রতিভা ও মিহির সান্ত্বনাপূর্ব্বক বরাহকে বলিলেন, "মহাত্মন্! শান্ত হউন, ধৈর্য্যধারণ করুন, মুহূর্ত্তকাল একটু স্থির হইয়া বসুন।"

বরাহ। আর স্থির হইয়া বসুন!—প্রস্তর অপেক্ষাও কঠিন বলিয়া, এখনো এ প্রাণ স্থির হইয়া আছে! হায়, এ পুত্রহন্তা মহাপাপীর মস্তকে এখনো বজ্রাঘাত হইল না?

মিহির। মিনতি করি, আপনি একটু শান্ত হউন। আপনি বিজ্ঞ, জ্ঞানী ও বহুদর্শী,—যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে,—এখন অনুশোচনায় কোন ফল নাই। কিন্তু মহাত্মন! একেবারে নিরাশ হইতেছেন কেন? আপনি ত জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস করেন? ভাগ্যফল ও বিধিলিপিতে ত অটল আস্থা আছে? যদি তা হয়, তবে বৃথা শোকে আকুল হন কেন? আপনার সে পুত্র অবশ্যই জীবিত আছেন,—আয়ু্ থাকিতে মৃত্যু হয় কি?

"হাঁ, তাও ত বটে।"—এতক্ষণে যেন বরাহের হুঁস হইল। মনে মনে বলিলেন, "হাঁ, তাও ত বটে! আয়ুর ঘরে যখন শতবর্ষ হইল, তখন,—সেই নদীর জলেই ভাসাইয়া দিই, আর সমুদ্রেই

নিক্ষেপ করি,—কিছুতেই ত সে শিশুর মার্ নাই?—নিশ্চয় সে প্রাণপুত্তলী জীবিত আছে।—এতদিনে কত বড়টি হইয়াছে! কিন্তু এ নরাধম নিষ্ঠুর পিতার ভাগ্যে, কি সে হারানিধি আর মিলিবে? দৈব কি সদয় হইয়া অভাবনীয়রূপে পিতাপুত্রের মিলন সংঘটন করিয়া দিবেন? হায়, কি বিষম আমার গণনা-বিদ্যা!—এই বিদ্যার আবার এত অহঙ্কার? একটু বিন্দুর বিলোপে, এই ভীষণ সর্ব্বনাশ? সামান্য যোগে এই ভীষণ ভুল? ধিক্ আমার পাণ্ডিত্যে,—ততোধিক আমার বিদ্যাভিমানে!"

গম্ভীরমূর্ত্তি বরাহ, অতি গম্ভীর মনে,—এই সকল কথা ভাবিতেছেন, আর ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, আপন অবিমৃষ্য-কারিতায় ধিক্কার করিতেছেন। মিহির সেইরূপ সহানুভূতিসূচক কণ্ঠে পুনরায় বলিলেন,—"কি ভাবিতেছেন? আপনার পুত্র জীবিত আছে,—বিশ্বাস করেন কি?"

বরাহ—অনুতাপানলে সদ্যোদগ্ধ বরাহ, একটি মর্ম্মচ্ছেদকর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "শাস্ত্র যদি সত্য হয়,—গুরু-উপদেশ যদি অভ্রান্ত হয়,—দৈব-মাহাত্ম্য যদি বিশ্বাস করি,—তবে কোন মূর্খ বলিবে যে, আমার পুত্র জীবিত নাই? জীবিত আছে;—আমার এই দ্রুতগতি রক্তসঞ্চালনের ন্যায়,—এই স্পন্দনরহিত চক্ষের দৃষ্টির ন্যায়,—এই মর্ম্মভেদী অনুতাপ-বাক্যের ন্যায়, সুনিশ্চিত জীবিত আছে;—কিন্তু——"

মি। কিন্তু কি?

ব। কিন্তু, হায়! সে হারানিধি, কি আর মিলিবে? সে নিধি কি আর আমি বক্ষে ধারণ করিতে পারিব? পিতা বলিয়া কি সে আয়ুষ্মান্ সন্তান ইহজন্মে আমার প্রাণ সুশীতল করিবে?

মি। যদি করে,—আপনি তাহাকে পায়ে রাখিবেন ?

ব। পায়ে রাখিব ?—তাহাকে এই এমনি করিয়া বুকে রাখিব! (বৃদ্ধ আবেগভরে সত্য সত্যই মিহিরকে কোলে টানিয়া লইলেন)—এমনি করিয়া তাহার শিরশ্চুম্বন করিয়া সন্তান-বাৎসল্যের সাধ মিটাইব!—আর—আর এমনি করিয়া তার বামে, এমনি মোহিনী প্রতিমা বসাইয়া, সংসারে নন্দন-কাননের প্রতিষ্ঠা করিব,—আমার মনুষ্যজন্ম সফল হইবে!—কিন্তু, কে তুমি বালক ?—বার বার আমাকে মমতার বন্ধনে বদ্ধ করিতেছ ?—একি! আমি পাগল হইলাম নাকি ? মা, তুমি আমায় ক্ষমা কর ;—সহৃদয় যুবক, তুমিও এই পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধের মনের অবস্থা স্মরণ করিয়া, তাহার এ উন্মত্ততা মার্জ্জনা কর।

চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে এবার অতি আবেগভরে, উচ্চৈঃস্বরে, মিহির বলিয়া উঠিলেন,—"না, ইহা উন্মত্ততা নয় ;—জ্যোতিষ-জগতের অধীশ্বর, নবরত্নসভার উজ্জ্বল রত্ন, মহামতি বরাহের অনুমান—কল্পনাপ্রসূত হইতে পারে না। পিতা, জন্মদাতা,—আমার ইহজগতের প্রত্যক্ষ ঈশ্বর!—চরণাশ্রিত সন্তানকে আর চরণচ্যুত করিবেন না।"

"মিহির, বাপ আমার! সত্যই তুমি——"

"সত্যই আমি আপনার সেই পরিত্যক্ত শিশু! নদীজলে ভাসিতে ভাসিতে এ-জীব সুদূর সিংহলে উপনীত হইয়াছিল। সিংহলেশ্বর মহাত্মা চন্দ্রচূড়ের দয়ায় রক্ষিত, পালিত ও মিহির নামে আখ্যাত হইয়াছে। আর এই আপনার পুত্রবধূ—সিংহলেশ্বর-নন্দিনী, জ্যোতির্ব্বিদ্যা-গরীয়সী, বিদ্যাবতী ক্ষমা।—

পিতা, পিতা, পুত্র ও পুত্রবধূকে পদধূলি দিন,—শুভাশীর্ব্বাদে তাহাদের তাপিত প্রাণ শীতল করুন!”

“এঁ্যা! একি! সত্যই আমি জাগরিত, না—নিদ্রাবশে স্বপ্ন দেখিতেছি? হে দেব-দেব! আমায় রক্ষা কর, এ বৃদ্ধ বয়সে যেন পাগল না হই।”—বরাহ ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিলেন।

মিহির পুনরায় সেই স্বরে বলিলেন, “দেবদেবই রক্ষা করিয়াছেন,—সত্যই আপনার পুত্র ও পুত্রবধূ, সেই দেবদেবের দয়ায়, শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, আপনার সহিত মিলিত হইয়াছে —আপনি অপ্রকৃতিস্থ হইবেন কেন? হায়, আজ যদি মা থাকিতেন?—এই সঙ্গে যদি আমি সেই মহাদেবীর চরণ বন্দনা করিতে পারিতাম?”

পিতা পুত্রের এই অভাবনীয় আনন্দ-মিলনে, চারিদিক্ আনন্দময় হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে এই শুভসংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইল। বরাহ, পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “বাপ আমার, আজ আমার জীবনের সুপ্রভাত।—এমন প্রভাত এ বৃদ্ধের জীবনে, আর কখন উদিত হয় নাই।—মা, সতীকুল-লক্ষ্মী! তোমার পুণ্যেই, আজ এ অনুপম মাধুর্য্য উপভোগ করিলাম।—চিরায়ুষ্মতী হও সতি!”

প্র। পিতঃ! আপনার এ আশীর্ব্বাদ কি ফলিবে?—বিধাতার ইচ্ছা কি এইরূপ হইবে?

ব। মা, এ আনন্দময় শুভমুহূর্ত্তে, কেন এ নিরাশার বাণী শুনাও? যাহা ভবিতব্য, তাহা অবশ্যই ঘটিবে।

বরাহ সর্ব্বাগ্রে সেই শীতলপ্রসাদ নামক শিষ্যটিকে মিষ্ট-বচনে তুষ্ট করিলেন;—এই বেচারাই, এই কিছু পূর্ব্বে সেই

রত্নবৃষ্টির সংবাদ দিতে গিয়া, গুরু-মুখে সেই মধুর স্বস্তিবচন শুনিয়াছিল!

এদিকে সেই 'সবলোট' নীলকণ্ঠ শর্ম্মা, দেখিয়া শুনিয়া ত একেবারে অবাক!—"এঁ্যা, এই নবাগত জ্যোতির্ব্বিদ্-দম্পতী,—এই সদ্যো লক্ষপতি, দরিদ্র বরাহের পুত্র ও পুত্রবধূ?—হরি হে! তোমার লীলা বুঝা ভার!" এমন অবস্থায় নীলকণ্ঠ শর্ম্মার সুখ কি শোক, হর্ষ কি বিষাদ, তাহা অভিজ্ঞ পাঠকই বুঝিবেন।

অভাবনীয় সুসংবাদ শ্রবণে, স্বয়ং রাজা বিক্রমাদিত্য—বরাহের বাটীতে আগমন করিলেন। আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা অবগত হইয়া তিনি বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। বলিলেন,—"এমন দৈববলসম্পন্ন দম্পতীর সকল কার্য্যই যে দৈববলে সম্পন্ন হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? জীর্ণগৃহে রত্ন বৃষ্টি,—ইহাও সেই দৈবের কৃপা। ভাগ্যবান্ দম্পতী আপনাদের প্রাক্তন-ফলেই, বিনা চেষ্টায় এই দৈবধন আহরণ করিয়া লইলেন। এমনি হয়,—এমনি হওয়াই স্বাভাবিক। আমরা অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিতে গিয়া অন্ধকার দেখি মাত্র।"

পরে বরাহের পানে চাহিয়া বলিলেন,—"পণ্ডিতবর, যে অমূল্য রত্নযুগল আপনার গৃহে রহিল, তাহার তুলনায়, এই অগণিত ধনরত্ন অতি তুচ্ছ জানিবেন। আপনি চিরদিন এই পুণ্যশীল দম্পতীর মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন,—আমার এইমাত্র অনুরোধ।"

বরাহ অতিমাত্র উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "রাজ-আদেশ যেন আমি ঈশ্বরের অনুজ্ঞা ভাবিয়া পালন করিতে পারি।"

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড।





তৃতীয় খণ্ড।

প্রতিভার পরিণাম।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

কিছু দিন, বরাহের বড় সুখে কাটিল। কিছুদিন, সত্য সত্যই তিনি, সংসারে নন্দনকাননের রচনা করিলেন। কোন অভাবে, কোন তাড়নায়, তাঁহার স্নিগ্ধসরস অন্তর অপ্রফুল্ল হইল না। মনে যত আশা ছিল, জীবনে যত সাধ পোষণ করিয়াছিলেন, প্রচুর অর্থসাহায্যে, তাহা পূরণ করিতে লাগিলেন। ইহার উপর গুণবান্ কৃতী পুত্র, গুণবতী বিদুষী পুত্রবধূ, অনুগত দাস দাসী, পোষ্য আত্ম-পরিজন,—সংসারী লোক যাহা লইয়া সুখী হয়, বরাহ পূর্ণমাত্রায় তাহা উপভোগ করিতে

লাগিলেন। তদুপরি রাজাধিরাজের অশেষ অনুগ্রহ, দেশব্যাপী সম্মান, স্তুতিবাদকের স্তুতিগান,—বরাহ মনে করিলেন, "হায়! জগতে যদি জরা, ব্যাধি, মৃত্যু না থাকিত? এত শীঘ্র যদি না এ জীবন-নদীতে ভাঁটা পড়িত? —কে বলে মনুষ্য-জীবন দুঃখময়?"

এখন আর সে বরাহ নাই। সেই রুক্ষ, কঠোর, কোপন-প্রকৃতি বরাহ, যেন যাদুমন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়াছেন! সেই অশ্রান্ত শাস্ত্রানুশীলন—শাস্ত্রপাঠ, সেই অঙ্কগণনা-সঙ্কেতের নূতন পন্থা উদ্ভাবন-চেষ্টা, সেই শিষ্যশাখা লইয়া কূট বিষয়ের বাদানুবাদ,—পণ্ডিতবর বরাহের সে সবই যেন উল্‌টিয়া গিয়াছে। এখন তাঁহার ত্যাগের স্থানে ভোগ আসিয়াছে। সংযমের স্থান, বিলাস আসিয়া অধিকার করিয়াছে। বিদ্যাব্যবসায়ী, নিবৃত্তি মার্গাবলম্বী, আজ ভোগী বিষয়ী হইয়া প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিতেছেন।

কেন এমন হইল? কিসে এমন হইল? কোন্ ইন্দ্রজাল বরাহের সে পাণ্ডিত্য হরণ করিল?

উত্তর অতি সহজ। পাঠক আপনা হইতেই ইহার উত্তর পাইবেন।

এই জন্যই পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ দরিদ্র হন। এই জন্যই বিদ্যাস্থানে অর্থসমাগম, ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। বরাহ আজ সেই আশাতীত—স্বপ্নাতীত অর্থ-স্রোতে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন।

শুধু কি এই অর্থ? ইহার উপর আবার সেই আয়ুষ্মান্ যশস্বী পুত্র,—সেই সাগরগর্ভ হইতে উত্থিত অমূল্যরত্ন, সেই হারাণ-মাণিক,—আর এক দুর্লভ পারিজাত কুসুমসহ, তাঁহার গৃহে শোভমান;—দরিদ্র বরাহ তাল ঠিক্ রাখিতে পারিলেন না।

তাল ঠিক রাখিতে পারিলেন না,—মনে অহমিকা জন্মিল।

বড় বিষম, সাংঘাতিক অহমিকা জন্মিল। অহমিকা হইতে মোহ, মোহ হইতে মাৎসর্য্য, মাৎসর্য্য হইতে আত্মপ্রবঞ্চনা,—একে একে সকল দুর্জ্জয় দুরন্ত অরি, তাঁহার আশে পাশে ঘিরিয়া বসিল। মনে মনে তিনি আপনাকে দুনিয়ার সম্রাট স্থির করিলেন। এইরূপে অধঃপতনের চরমসীমায় উন্নীত হইলেন।

অধ্যয়ন অধ্যাপনা, জ্যোতিঃশাস্ত্রের অনুশীলন ও প্রচার, তাঁহার আর ভাল লাগিল না। নাম মাত্র দুই চারি জন শিষ্য-শাখা দিয়া, তিনি এই দুরূহ কাজ চালাইতে লাগিলেন। একে বয়োধর্ম্মে জ্ঞানের স্বাভাবিক শিথিলতা, তদুপরি চর্চ্চার অভাব—বরাহের সে বিদ্যার ধারে ক্রমে মরিচা পড়িতে লাগিল। পরন্তু এই বরাহই একদিন শাস্ত্রচর্চ্চার ব্যাঘাত হইবে ভাবিয়া স্বহস্তে আপন সন্তানকে নদীজলে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন!—হায়, ভোগবিলাস!

তীক্ষ্ণদর্শী রাজা বরাহের এই অধঃপতন লক্ষ্য করিলেন। প্রবৃত্তি-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া সেই জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত, ক্রমেই অলস, অকর্ম্মণ্য ও নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িতেছেন;—শাস্ত্রচর্চ্চা, শাস্ত্রীয় বিচার, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, ক্রমেই তাঁহার বিলুপ্ত হইতেছে;—উজ্জয়িনীর কীর্ত্তিকেতন, নবরত্নের সমুজ্জ্বল সভার সেই সমুজ্জ্বলতর জ্যোতির্ব্বিদ্-ভাস্করের স্থানে একটি পুত্তলিকা বিরাজ করিতেছে,—অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতগণ তাহা লইয়া কাণাকাণি করিতেছেন,—এইরূপ এবং আরও অনেকরূপ ভাব—বিচক্ষণ বিক্রমাদিত্য উপলব্ধি করিলেন। সুতরাং বরাহের প্রতি তাঁহার সেই প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সম্মান, ক্রমেই তিরোহিত হইল।

এদিকে প্রতিভা ও মিহির, উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া, পূর্ণোদ্যমে

ও অতুল উৎসাহে, জ্যোতিঃশাস্ত্রের আলোচনায় মনোনিবেশ করিলেন। খগোল, ভূগোল, ও নানাবিধ অঙ্ক-গণনা সঙ্কেতে, দেশমধ্যে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের নামে লোকে জয়-জয়কার করিতে লাগিল। দেশদেশান্তর হইতে লোকসমূহ আসিয়া, তাঁহাদের ছাত্র ও শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে লাগিল। জ্যোতিঃশাস্ত্রের নানাবিধ অভিনব জ্ঞান ও অভিনব তত্ত্বে, ক্রমে তাঁহারা সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

গুণগ্রাহী, গুণবান্ রাজা ইহাও লক্ষ্য করিলেন। ভাবিলেন, ইহাঁদের পতিপত্নীর একজনকে, তাঁহার নবরত্নের সভায়, বরাহের স্থানে নিযুক্ত করিতে হইতেছে। নচেৎ তাঁহার মান,—তাঁহার প্রাণপ্রিয় নবরত্নের সভার মর্য্যাদা, মলিন হইয়া যাইবে।

পক্ষান্তরে, মিহির অপেক্ষাও প্রতিভার প্রতি—লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি সমধিক বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মিহির যে গণনা মোটামুটি বলিয়া দেন, তাহা কতক ফলে, কতক ফলে না। কিন্তু প্রতিভা যে গণনা নির্দ্দেশ করেন, তাহা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মরূপেই নির্দ্দেশ করেন, এবং তাহা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যায়। ইহা ব্যতীত প্রতিভার অন্তর্দৃষ্টি, মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি, মিহির অপেক্ষা অনেক অধিক। মুখ দেখিয়া, অনেক সময় তিনি লোকের মনোভাব বুঝিতে পারেন,—প্রশ্ন না করিয়া অনেক সময় তিনি লোকের অন্তর্নিহিত প্রশ্নের উত্তর দেন। মিহির এ সৌভাগ্যে অনেকটা বঞ্চিত ছিলেন।

আর বরাহ? তাঁহার সে ধার ও ভার এখন কিছুই নাই,—পুত্র ও পুত্রবধূ হইতে সর্ব্বাংশেই তিনি নিম্নস্তরে অবস্থিত। কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটা আন্দাজী ওস্তাদী চালে, আসর জমাইতে চান।

কিন্তু মেকীর কুহক, লোকে দুইদিনেই ধরিয়া ফেলে। সত্যের আলোক শীঘ্রই প্রকাশ পায়। প্রতিভার প্রতিভা, সকলের চক্ষু ফুটাইয়া দিল। আপামর সাধারণ তাঁহার একান্ত অনুরক্ত ও ভক্ত হইয়া পড়িল।

দুর দূরান্তর—দেশ দেশান্তর হইতে লোকে প্রশ্নগণনার জন্য বরাহের বাটীতে আসিত। প্রথম, অবশ্য বরাহকেই তাহারা জ্ঞাতব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিত। বরাহ—শ্রমবিমুখ, শাস্ত্রচর্চ্চা-হীন, ভোগরত বরাহ, ভাসা-ভাসা একটা উত্তর দিতেন,—কখন বা গোঁজামিল দিয়া একটা কিছু সিদ্ধান্ত করিতেন,—পরন্তু সে উত্তর বা সে সিদ্ধান্ত লোকের মনে ধরিত না,—তাহারা মিহির ও প্রতিভার শরণাপন্ন হইত। মিহির যে মীমাংসা করিতেন, তাহাও সর্ব্বতোভাবে সকলের মনঃপূত হইত না,—শেষ প্রতিভা আসিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়া দিতেন, তাহাতেই লোকে সমধিক আস্থা ও আনন্দ প্রকাশ করিত। কেন না, তাহার ফল হাতে হাতে ফলিয়া যাইত।

একদিন একটি লোক গৃহদাহ সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন গণনা করিতে আসিল। প্রথমে বরাহের একটি শিষ্য উত্তর দিলেন,—অমুক দিন অমুখ তারিখে গৃহটি অগ্নিদগ্ধ হইয়া একেবারে ভস্মী-ভূত হইয়া যাইবে। বরাহ বলিলেন, না, ঠিক তা নয়,—গৃহের অমুক অংশ দগ্ধ হইবে বটে, কিন্তু অমুক অংশ ঠিক থাকিবে,—তাহা আদৌ অগ্নিস্পৃষ্ট হইবে না। মিহির বলিলেন, না, ও গৃহ আদৌ অগ্নিস্পৃষ্ট বা ধ্বংস হইতে পারে না; উহা অমুক লগ্নে অমুক ক্ষণে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রতিভা বলিলেন,ঐ দিন ঐ গৃহের অমুক কোণ হইতে গৃহস্বামী প্রোথিত গুপ্তধন লাভ করিবেন,—অগ্নিদাহ

বা অগ্নিতে ভস্মীভূত হইবার প্রশ্ন উঠাই অসম্ভব। তবে পার্শ্বের একখানি গৃহ, উহার দুই দিন পরে, ভূমিকম্পে পতিত হইবে বটে।—আশ্চর্য্য! যথাকথিতদিনে প্রশ্নকারী, প্রতিভার গণনার ফল হাতে হাতে মিলাইয়া পাইল।

এইরূপ অনেক গণনায় লোকে প্রতিভার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইল। পাইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

অথচ, প্রতিভা যথারীতি গৃহকার্য্য করেন; যথারীতি বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবা-শুশ্রূষা করেন; স্বামীকে যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতে থাকেন। সে অংশে কোন-দিকে কোনরূপ ত্রুটি ছিল না।

পক্ষান্তরে সেই গৃহকার্য্য করিতে করিতেই শ্বশুর বা স্বামীর কোন বিষয়ে ভুল হইলে তাহার সংশোধন করিয়া দিতেন। কেহ কোন বিষয়ে যথাযথ উত্তর না পাইলে, সে উত্তর বলিয়া দিয়া, তাহাকে সন্তুষ্ট করিতেন। তাই, অতি অল্পদিন মধ্যে, দেশদেশান্তরে, তাঁহার নাম—তাঁহার অলৌকিক বিদ্যার মাহাত্ম্য—প্রচারিত হইল।

গুণের পূজক রাজা বিক্রমাদিত্য এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, প্রতিভাকেই মনে মনে, তাঁহার নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন মনোনীত করিলেন। বরাহের স্থানে তাঁহাকেই নিয়োজিত করিবেন স্থির করিলেন। তবে সকল দিক্ ভাবিয়া দিনকত একটু অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে আর এক ঘটনা ঘটিল। রাজা বিক্রমাদিত্য একদিন সমাগত বুধমণ্ডলী লইয়া নানাবিধ শাস্ত্রালাপ করিতে-

ছেন, এবং প্রতিভার অলৌকিক গণনাবিদ্যার কথা নানামুখে শ্রুত হইতেছেন, এমন সময় তাঁহার সেই প্রিয়বয়স্য শিবরাম শর্ম্মা আসিয়া প্রস্তাব করিলেন,—"মহারাজ, আকাশে কত নক্ষত্র আছে, আপনার এই দিগ্বিজয়ী সভাপণ্ডিতদের মধ্যে কেহ বলিয়া দিতে পারেন? এই উত্তর শুনিবার জন্য, আজ কয়দিন হইতে আমার মনোমধ্যে কেমন একটা কৌতূহল জন্মিয়াছে।"

প্রশ্ন শুনিয়া বিক্রমাদিত্য স্মিতমুখে বলিলেন, "বয়স্য, তোমার সকলই অদ্ভুত!—হঠাৎ এ খেয়াল উঠিল কেন?"

শিব। না মহারাজ, খেয়াল নয়,—সত্য সত্যই এই উত্তর শুনিতে আমার সমধিক আগ্রহ জন্মিয়াছে। রাত্রিকালে আকাশ-পানে চাহিলেই, কেমন আমার মনে এ প্রশ্নের উদয় হয়। কতদিন মনে মনে আমি এ চেষ্টা করিয়াছি,—এক দুই করিয়া অতিকষ্টে একশত অবধি গণিয়াছি,—তার পর মহারাজ, খেই হারাইয়া ফেলি,—আমার সব উলট-পালট হইয়া যায়। তা মহারাজ! আপনার এই এত বড় নবরত্নের সভা,—জগৎ-জোড়া এর নাম,—এমন সভার মধ্যে, কি কোন পণ্ডিত, আমার মনের এই সাধ মিটাইতে পারেন না? তা যদি না হয়, ত পণ্ডিতে ও আমাতে প্রভেদ কি-?

ধীরবুদ্ধি রাজা, যদিও বয়স্যের কথায় প্রথমে একটু হাসি-লেন, তথাপি তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে মনোমধ্যে চিন্তা করিলেন,— "হানি কি? জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণের নিকট এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া ত একেবারে অসম্ভবও নয়? খগোলে যাঁর অসাধারণ অধিকার আছে, তিনি অবশ্যই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন। এ প্রশ্নের উত্তরে এতদিনে একটি অদ্ভুত

তত্ত্বেরও আবিষ্কার হইবে। ভালই হইয়াছে। প্রশ্নটি অতি সময়োপযোগী হইয়াছে। বয়স্যের এই সাধ পূরণের সঙ্গে, আমার আর এক উদ্দেশ্যও সুসিদ্ধ হইবে।—যিনি এ প্রশ্নের উত্তরদানে সক্ষম হইবেন, আমি তাঁহাকেই, ন্যায়তঃ জ্যোতির্ব্বিদ্-প্রধানের আসন দিব;—নবরত্ন সভায় তিনিই একটি স্থায়ী রত্নরূপে গণ্য হইবেন। ইহাতে বরাহ থাকুন আর যান,—ক্ষোভের কোন কারণ হইবে না।”

বিক্রমাদিত্য, বয়স্যকে ধীরভাবে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিতে বলিলেন, এবং সংক্ষেপে বুঝাইলেন,—“তোমার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করিয়াছি। উত্তর কি হয়, শুন।”

পরে সেই সমাগত বুধমণ্ডলীগণের পানে চাহিয়া,—তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা জ্যোতিঃশাস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন—তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “বয়স্যের এ প্রশ্ন, আমার নিজ প্রশ্ন বলিয়াই আপনার গণ্য করুন;—আকাশে কত নক্ষত্র আছে, তাহার গণনা-সঙ্কেত আপনারা আমায় বুঝাইয়া দিন।”

প্রশ্ন শুনিয়া, সেই সমাগত জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণের মুখ শুকাইল। সহসা বিনামেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় তাঁহারা ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সহসা এমন প্রশ্ন উঠিবে,—এমন প্রশ্ন যে উঠিতে পারে, স্বপ্নেও তাঁহারা সে চিন্তা করেন নাই।

‘আজ প্রাতঃকালে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছি’ ভাবিয়া, মনে মনে তাঁহারা, সেই রাজ-বয়স্যের মুণ্ডপাত করিতে লাগিলেন। কেন না, এ বিদ্যা—এ অদ্ভুত খগোল-গণনার শক্তি,—তাঁহাদের আদৌ ছিল না। তথাপি তাঁহারা কিছুক্ষণ পাঁজী-পুঁথি লইয়া, মাথামুণ্ড নানা বচন আওড়াইয়া, পরস্পর বৃথা আড়ম্বর

দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু হায়! এ বড় বিষম ঠাঁই,—স্বয়ং রাজা বিক্রমাদিত্য তথায় আসীন,—ফাঁকি দিয়া বা গোঁজামিল করিয়া কিছু বুঝাইলে চলিবে না।

অন্তরে শিবনাম জপ করিয়া, অগত্যা একজন পণ্ডিত, সকলের প্রতিভূস্বরূপ হইয়া, উত্থিত হইলেন। ভয়-জড়িতস্বরে, অথচ নিজেদের সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া, রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ! আপনার এ প্রশ্ন খুব সারবান্‌ও বটে এবং প্রয়োজনীয়ও বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা ইহার অকাট্য উত্তর-দানে অক্ষম। কেন না, ইহা অতি দুরূহ খগোল-গণিত। ইহার সঙ্কেত ও সঙ্কেতের উপায়-নির্দ্ধারণ আরও দুরূহ।—হাঁ, ইহার কতক অংশ মিলে বটে; কিন্তু কতক অংশ আদৌ মিলে না।—এমত অবস্থায়, অর্ব্বাচীনের ন্যায় মহারাজের নিকট, একটা যা-তা উত্তর দেওয়া যায় কিরূপে? এই জন্যই সমাগত সকল বুধমণ্ডলীই, সরলভাবে,আপনাদের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিতেছেন। বিশেষ মহারাজ, অধুনা অস্মদ্দেশে ইহার প্রচারও তেমন নাই।"

"বিলক্ষণ!—কে বলিল যে, ইহার প্রচারও তেমন নাই? প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যভট্টের ন্যায় মনীষাসম্পন্ন মহাত্মা যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশে গ্রহ বা নক্ষত্রমণ্ডলীর গণনা নির্ণয় হইবে না?—পণ্ডিতবর বরাহকে সংবাদ দেওয়া হউক,—তিনি আসিয়া আমার এ প্রশ্নের উত্তরদান করুন। কি আশ্চর্য্য! আমার এ নবরত্ন সভা আজ খগোল-বিদ্যায় পরাভূত হইবেন?"—রাজা অতি দৃঢ়তার সহিত এই কথা গুলি বলিলেন।

রাজ-আজ্ঞা শুনিয়া সকলে চমকিত হইলেন। সহসা সেই সভা অতি নিস্তব্ধ গম্ভীরমূর্ত্তি ধারণ করিল। সমাগত পণ্ডিত-

মণ্ডলী মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। আর সেই সরল-সরসহৃদয় রাজবয়স্ত, মুখ টিপিয়া মনে মনে হাসিতে হাসিতে, কৌতুক দেখিতে লাগিলেন।

অবিলম্বে পণ্ডিত বরাহের নিকট সংবাদ গেল; পণ্ডিত বরাহও অবিলম্বে রাজ-সমীপে উপনীত হইলেন। আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আজিকার দিনটা আমায় সময় দিন,—কল্য প্রাতে এমনি সময়, রাজ-সভায় আসিয়া, আমি ইহা আপনাকে জ্ঞাপন করিব।"

বিক্রমাদিত্য গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ভাল, তাহাই হউক। কিন্তু কল্যই আমি ইহার সদুত্তর শুনিতে চাই। মনে রাখিবেন, এই উত্তরের সঙ্গে, নবরত্ন সভার সহিত, আপনার সম্বন্ধ নির্ভর করিতেছে। যেহেতু, এ বিষয়ের ন্যায়বিচার করিতে আমি ধর্ম্মতঃ বাধ্য।"

রাজ-আজ্ঞা শুনিয়া বরাহ মনে মনে চমকিলেন। ভয়ে তাঁহার আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল। আর অধিক কিছু না বলিয়া, 'যথা আজ্ঞা' বলিয়া, তিনি রাজ-আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন।

বলা বাহুল্য, সে দিন অতি অসময়ে, বিশেষ ভয়-উৎকণ্ঠা-আকুলতার সহিত, পণ্ডিত-সভা ভঙ্গ হইল। পণ্ডিতগণ বিষণ্ণ মুখে, আপন আপন বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন।





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাটী আসিয়া বরাহ, বিশেষ বিষণ্ণ গম্ভীরভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিলেন না,—কোন বিষয়ে কাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিলেন না। মনে মনে কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলেন,—

"হায়, কিরূপে কল্য মান ও মুখ রক্ষা হইবে? কিরূপে কল্য রাজার কঠিন, কঠোর, অসম্ভব আদেশ পালন করিব? শত শত —সহস্র সহস্র চক্ষু, কল্য আমার পানে উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া থাকিবে,—সহস্র সহস্র লোক কাতারে কাতারে আসিয়া রঙ্গ-রহস্য উপভোগ করিবে;—আমি কিরূপে আপন প্রাণের অধিক মান রক্ষা করিব? যাহা কস্মিন্‌কালে জানি না,—জীবনে আলোচনা করি নাই,—স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই,—সেই অনন্ত আকাশের অনন্ত নক্ষত্রগণনা-সঙ্কেত কিরূপে বুঝাইব? কিরূপে সেই কোটি কোটি—অনন্ত কোটি নক্ষত্রের গণনানির্দ্দেশ করিব? হায়, কে আমায় এ সমস্যা পূরণ করিয়া দিবে? কে আমায় এ বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে? কার অনুকম্পায়, এক-দিনেই আমি এ অলৌকিক দৈববিদ্যা লাভ করিব?—ওহো

প্রাক্তন! এ বৃদ্ধ বয়সে, জীবনের এ অন্তিম দশায়, আমার সকল দর্প, সকল অহঙ্কার চূর্ণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইহজীবনের চরম সম্মান—নবরত্ন সভার আসন জন্মের মত ত্যাগ করিতে হইবে।—রাজা যে স্পষ্টবাক্যে,অতি দৃঢ়তার সহিত এ কথা বলিয়া দিয়াছেন? হায়, তবে এ কি হইল? সহসা আমার এ কি সর্ব্বনাশ ঘটিল? লক্ষপতি হওয়ার পরিণাম কি এই?—কি বলিয়া কল্য, রাজার নিকট মুখ দেখাইব?—ভগবান্, রক্ষা কর।”

গভীর বিষাদভরে, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে, বরাহ মনোমধ্যে এইরূপ বিষম চিন্তাস্রোতে হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁহার দেহের রক্ত, যেন কে শুষিয়া লইল,—তাঁহার মুখ চোখ সব বসিয়া গেল। তিনি অতিমাত্র যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন।

পিতৃভক্ত মিহির পিতার নিকটে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতার সেই হাস্যপ্রফুল্ল মুখ, (ভোগী বরাহ ইদানীং এইরূপই হইয়াছিলেন) সহসা অতি মলিন ও বিষণ্ণ হইয়াছে। তৎসঙ্গে চিন্তাপীড়িত হইয়া, অতি গুরুগম্ভীর উগ্রমূর্ত্তিতে তিনি অবস্থিতি করিতেছেন। মিহির মুখ ফুটিয়া পিতাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না। তবে কারণ কি—জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া, পিতার সম্মুখে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

বরাহ, মিহিরকে সম্মুখে দেখিয়াও ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। পরে মর্ম্মচ্ছেদকর একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “বাবা, মতিচ্ছন্ন রাজার সহসা এক খেয়াল উঠিয়াছে যে, আকাশে নক্ষত্রসংখ্যা কত, গণনা করিয়া বলিতে হইবে।

সকল পণ্ডিত পরাস্ত হওয়ায়, আমার উপর সেই ভার পড়িয়াছে। কিন্তু আমি উহার মূলসূত্র জ্ঞাত নহি।—তুমি কি বাবা, ঐ উদ্ভট খগোল-বিদ্যা অবগত আছ?”

মিহির। পিতঃ, সূত্রটি আমি অবগত আছি বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গণনাসঙ্কেতটি আয়ত্ত করিতে পারি নাই। তা সেজন্য চিন্তা কি?—আপনার পুত্রবধূ ঐ খগোলবিদ্যায় সম্যক্ পারদর্শিনী।

হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বরাহ বলিয়া উঠিলেন,—“বটে? বধূমাতা আমার এমনি গুণবতী ও বিদ্যাবতী?—তাঁহার জয় হউক,—তিনি চিরায়ুষ্মতী হইয়া থাকুন।”

ঠিক সেই সময়ে প্রতিভাও রন্ধনাদি কার্য্য সমাপ্ত করিয়া, শ্বশুর ও স্বামীকে ভোজনার্থ আহ্বান করিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বরাহ অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠি-লেন, “এই যে বধূমাতা? আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। এখন তোমার বৃদ্ধ শ্বশুরের মান ও প্রাণ রক্ষা কর।”

প্রতিভা বিনীতভাবে বলিলেন, “দাসীকে কি করিতে হইবে, অনুমতি করুন। আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিলে আমি আপনাকে ভাগ্যবতী জ্ঞান করিব।”

ব। মা, তুমি আমার গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী,—সাক্ষাৎ সরস্বতী। তোমার কৃপায় আমার কোন আপদ-বিপদ থাকিবে না;—কেহই আমার উন্নত মস্তক খর্ব্ব করিতে পারিবে না।

ইত্যাকার ভূমিকা ফাঁদিয়া, বরাহ রাজাদেশ জ্ঞাপন করি-লেন। শেষ বলিলেন, “মা, এই নক্ষত্রগণনাসঙ্কেত বলিতে না পারিলে, আমার মান-মর্য্যাদা-সম্ভ্রম সকলি নষ্ট হইবে,—নবরত্ন

সভা হইতে আমার আসন জন্মের মত উঠিয়া যাইবে।—তুমিই এ বিপদে ত্রাণ কর জননি!"

প্রতিভা উৎসাহের সহিত বলিলেন, "দেব, সেজন্য চিন্তা নাই,—একটু পরেই আমি আপনাকে এই গণনাসঙ্কেত বলিয়া দিতেছি। এখন অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত, অগ্রে আহারাদি করিয়া তৃপ্ত হউন;—পরে ধীরভাবে সমস্তই বুঝিয়া লইবেন।"

বরাহ অত্যন্ত অধীরভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"না মা, সর্ব্বাগ্রে আমার এই উৎকণ্ঠা দূর কর। এই মুহূর্ত্তে, আমায় এই নক্ষত্র-গণনাসঙ্কেত বুঝাইয়া দাও,—তবে আমি অন্নজল গ্রহণ করিব।"

প্রতিভা দেখিলেন, শ্বশুরদেব অতিমাত্র কাতর হইয়া পড়িয়াছেন,—এখন আহারের অনুরোধ করা বৃথা।

অগত্যা, তৎক্ষণাৎ তিনি ভূমিতে দুই চারিটি রেখাপাত করিয়া, তাহাতে কয়েকটি অঙ্ক রাখিয়া, অতি আশ্চর্য্য ক্ষমতার সহিত, আকাশস্থ নক্ষত্রের গণনাসঙ্কেত বিবৃত করিলেন। শ্বশুরকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিলেন, সমগ্র আকাশে——এই এত নক্ষত্র আছে।

পুত্রবধূর এই অদ্ভুত গণনাশক্তি ও সাঙ্কেতিক কৌশল দেখিয়া বরাহ স্তম্ভিত হইলেন। বুঝিলেন, ইহাঁর নিকট তাঁহার জ্যোতিঃ-শাস্ত্রজ্ঞান, সমুদ্রের নিকট সরোবর তুল্য। বুঝিলেন, এই রত্নই নবরত্ন সভার আসন গ্রহণের যোগ্য বটে। অন্তরের অন্তরে উপলব্ধি করিলেন,—ইহাঁর বিদ্যমানে, তাঁহার অস্তিত্ব, না থাকারই মধ্যে।—সহসা কি ভাবিয়া, মনে মনে তিনি শিহরিলেন।

মিহির পত্নীকে বলিলেন, "কৈ, খগোল গণনার এই সাঙ্কেতিক কৌশল ত তুমি আমায় শিখাও নাই?"

প্রতিভা একটু স্তব্ধ থাকিয়া ধীরভাবে বলিলেন, "আমাকে কি তুমি কখনও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? শাস্ত্রের নিষেধ,—জিজ্ঞাসু না হইলে এই সব তত্ত্ববিদ্যা কাহাকে বলিতে নাই। বলিলে, তাহার ফলও সকল সময় ফলে না। তাই তোমায় ইহা জানাই নাই। এখন জানিতে চাও, বলিব।"

বরাহ, আবার কি ভাবিয়া, মনে মনে একটু 'হুঁ' বলিলেন।

এই 'হুঁ' র অর্থ যে কি, পাঠক সময়ে তাহা বুঝিয়া লইবেন।

হৃষ্টচিত্তে, পুলকিত অন্তরে, পিতাপুত্রে গিয়া আহারে বসিলেন।

হৃষ্টচিত্তে, পুলকিত অন্তরে, প্রতিভা সেই আহারস্থানে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার আনন্দ,—তাঁহার বিদ্যা সার্থক হইয়াছে;—বিপন্ন শ্বশুরের বিপদুদ্ধারে তিনি সহায় হইতে পারিয়াছেন।

আহার সমাপন করিয়া বরাহ বলিলেন, "মা, একটি অনুরোধ;—তোমার নিকট হইতে যে, আমি এই নক্ষত্রগণনাবিদ্যা লাভ করিলাম, এ কথা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়।—মিহির, তুমিও ইহা জানিয়া রাখিলে;—সাবধান, ভ্রমেও ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।"

মিহির, পিতার নিকট সত্যবদ্ধ হইলেন। আর প্রতিভা,—আপন প্রাণ বিনিময়েও সে সত্যরক্ষায় সম্মত হইলেন।

কেন না হইবেন? বিদ্যার গরিমা দেখাইবার—আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিবার অভিলাষ, ত তাঁহার জীবনে নাই? কেবলমাত্র জ্ঞানের প্রচার,—সত্যের আলোক বিতরণই তাঁহার লক্ষ্য। তা যে কোন উপায়ে হউক,—তাহাতে তাঁহার আপত্তি নাই।

কিন্তু, কেমন বিধির নির্ব্বন্ধ,—ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িল।

বরাহের বিদ্যাবুদ্ধি ধরা পড়িল। সত্যের মহিমা—আপনা হইতেই প্রকাশ পাইল।

সেই যে রাজ-বয়স্য,—যিনি এই নক্ষত্রগণনা প্রস্তাবের মূল,—সেই রাজ-বয়স্য শিবরাম শর্ম্মা, বরাহের মুখে উত্তর শুনিবার জন্য যেন আঁকু-পাঁকু করিতে লাগিলেন। উত্তর না শুনা পর্য্যন্ত তিনি একদণ্ড কোথাও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। পেটের ভাত যেন তাঁহার চাল হইয়া উঠিল,—প্রাণ যেন আই-ঢাই করিতে লাগিল।—একবার রাজবাড়ী, একবার অতিথিশালা, একবার বাজার,—এই করিয়া তিনি বেড়াইতে লাগিলেন। শেষ একেবারে খোদ্ বরাহের বাটী আসিয়া উঠিলেন। ইচ্ছা,—বরাহ কোন্ মন্ত্রবলে, কি ক্রিয়া দ্বারা, এই অসম্ভব ব্যাপার, সম্ভবপর করিবেন, তাহা পূর্ব্বাহ্লে, সকলের আগে জানিয়া রাখিবেন। অন্ততঃ, রাজ-সভায় এ বিদ্যা প্রকাশ হইবার একটু পূর্ব্বেও, ইহা তাঁহার জানা, বিশেষ দরকার।—ব্যস্তবাগীশ পুরুষ কি না?

বিশেষ, বয়স্যের সুনিশ্চিত ধারণা হইয়াছিল,—"আকাশস্থ নক্ষত্রের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা, মনুষ্যবুদ্ধির অতীত,—অন্ততঃ বরাহ পণ্ডিতের দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইবে না।—তবে বরাহ কোন্ বলে কি সাহসে, কল্য সেই অসম্ভবকে সম্ভব করিবেন, বলিলেন?—উঁহুঁ, এর ভিতর কিছু আছে,—একবার দেখিতে হইল। ওঃ! অত বড় ঐ বিরাট্ আকাশ,—সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া আছে,—ঐ অসীম আকাশের,—কোটি কোটি—অনন্ত কোটি—শঙ্খ পদ্ম পরার্দ্ধ—অঙ্কশাস্ত্রের যা কিছু আছে,—সব একত্র করিলেও কি ঐ অনন্ত নক্ষত্রের পরিমাণ স্থির হয়?—অসম্ভব! আমার কাছে

ত সব ধোঁয়া-ধোঁয়া ঠেকিতেছে;—দেখি, বরাহ পণ্ডিত কেমন এ ধোঁয়া ঠেলে, চোখে আলোক দিয়ে দেয়!—ভাল প্রশ্ন ক'রে-ছিলেম যা হোক!—রাজা অবধি মেতে গেল,—সহরে হুলুস্থুল প'ড়ে গেছে।"

লঘুপ্রকৃতি শিবরাম, আপন মনে এইরূপ এবং আরো অনেকরূপ চিন্তা করিতে করিতে, একেবারে বরাহের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গিয়া শুনিলেন, বরাহ, সপুত্র আহারে বসিয়াছেন। অগত্যা, সেই আহারের পার্শ্বের ঘরে গিয়া, তিনি উপবেশন করিলেন। সহসা শুনিতে পাইলেন, বরাহ যেন কাহাকে বলিতেছেন,—'মা, একটি অনুরোধ,—তোমার নিকট হইতে যে, আমি এই নক্ষত্রগণনাবিদ্যা লাভ করিলাম, এ কথা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়।'—এই অবধি শুনিয়াই, শর্ম্মার বুকের ভিতর যেন কেমন করিতে লাগিল,—স্বভাবসুলভ কৌতুহলবৃত্তি শতগুণে উদ্রিক্ত হইয়া উঠিল,—বাকী কথা কি হয়, শুনিবার জন্য—সেই গুণধর পুরুষ, কাণ খাড়া করিয়া, অতি উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন।

পরক্ষণেই শুনিতে পাইলেন,—বরাহ বলিতেছেন,—'মিহির, তুমিও ইহা জানিয়া রাখিলে।—সাবধান, ভ্রমেও ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।'—শুনিয়া শর্ম্মা আপন মনে বলিয়া উঠিলেন,—"ও বাবা! পণ্ডিতজীর ভিতরে-ভিতরে এত? হুঁহুঁ, 'এ বিদ্যা বড় বিদ্যা—যদি না পড়ে ধরা!' কিন্তু এ শর্ম্মা যে, দৈবের কলে সব জানিয়া ফেলিল?—এখন উপায়?—যাহোক, এই টুকুই, আমার উপরিলাভ। কিন্তু মেয়েটার কি দিব্যজ্ঞান!- রাক্ষসের দেশে কি এমন মেয়ে হয়? কে জানে

বাপু, শাপভ্রষ্টা সরস্বতী ছ'ল্‌তে এসেছেন কি না।——না, আর এখানে থাকাটা কিছু নয়,—স'রে পড়া ভাল। নইলে, এর পর বরাহের বিষম হুম্‌কী খেয়ে,—হয়ত আরো কিছু খেয়ে যেতে হবে।"

বয়স্য প্রস্থানোদ্যত হইলেন। সেই অবসরে ইহাও শুনিয়া গেলেন যে, বরাহের পুত্র ও পুত্রবধূ,—কথাটা প্রকাশ না করিতে, বরাহের নিকট বিশেষরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

শুনিয়া শিবরাম মনে মনে বলিতে বলিতে গেল,—"ও বাবা! এই বিদ্যার এত বড়াই?—এত লুকোচুরি? এর চেয়ে যে সাত জন্ম মূর্খ হ'য়ে থাকাও ভাল! ভাগ্যে তেমন লেখাপড়া শিখিনি?—তা হ'লে ত এই বরাহের মত মনকে চোখ ঠেরে,—আজীবন মন-মরা হ'য়ে থাক্‌তে হ'ত? ভাল ক'রে হাসতেও পাত্তেম না,—কাঁদ্‌তেও পাত্তেম না,—কেবল 'ভাবের ঘরে চুরি' ক'রে, বিজ্ঞের পোষাক প'রে বেড়াতে হ'তো।—হায় রে মান!"





তৃতীয় পরিচ্ছেদ

:*:

প্রকৃতই মান ও মুখরক্ষার জন্য, পণ্ডিতবর বরাহ, এই ঘোর আত্ম-প্রবঞ্চনা-পাপে পাপী হইলেন। পুত্রবধূর নিকট হইতে নক্ষত্রগণনাসঙ্কেত শিখিয়াও, তাঁহার কৃতিত্ব গোপন করিতে, তিনি প্রয়াস পাইলেন। এইটুকু তাঁর মনের পাপ,—চিত্তের দুর্ব্বলতা।

বলা বাহুল্য, চঞ্চলচিত্ত শিবরাম, তাঁহার সে পাপ ও দুর্ব্বলতা-টি প্রকাশ করিয়া দিলেন। বরাহসংক্রান্ত গুপ্ত কথাটি ব্যক্ত না করিয়া তিনি থাকিতেই পারিলেন না। কথাটা প্রকাশ না করা পর্য্যন্ত, তাঁহার প্রাণ যেন অস্থির হইয়া উঠিল। প্রথমে,—"মানীর মান রাখা অবশ্যই উচিত; আমি কখনই বরাহের এ লুকোচুরি প্রকাশ করিব না,—ইহাতে অধর্ম্ম আছে"—এইরূপ পাঁচসাত ভাবিয়া, মনে মনে খুব দৃঢ় হইতে সচেষ্ট হইলেন; খানিক ক্ষণ খুব গম্ভীর হইয়াও রহিলেন; কিন্তু কেমন স্বভাবের ধর্ম্ম,—কথা হজম করা তাঁহার ধাতেই সহে না। পেটে কথা রাখিয়া যে, তিনি চুপ্‌চাপ থাকিবেন, এমন লক্ষণ তাঁহার কোষ্ঠীতেই নাই।—বিশেষ এমন সব গুরুতর কথা।

শিবরাম প্রথম একটু ভণিতা করিয়া, একটু রাখিয়া-ঢাকিয়া, মন্ত্রীকে গিয়া এ সংবাদটি জানাইলেন। মন্ত্রী দুই একটি কথা ফেলিয়াই আসল ব্যাপারটি কি, জানিয়া লইলেন। তখন যেন বয়স্যের হুঁস হইল। বলিলেন, "তা মন্ত্রী মহাশয়, আপনাকে বলিলাম বলিয়া, এটি যেন প্রকাশ করিবেন না।—যতই হোক, বরাহ একজন মানী লোক; মানীর মান নষ্ট করা শাস্ত্রের নিষেধ।—আপনাকে আপনার জন ভাবিয়াই ইহা বলিলাম জানিবেন।"—মন্ত্রী "তা বটে, তা বটে" বলিয়া, তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

মন্ত্রীর পর রাজার পাত্র, মিত্র, সভাসদ্—একে একে সকলকেই, বয়স্য এই শুভ সংবাদটি দিতে লাগিলেন। সকলকে সব বলিয়া, শেষ সাবধান করিয়া দিলেন,—"দেখিবেন, কথাটা যেন প্রকাশ না হয়।—বিশ্বাস করিয়া আপনাদিগকে এই গোপনীয় কথাটি বলিলাম মনে রাখিবেন।"

শেষ, সেই অতি-সাবধানী পুরুষ, খোদ্ রাজার নিকটও উপস্থিত হইলেন। বিক্রমাদিত্য তখন বিশ্রামকক্ষে ছিলেন। বয়স্যকে দেখিয়া বলিলেন, "আহে শিবরাম যে? নগরের সংবাদ কি বল?—এতক্ষণ ছিলে কোথায়?"

শর্ম্মা শিবরাম প্রথমতঃ একটু গম্ভীর হইয়া রহিলেন,—রাজার প্রিয়-সম্ভাষণ যেন কাণেই লইলেন না। বিক্রমাদিত্য বুঝিলেন,—"আজ প্রিয়বর, হয় একটি কি বিশেষ সংবাদ আনিয়াছেন,—নয়, কাহারো কোনরূপ কষ্ট দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছেন।"

প্রকাশ্যে বলিলেন, "কৈ, আমি তোমায় এত আদর করিলাম, তুমি আমায় একটু সম্ভাষণও করিলে না?"

শিবরাম। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আর মহারাজ, মানসিক সুখ ও স্বাস্থ্য, ত সব সময় মানুষের আয়ত্ত নয় ?

বিক্র। (ঈষৎ হাসিয়া) কেন, তোমার আবার সহসা কি মনের অসুখ হইল হে ?

শিব। হাঁ,—না, এই ঠিক মনের অসুখ নয়, তবে——

বিক্র। তবে আবার কি ? স্ফূর্ত্তিবাজ লোক তুমি,—সদাই স্ফূর্ত্তিতে থাকিবে, ইহাই ত জানি।—দেখ, তোমার কথাই মান্য করিয়া, আমি পণ্ডিত-সভায় অত বড় একটা গুরুতর প্রশ্ন করিয়াছি,—কল্য সে উত্তর পাইবে।

শর্ম্মার বুকটা যেন দশ-হাত হইল ; কেন না, তিনি সেই উত্তরদাতার গুহ্য-কাহিনী, আগেই জানিতে পারিয়াছেন। হাসিমুখে বলিলেন,—"মহারাজ, বাসী-কথা আপনিই শুনিবেন,—শিবরাম শর্ম্মা টাট্‌কা-খবরই রাখে।"

বিক্রমাদিত্য একটু উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হে বয়স্য ! আসল কথাটা কি খুলিয়াই বল,—অমন ধাধাঁয় ফেল কেন ?

শিব। (হাসিয়া) কি দিবেন বলুন ?

বিক্র। তোমায় আমার অদেয় কি আছে বল ?—কি চাই ?

শিব। বলুন, আপনি কথাটা প্রকাশ করিবেন না ?

বিক্র। আগে কথাটাই কি বল,—তার পর প্রকাশ করা না-করার কথা।

শর্ম্মা শিবরাম তখন একে একে বরাহঘটিত সংবাদ আদ্যন্ত বলিলেন। যে ভাবে, পুত্রবধূর নিকট হইতে বরাহের নক্ষত্রগণনাবিদ্যা লাভ হইয়াছে,—যে ভাবে সেই বিদ্যা বরাহ স্বকৃত

বলিয়া পরিচয় দিবেন স্থির করিয়াছেন,—একে একে সে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিলেন।

শুনিয়া, বিদ্যা-বিনয়-অলঙ্কৃত মহানুভব রাজা, স্তম্ভিত হইলেন।—বরাহের ন্যায় পণ্ডিতের এরূপ অধঃপতন দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। মনুষ্য-জীবনের দুর্ব্বলতা ও অসারতা স্মরণ করিয়া, তাঁহার চক্ষে জল আসিল। বুঝিলেন, ধর্ম্মহীন জীবনের পরিণাম এইরূপই হয়! কিছুক্ষণ তিনি স্তব্ধ ও গম্ভীর হইয়া রহিলেন।

পরে ইষৎ হাসিয়া বয়স্যকে বলিলেন, "তা তোমার এ দুর্ম্মতি কেন? গুপ্তভাবে অন্যের কথা কাণ পাতিয়া শুনা কেন?"

শিবরাম সদাই সপ্রতিভ,—সরলভাবেই উত্তর দিলেন,—

"মহারাজ, আপনি আমার কথাটাই বুঝিলেন না।—আমি কি আর ইচ্ছাপূর্ব্বক কাণ পাতিয়া বরাহের কথা শুনিয়াছি? ভাবিয়া গেলাম এক,—হইল আর।—দৈবের কল—এমনি জানিবেন মহারাজ!"

রাজাও কতকটা তাই বুঝিলেন,—"দৈবের কলই বটে!—সত্যের মহিমা এইরূপেই প্রকাশ পায়।"

যাই হউক, এ বিষয় লইয়া তিনি আর বেশী বাড়াবাড়ী করিতে ইচ্ছা করিলেন না। প্রকাশ্য সভায় বরাহের বিচার, বা তাঁহার এই আত্মপ্রবঞ্চনা প্রমাণের জন্য, তাঁহার মুখ দিয়া আর দশটা মিথ্যার অবতারণা করাইয়া, শেষ তাঁহাকে বিধিমতে অপদস্থ করা, তিনি যুক্তিযুক্ত বোধ করিলেন না। তবে, তাঁহার যাহা উদ্দেশ্য ও অবশ্যকর্ত্তব্য, সেটি তিনি সুনিশ্চিত সমাধা করিলেন।

সর্ব্বাগ্রে বরাহের নিকট হইতে তিনি সেই অদ্ভুত নক্ষত্র-গণনা-সঙ্কেতটি জানিয়া লইলেন। কিন্তু তখনি তাঁহাকে স্পষ্টই

বলিয়া দিলেন,—এ কৃতিত্ব বা গৌরব তাঁহার নহে,—তাঁহার সেই গুণবতী ও বিদ্যাবতী পুত্রবধূর।—ইহা বিশেষ প্রমাণ দ্বারা তিনি অবগত হইয়াছেন।

তখন বরাহ—মর্ম্মাহত, আত্মাপমানে আপনি মৃতকল্প বরাহও তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। সত্যের পালক, সত্যের সেবক রাজাও তখন,—সেই সিংহল-রাজনন্দিনী, সর্ব্বগুণান্বিতা, প্রতিভাসুন্দরী ক্ষমাকেই, তাঁহার অলৌকিক শক্তির পুরস্কারস্বরূপ, নবরত্নের সভায় বরাহের স্থানে তাঁহাকে বসাইবেন, প্রকাশ্যভাবে মনের এ কথা প্রকাশ করিলেন। অতঃপর বরাহকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিহেন, "আপনি দুঃখিত হইবেন না, আপনার স্থানে আপনারই সরস্বতী-প্রতিম পুত্রবধূ উপবেশন করুন। নবরত্ন সভা নানা কারণে আপনার নিকট কৃতজ্ঞ জানিবেন। এখন আপনার ঈশ্বরোপাসনার সময়; সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে সেই পরমপদ ধ্যান করন। ইহাই আপনার পক্ষে শ্রেয়ঃ।—আমার অপরাধ লইবেন না।"

কিন্তু এ ধর্ম্ম-কাহিনী কি, বরাহের ভাল লাগে?—না, তখন আর তিনি তাঁহাতে ছিলেন? 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবে, কিছুক্ষণ তিনি স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তার পর অবগত হইলেন, পক্ষান্তে শুভদিনে, তাঁহার পুত্রবধূ, নবরত্নের সভায়, তাঁহার আসন গ্রহণ করিবেন,—স্বয়ং রাজা এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন।

সহসা বরাহের মস্তকটা কেমন ঘুরিয়া গেল। সেই সঙ্গে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডটাও যেন তাঁহার চক্ষে ঘুরিতে লাগিল। তিনি আর স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না,—শিরঃপীড়ার ভাণ করিয়া শিবিকারোহণে, তৎক্ষণাৎ গৃহে আসিলেন।

বরাহের বুকের ভিতর সমুদ্রমন্থন হইতে লাগিল। কাটা-ছাগলের ন্যায় যেন প্রাণটা ধড়ফড় করিতে লাগিল। এককালে যেন সহস্র সহস্র বৃশ্চিক, সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া তাঁহাকে দংশন করিল।—উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে, অতি কঠোর কণ্ঠে, সহসা তিনি আপন মনে বলিয়া উঠিলেন,—"না, না, প্রাণ থাকিতে তাহা হইবে না,—প্রাণ দিয়াও আমি মান রাখিব! যে আমার জীবনের কণ্টক, তাহাকে সংসার হইতে সরাইব।—উঃ! কি অভাবনীয় মর্ম্মভেদী জ্বালা!"

মোহ তিরোহিত, স্বপ্ন অন্তর্হিত,—এখন যেন জাগ্রৎ অবস্থার ভাব। সেই ভোগী বরাহ, সহসা পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইলেন। সেই কঠোর, রুক্ষ কোপনপ্রকৃতি বরাহ, অতি ভীষণ ভয়াবহ হইয়া উঠিলেন। তাহার সহিত দুর্দ্দমনীয় হিংসা—প্রাণঘাতী দারুণ হিংসার সংযোগ হইল। ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। আগুনে আহুতি পড়িল।

ভিতরে ঈর্ষানল, বাহিরে রোষানল,—দুই অনলে নরকের অনল প্রজ্বলিত হইল। হয়, তিনি নিজে পুড়িবেন,—নয়, আর কাহাকে পোড়াইয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবেন!

হায়! কে সে অভাজন?—কে সে আয়ুহীন জীব?

ক্রোধে, ক্ষোভে ও অপমানে—বরাহ কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ভীষণ তীক্ষ্ণ চক্ষু, ধক্ ধক্ জ্বলিতে লাগিল।





চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"কি, আমার এই অপমান? আমি এই অপমান সহিব? বরাহ বিদ্যমানে, জ্যোতির্ব্বিদ্-সমাজে অন্যে প্রাধান্যলাভ করিবে? আমার অবর্ত্তমানে আমার পুত্র,—না হয় আমার জীবিত দশায়—আমার অনুমতিক্রমে আমার পুত্র;—তা না হইয়া একেবারে পুত্রবধূ? - আমি বিদ্যমানে,—আমার পুত্র বিদ্যমানে, পুত্রবধূ?—পুত্রবধূ? কে বলিল, পুত্রবধূ?—সে পিশাচী, রাক্ষসী, যাদুকরী!—সেই যাদুকরী নবরত্ন-সভায় আমার আসন অধিকার করিবে?—সিংহের আসনে কুক্কুরী বসিবে?—ওহো! বুক কাঁপিতেছে, মস্তক ঘুরিতেছে,—সঙ্গে সঙ্গে যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও ঘূর্ণিত হইতেছে! হায়, আমি প্রকৃতিস্থ, না উন্মত্ত?—কেও?"

"আজ্ঞে, আমি নীলকণ্ঠ,—আপনার সেবক।"

নির্জ্জন নীরব কক্ষ। বরাহের অনুমতিক্রমে, দুই একটি বিশিষ্ট শিষ্য ভিন্ন, সে কক্ষে কেহ প্রবেশ করিতে পারিত না। নীলকণ্ঠ শর্ম্মা, গুরুর আদেশক্রমে সেখানে উপস্থিত।

বরাহ মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "বৎস, আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। একটি বিশেষ কথা বলিবার জন্য তোমায় ডাকিয়াছিলাম।—তুমিই আমার উপযুক্ত শিষ্য।"

ইত্যাকার ভূমিকা ফাঁদিয়া পুনরায় বলিলেন, "তার পর বৎস, সকলই অবগত হইয়াছ,—এক্ষণকার কর্ত্তব্য কি ঠাওরাও ?"

গুণধর শিষ্য উত্তর দিলেন,—"গুরুদেব, কি আর বলিব,—ত্বরায় এ পাপ রাজ্য রসাতলে যাইবে।—এত অবিচার, এত পক্ষপাত,—ন্যায়ের মস্তকে এমনি পদাঘাত !—না, ধর্ম্মে সহিবে না।—অনুমতি করেন ত, এ পাপস্থান ত্যাগ করি।"

বরাহ। উঁহুঁ, আমি সে কথা বলিতেছি না।—বলিতেছিলাম কি, ইহার ত একটা প্রতিবিধান করিতে হইবে ?

গুরুর মুখের কথা যেন লুফিয়া লইয়া, চেলাটি উত্তর দিলেন,—"শতবার, সহস্র বার,—এখনি—এই মুহূর্ত্তে।—যাহা অনুমতি করিবেন, এ দাস প্রাণ দিয়াও তাহা করিতে প্রস্তুত।"

মনে মনে বলিলেন, "ওঃ, বুঝেছি !—বিষ ধ'রেছে দেখ্‌ছি।"

বরাহ। সেই কথাই বলিতেছিলাম।—আচ্ছা, তুমি বলিতে পার, অন্দরে—আহার-স্থানে বসিয়া আমাদের যে গণনার কথা হইয়াছিল, তাহা বাহিরে গেল কিরূপে ?

প্রশ্নের ভঙ্গি দেখিয়া সুচতুর নীলকণ্ঠ বুঝিয়া লইলেন,—"এইটি হইয়াছে,—গুরুদেবের আসল মনোবেদনার কারণ। গোপনে যে বিদ্যাটি তিনি লাভ করিয়া আপন নামে প্রচার করিবেন মনে করিয়াছিলেন,—গ্রহবৈগুণ্যে, সে আপন নামে প্রচারটি আর হইল না,—বাড়ার ভাগে, সে বিদ্যার শিক্ষয়িত্রী—বিদ্যাবতী পুত্রবধূই, চিরদিনের জন্য তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন !—রক্তমাংসের শরীরে কি ইহা সহ্য হয় ?—বিশেষতঃ আমার গুরুদেবের ?—এখন যতটা ক্রোধ ও আক্রোশ, এই ভাল-মানুষের মেয়ের উপর পড়িয়াছে দেখিতেছি।"

শিষ্যকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া গুরু বলিলেন, "কি ভাবিতেছ ?—তুমি কি মনোভাব বলিতে কুণ্ঠিত হও ?"

নীলকণ্ঠ। প্রভু, আমি কুণ্ঠিত হই নাই। কেবল ভাবিতেছি, কোন্ নরাধম কুলাঙ্গার এ গুপ্তসংবাদ প্রকাশ করিল ?—তাহার কি প্রাণের মমতা নাই,—অভিসম্পাতের ভয় নাই ?"

বরাহ যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আহে, এ শাপ-মন্নির কাজ নয়,—একেবারে নির্ম্মম কঠিন পাষাণ হ'য়ে সব শেষ কর্‌তে হবে।—মূল শিকড় রেখে, আর ডাল-পালা কেটে লাভ কি ?—বুঝ্‌লে কি ?—আমার কথাটা অনুধাবন ক'র্‌তে পার্‌লে কি ?"

বিচক্ষণ শিষ্য এবার পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন,—বরাহ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন,—আর সেই কার্য্যে তাঁহাকে পোষক হইতে ইঙ্গিত করিতেছেন।—পুত্রবধূর রক্তদর্শন না করিয়া তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হইবার নয়।

শর্ম্মা নীলকণ্ঠ,—তিনিও কম লোক নন,—ভাবিলেন, "পরে পরে একটা রক্তারক্তি হ'য়ে যায়, মন্দ কি ? বিশেষ, মেয়েটা বড় বেড়ে উঠেছে,—দেশশুদ্ধ লোক তার গোঁড়া।—শেষ কিনা রাজাটা অবধি ক্ষেপে গেল ?—নবরত্ন সভায় তার আসন হ'লো ?—না, মেয়ে-ছেলের এতটা বাড়্ কিছু নয়। এই সে দিন বাড়ীতে না পা দিতে-দিতেই রাতারাতি লাখ্ লাখ্ টাকা পেয়ে গেল।—এখনো কোন্ না তার বারো আনা ভাগ সঞ্চিত আছে ? আমি এ কার্য্যে নাম্‌লে, বরাহ কোন্ না আমায় দু'চার হাজার দেবে ? মন্দ কি ?—গুরুভক্তিও দেখান হয়, আর ধাঁ ক'রে কিছু দাঁও মেরেও দেওয়া যায়। তবে আমি

হাতে-কলমে থাক্‌চি না।—ফাঁকে-ফাঁকে থেকে যতদূর হয়।—কি জানি, রাক্ষুসে দেশের মেয়ে,—মন্তোর-তন্তোরে, শেষ ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবে?"

প্রকাশ্যে বলিলেন, "গুরুদেবের মনোভাব, এ দাস অবগত হইয়াছে।—এখন বধূটিকে কি একেবারে ভবধাম থেকে বিদায় দিতে চান?"

এবার বরাহ যেন বড় উৎফুল্ল হইলেন। সুযোগ্য শিষ্যটি যে, সম্যক্‌প্রকারে তাঁহার মনোভাব অবগত হইতে পারিয়াছে, ইহা ভাবিয়া উৎফুল্ল হইলেন। উৎসাহভরে বলিলেন,—"তাহা হইলেই যেন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়।—অভাবে আর কিছু।"

নীলকণ্ঠ। হাঁ, আমারও সেই অভিপ্রায়। হাতাহাতি একেবারে বিদায় দিলে, অনেকের মনে অনেক কথা উঠিতে পারে। বিশেষ, রাজা ঐ পক্ষে।

রাজার কথায় বরাহ একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "ঐ রাজাটাই ত যত অনর্থের মূল। কি বল্‌ব, রাজার উপর রাজা নেই! কিন্তু ইহা স্থির জেনো নীলকণ্ঠ, শীঘ্রই এ মতিচ্ছন্ন রাজার সর্ব্বনাশ হবে,—উজ্জয়িনী ছারেখারে যাবে,—নইলে বেদ মিথ্যা!"

রাগের বশে অধঃপতিত বরাহ, এ কঠিন কথা বলিয়া ফেলিলেন। রাগের বশে দিগ্বিদিগ্‌-জ্ঞানশূন্য হইলেন। রাগের বশে হিতাহিত-জ্ঞান হারাইলেন।—হায়, রাগ যে চণ্ডাল! এমন চণ্ডালেরও প্রশ্রয় দেয়?

নীলকণ্ঠ, গুরুর সেই ভীষণ ক্রোধ দেখিয়া,—ক্রোধের ভীষণ পরিণাম স্মরণ করিয়া, বারেকের জন্য শিহরিলেন। বুঝিলেন,

বরাহের এ দুর্দ্দমনীয় ক্রোধ, নিরীহ পুত্রবধূর প্রাণ না লইয়া নিবৃত্ত হইবে না।

ভয়ে ভয়ে পাপাশয় শিষ্য বলিল, "সেই জন্যই আমি বলিতেছিলাম কি গুরুদেব, হাতাহাতি না মেরে, ঐ ডাইনীটিকে কৌশলে বিদায় দেওয়া ভাল।"

পাষণ্ড গুরু ভ্রূকুটি করিয়া জানাইল,—"কি উপায়ে?—তুমি কি স্থির ক'রেছ?"

একটু স্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিল, "তবে ব'লেছ একটা কথা,—বেটী ডাইনী-ই বটে।—বাবাজীকে এখন এইটি বুঝুতে পাল্লে হয়। তা, সে পরের কথা পরে হবে।—উপস্থিত, এখন আশু কোন মুষ্টিযোগ চাই।—যেন তাহার ফল অব্যর্থ হয়।

নীলকণ্ঠ। (একটু চিন্তা করিয়া) ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা,—অন্নে বিষ দেওয়া;—উঁহুঁ, তা হয়ত আগের ভাগে গুণে ঠিক্ ক'রে সাবধান হবে। বিন্ধেশ্বরীর যে, ও বিদ্যেও একটু আধটু আছে।—হাঁ, এক কাজ ক'ল্লে হয়।

বরা। (সাগ্রহে) কি, বলত?

নীল। ডাইনীটা যখন রাত্রে ঘুমুবে, তখন ওর ঘরের জানালা দিয়ে, একটা জ্যান্ত গোখ্‌রো সাপ, ফেলে দিলে হয় না?—দু'একজন সাপুড়ের সঙ্গে আমার আলাপ আছে।

বরা। উত্তম পরামর্শ,—এই ঠিক। কিন্তু খুব সত্বর—দু'একদিন মধ্যে।

নীল। যে আজ্ঞে, তাই হবে।

নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, চণ্ডাল বরাহ মনে ভাবিল,—

"তারপর, মিহিরের ভাবনা। তা, সে আমার ছেলে,—পরম

পিতৃভক্ত। সবিশেষ জানিতে পারিলেও আমার উপর রাগ করিবে না। ও রাক্ষুসে-দেশের রাক্ষুসে-রাজার মেয়ে,—ও থাকিলেই কি, আর গেলেই কি? মিহিরকে বুঝাইব, ওর জন্যে সমাজে আমার মাথা হেঁট হইয়াছে। কেবল মিহিরের মুখ চাহিয়াই এতটা সহিয়া আসিয়াছি। এখন সেই মিহিরও কি আমার মুখ চাহিবে না? মিহির বাঁচিয়া থাকিলে, অমন কত শত বধূ মিহিরের পায়ে আসিয়া লুটাইবে।”

আত্মপ্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী বরাহ আবার ভাবিল,—“আমার ন্যায়, ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য, বিবেক—সমস্তই বিলুপ্ত হেতু,—আমার মাননাশের মূল কারণ যে, তাহাকে ইহসংসার হইতে সরাইতে হইবে। আমার ইহকাল, পরকাল, সমাজ, সংসার,—সব রসাতলে যাক্,—এই হতভাগিনীর অস্তিত্ব লোপ করিতে হইবে। আমার শাস্ত্র, বিদ্যা, পাণ্ডিত্য, যশঃ—গভীর আঁধারে ডুবিয়া যাক্,—এ সর্ব্বনাশীর সর্ব্বনাশ সাধন করিতে হইবে। নচেৎ আমি বাঁচিব না,—বাঁচিতে পারিব না। যদি আত্মহত্যা করি, তাহারই লাভ,—তাহার আর কোন অন্তরায় থাকিবে না। না, তা আমি পারিব না।—দেখি, নীলকণ্ঠ দ্বারা কতদূর কি হয়।—আবশ্যক হয়, ইহা অপেক্ষাও উৎকট পথ অবলম্বন করিব;—তবে আমার বুকের জ্বালা জুড়াইবে। মরিতে হয়, তারপর মরিব;—সে মরণ আমার সুখের হইবে!”





পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কিন্তু, নীলকণ্ঠ শর্ম্মার সে প্রথম উদ্যম ব্যর্থ হইল। সাপটা জানালা দিয়া পড়িল বটে, কিন্তু কি জানি কেন, তখনি আবার বাহির হইয়া,সেই সাপুড়েকেই গিয়া দংশন করিল। গতিক দেখিয়া পাপ নীলকণ্ঠ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল;—একেবারে বরাহের সেই নিভৃত কক্ষে গিয়া উপনীত হইল।

বরাহ তখন মিহিরকে লইয়া নীতিকথার আলোচনা করিতেছিলেন,—"পরের অনিষ্ট করিতে নাই;—পরের অনিষ্টচিন্তা করাও পাপ। মহাগুরু পিতামাতাকে ঈশ্বরের অবতার-স্বরূপ ভাবিতে হয়। সর্ব্বদা সকল অবস্থাতেই পিতামাতার আদেশ, ঈশ্বরের আদেশজ্ঞানে নির্ব্বিচারে সন্তানের পালন করা বিধেয়,—তাহা না করায় অধর্ম্ম আছে—ইত্যাদি।"

এই আঁধার রাতে, নির্জ্জন কক্ষে, পুত্রকে এরূপ নিবিষ্টভাবে তন্ময় করিয়া নীতি উপদেশ দিবার তুইটি কারণ বরাহের ছিল। প্রথম, তাঁহার গুণধর শিষ্য নীলকণ্ঠ প্রত্যাগমন না করা পর্য্যন্ত, মিহির শয়ন-কক্ষে না যাইতে পারে; দ্বিতীয়, ভবিষ্যতে মিহিরকে যদি কোন অবৈধ কর্ম্মসাধনে আদিষ্ট করা যায়, তাহা হইলে

পিতৃভক্ত মিহির যেন সেই পিতৃ-আদেশ—ঈশ্বরের আদেশ ভাবিয়া নির্ব্বিচারে পালন করিতে পারে।

এদিকে নীলকণ্ঠ শর্ম্মা আসিয়া সাঙ্কেতিক চিহ্নে প্রকাশ করিলেন, কার্য্যসিদ্ধি হয় নাই,—ফল উল্টা হইয়াছে।

শুনিয়া বরাহ কিছু চিন্তিত হইলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে বলিয়া, তখনি তিনি মিহিরকে শয়ন করিতে অনুমতি দিলেন। মিহির চলিয়া গেল।

বরাহ। (সবিস্ময়ে) বল কি, সাপটা কিছু না ব'লে গবাক্ষ দিয়ে বেরিয়ে এল ?—ওঃ! বেটীর কি অখণ্ড পরমায়ু!

নীল। আর শুন্‌লেন না ?—উল্‌টে তেড়ে এসে সেই সাপুড়ের পায়েই ছোবল মাল্লে!—নিশ্চয়ই দেব, ও ডাইনী! তুক্-তাক্ মন্তোরের জোরে এই সব করে।

বরাহ কি একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এবার এক নূতন উপায় ঠাউরেছি,—তোমার এই 'ডাইনী' কথা দিয়েই আমি তার পরখ কর্‌বো।"

নীল। কি প্রভু, শুনিতে পাই ?

বরা। মনে ক'রেছি, মিহিরকে কোন রকমে ভপিয়ে-ভজিয়ে বিশ্বাস করাব,—'ও বেটী ডাইনী,—তুমি সাবধান হও,—নইলে কোন্ দিন তোমার ঘাড় ভাঙ্গবে।'

নীল। তা যদি প্রভু কর্‌তে পারেন, ত বড় ভাল হয়। তা হ'লে আমাদেরও আর এ 'আঁক্-পাঁকু' ক'রে বেড়াতে হয় না।—তা এখন আমি আসি। আপনি একটু বিশ্রাম করুন। পায়ের ধূলা দিন,—যেন আপনার চরণে মতি থাকে।

বরা। তা তোমার থাকবে। তোমার সত্যিকার গুরুভক্তি

আছে। এর ফল বৃথা যাবে না।—হাঁ, এখন এস, রাত্রি অনেক হ'য়েছে।—দেখো খুব সাবধান,—এ সব কথা যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ না জান্‌তে পারে। ঐ শেত্‌লা, জোটে, সিদে,—ওদের ত্রিসীমানায় যেও না,—ওরা পাঁজী-পুঁথি নিয়ে থাক্‌,—এ সব কাজ তুমি আপন মনে একাই ক'রো। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তা তুমি পার্‌বে—তুমি একাই এক-শ। যখন প্রয়োজন হবে, তোমায় খবর দিব।

শর্ম্মা নীলকণ্ঠ গুরুর আশীর্ব্বাদলাভে কৃত-কৃতার্থ হইয়া প্রস্থান করিল। মনে মনে বলিতে বলিতে গেল,—"বাবা, গুরু বটে! আবার এই গুরুর যোগ্য চেলাটিও জুটিয়াছে বেশ তা আমি কি কর্‌ব,—এ যে আমার স্বভাবের দোষ!—পরের মন্দ করিলেই যেন আমি থাকি ভাল।"

কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল। আত্মদ্রোহী বরাহের মনে এইবার একটু ঘাত প্রতিঘাত চলিল। বরাহ ভাবিতে লাগিলেন,—

"হায়! এই পরিণাম? দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বরাহের এই অধঃপতন?—দূর হউক, আর ভাবিব না।—অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি, ভাবিলেও আর ফল নাই। না, আমি বিদ্যমানে অন্যে আমার স্থান অধিকার করিবে, ইহা আমার অসহ্য। কল্যাণীয়া পুত্রবধূ?—স্নেহাস্পদ মিহিরের বনিতা?—তা কি করিব, সেই-ই ত আমার মান-গর্ব্ব সকলই খর্ব্ব করিল। বিদুষী, দয়াবতী, —অশেষ গুণের অধিকারিণী? তা জানি,—বিশেষরূপে জানি। কিন্তু জানিয়াই বা কি করিতে পারি? হায়! তার বিদ্যাই তার মরণের মূল—আমারও এই পতনের কারণ হইল,—আমি

কি করিব? সেই অতুল্য অনিন্দ্যসুন্দর রূপ—যেন মূর্ত্তিমতী কমলা ও বীণাপাণি একাধারে অধিষ্ঠিতা;—সব জানি, সব বুঝি,—কিন্তু কি করিব, উপায় নাই;—সে জীবিত থাকিলে আমায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে। তাহার পিতা মাতা মিহিরকে পালন করিয়াছে, রক্ষা করিয়াছে, বিদ্যাদান করিয়াছে,—সে নিজেও অনেকবার মিহিরের প্রাণরক্ষার সহায় হইয়াছে;—সব বুঝিতেছি, সব জানিতেছি, কিন্তু উপায় নাই। সে নিরপরাধ, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ,—পবিত্রতা ও সরলতার আধার,—আমি কি তা জানি না?—হায়! অন্তরের অন্তরে জানি, উপলব্ধি করি, বিশ্বাস করি;—কিন্তু পথ আর নাই। সে বাঁচিলে, আমার নিষ্কৃতি কৈ? না, তাহাকে মারিতেই হইবে।—হাঁ, অগ্রে স্বার্থ, পরে পরার্থ।—গৃহী আমি, পরার্থে আত্মোৎসর্গ করিতে পারি না। না, সে উদারতা আমার নাই, সে মহত্ত্ব আমার নাই,—সে কৃতজ্ঞতাও আমার নাই। অকৃতজ্ঞতার শাণিত খড়্গে আমি তাহাকে নাশ করিব,—নচেৎ আমার শান্তি নাই। জ্ঞান-পাপী আমি;—জ্ঞানের উজ্জ্বল দীপ চির-নির্ব্বাপিত করিয়া অন্ধকারে ডুবিব,—সেই সঙ্গে তাহাকেও ইহসংসার হইতে বিদায় দিব।—হায়, তুমি মিহির!”

বরাহ ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া, পুনরায় আপন মনে বলিলেন,—“হায় মিহির! এক হিসাবে তুমিই সকল অনর্থের মূল! পুত্র হইয়াও তুমি আমার শত্রুর কাজ করিয়াছ! সমুদ্রগর্ভ হইতে অসহায়ে রক্ষা পাইলে কি, আমায় কাঁদাইবার জন্য? কেন তুমি ‘সরস্বতী-পদ্মবন’ হইতে এ অমূল্য রত্ন কুড়াইয়া আমার গৃহে আনিলে? আমি বৃদ্ধ, সংসার-তাপে জীর্ণ শীর্ণ; জীবনের

এ বৈতরিণী-তীরে দাঁড়াইয়া, কোথায় পারের সম্বল আহরণ করিব,—না, আজ আমায় এই জ্বালাময় উত্তাপ বুকে বহন করিয়া, নরকের আগুন প্রজ্বালিত করিতে হইতেছে!—না, না, তোমার দোষ নাই,—তার নিয়তিই, আমায় এ মহাপাপে নিয়োজিত করিতেছে। হাঁ, তাহাকে এই ভাবেই মরিতে হইবে! প্রতিভার মরণ, এই ভাবেই হয়। দানবেরা ঈর্ষা-জ্বালা সহিতেই প্রতিভা সংসারে আসিয়া থাকে। তবে সে মরুক;—মরণের জন্যই আসিয়াছে,—মরুক! মরিয়া, আমার পথ নিষ্কণ্টক করিয় যাক্,—নরকের আগুন নির্ব্বাপিত হোক্।”

ঈর্ষা-বিকারে উদ্‌ভ্রান্ত বরাহং, বিনিদ্র নেত্রে, শয্যায় শুইয়া, এইরূপ আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন।





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরদিন মধ্যাহ্নে মিহিরকে নির্জ্জনে পাইয়া বরাহ বলিলেন, "বৎস মিহির, তোমায় একটি কথা বলিব, মনে করিতেছি। আমি পিতা; পিতার উচিত,—পুত্রের হিত অন্বেষণ করা। অপ্রিয় হইলেও সে হিত সাধন করিতে হয়। নহিলে জ্ঞানকৃত অধর্ম্ম আছে।

পিতৃভক্ত মিহির বিনীতভাবে উত্তর দিলেন,—"পিতঃ, কি আদেশ হয় করুন। আপনার আদেশ সর্ব্বথা আমার শিরোধার্য্য। আপনি যাহা অনুমতি করিবেন, আমি নির্ব্বিকার চিত্তে তাহা পালন করিব জানিবেন।"

বরাহ। সৎপুত্রের এইরূপ বিনীত স্বভাবই বটে। আশীর্ব্বাদ করি, পিতৃমুখ উজ্জ্বল করিয়া, চিরজীবী হইয়া থাক।—হাঁ, বলিতেছিলাম কি বাবা, বধূমাতা সম্বন্ধে, তোমায় একটু সতর্ক হইতে হইবে। সে জন্য তুমি প্রস্তুত হয়।.

সহসা ছ্যাঁৎ করিয়া মিহিরের বুকের ভিতর কে যেন আগুনের ছ্যাঁকা দিল,—তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

'প্রতিভা সম্বন্ধে সতর্ক'—"পিতার এ কথার অর্থ কি?"—

সহসা মিহিরের মুখ-কমল ম্লান হইয়া গেল, চোখ দুটি ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

বরাহ তাহা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিলেন,—"এ কচি-বুকে, আমার এ বিষাক্ত শেল সহিবে কি না সন্দেহ। কিন্তু তথাপি ইহা সওয়াইতে হইবে। কেন না, অন্য উপায় আর নাই।"

প্রকাশ্যে বলিলেন, "বৎস, কথাটা যে তোমার অপ্রিয় ও কষ্টকর হইবে, তাহা আমি জানি। জানিয়াও, কর্ত্তব্যানুরোধে তোমায় বলিতে বাধ্য হইলাম। কি জান বাবা, এই নারীর চরিত্র আর পুরুষের ভাগ্য—দেব-বুদ্ধিরও অগম্য,—তুমি আমি কোন্ ছার!"

মিহিরের সংশয় আরও বর্দ্ধিত হইল,—বুকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল।—মুখ তুলিয়া পিতার মুখের পানে চাহিবার সাহসও তাঁহার হইল না।

বরাহ—নির্ম্মম নিষ্ঠুর পিতা, সেই অবস্থায়ও পুত্রকে বলিতে লাগিলেন,—"বাবা, যাহা আমি তোমায় বলিতে প্রস্তুত হইয়াছি, ইহা আমার কল্পনা বা অনুমান মাত্র মনে করিও না,—সেরূপ লোকও আমি নই;—যাহা তোমায় বলিব, তাহা আমার চোখে-দেখা,—প্রত্যক্ষ ঘটনা।"

এবাব মিহির, যেন একটু কঠোর হইয়া, কষ্টে বলিলেন, "কি, অনুমতি করুন।"

বরাহ দেখিলেন, দুই চারি বাক্য-বাণেই মিহির যেন একটু পোক্ত হইয়াছে; এখন আসল বাণ নিক্ষেপ করা যাইতে পারে। বলিলেন, "বলিতেছিলাম কি বাবা, বধূমাতা আমার যতই

বিদ্যাবতী বা গুণবতী হউন,—রাক্ষুসে দেশে উহাঁর জন্ম। উহাঁর পিতামাতা খুব সৎ হইলেও, সেই সিংহলেরই অধিবাসী; রাক্ষসদের রাজারাণী। অবশ্য রাক্ষস বলিতে আমি কিম্ভূত-কিমাকার একটা জীব বলিতেছি না,—কিন্তু উহাদের প্রকৃতিটা যে আমাদের হ'তে কিছু স্বতন্ত্র, ইহা আমি বিলক্ষণরূপেই বুঝিয়াছি।—এই বধূমাতা দিয়াই বুঝিয়াছি।—তুমি পুত্র,—বলিতে সঙ্কুচিত হই——"

মিহির একটি নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরভাবে বলিলেন, "কি বলিতেছিলেন, বলুন।"

বরাহ। হাঁ, যখন বলিতে প্রস্তুত হইয়াছি, তখন বলিব বৈ কি? বিশেষ যাহাতে তোমার শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে, তাহা বলিব না? দেখ, বধূমাতা আমার বড় নির্লজ্জা।—কেমন যেন অতিরিক্ত মাত্রায় নির্লজ্জা। যতই হোক্, প্রকৃতিদত্ত লজ্জাশীলতা টুকু ত থাকা চাই? নহিলে, নর আর নারীতে প্রভেদ রহিল কি?"

এইরূপে বক্তৃতার মুখবন্ধ আরম্ভ করিয়া, অনেক অবান্তর কথা পাড়িয়া, শেষ গুণনিধি বরাহ; পুত্রবধূকে ডাইনী প্রতিপন্ন করিলেন। বলিলেন, "আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বধূমাতা একাকী, নিশীথ রাত্রে ছাদে দাঁড়াইয়া, শূন্যপানে চাহিয়া, আমাদের অবোধ্য ভাষায়, কাহার সহিত কি কথা বলিতেছেন, এবং সেই সঙ্গে কখন বা খল্ খল্ অট্টহাস্য করিতেছেন,—কখন বা প্রেতিনীর ন্যায় নাকি-সুরে কান্নাও আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। একদিন নয়, দুই দিন নয়,—পাঁচ সাত রাত্রি আমি আপন চোখে, তাঁকে এরূপ করিতে দেখিয়াছি।—কিন্তু সাবধান!

অঙ্গীকার কর, এ কথা তুমি তাঁহাকে ঘুণাক্ষরেও বলিবে না? দেখ, পিতার নিকট পুত্রের অঙ্গীকার!—অঙ্গীকার-ভঙ্গে ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষকে নিরয়গামী হইতে হয়।"

সরল, সত্যনিষ্ঠ মিহির, দৃঢ়তার সহিত পিতার নিকট সত্যবদ্ধ হইলেন।

বরাহ বলিতে লাগিলেন, "কেন এত বাঁধাবাঁধি করিলাম—শুনিবে? দেখ, যতই হোক, আমি তোমার জন্মদাতা—পিতা; অনেক দেখিয়া-শিখিয়া-ঠেকিয়া, তবে আমি এ পক্ককেশ বৃদ্ধ হইয়াছি;—তুমি বিশ্বাস কর আর না কর,—আমি হাড়ে হাড়ে জানি,—ও ডাইনীর মায়া—বড় বিষম মায়া!—এই আদর করিয়া দুধ-ঘি মুখে দিতেছে; আবার প্রয়োজন হইলে অনায়াসে সেই মুখে বিষের বাটিও ধরিতে পারে—তা তিনি পত্নীই হউন, আর জীবনরক্ষাকারিণী দেবীই হউন!—হাঁ, আমার কাছে এই সার কথা বাবা।—কথা গুলা তোমার ভাল লাগিতেছে না, বুঝিতেছি; কিন্তু বৃদ্ধের অনুরোধ, ভাল না লাগিলেও, রোগনাশক তিক্ত ঔষধের ন্যায়, কথা গুলি, গ্রহণ করিও।—ইহাতেতোমারও মঙ্গল, আমারও মঙ্গল,—এই বংশেরই মঙ্গল।—আর কি বলিব?"

সুতরাং যখন ডাইনী-ই সাব্যস্ত করা হইল, তখন ত আরো একটু চমকপ্রদ "রোচক" দেওয়া চাই? নইলে মিহিরের মনই বা চঞ্চল হইবে কেন? মন বিচলিত না হইলে ত বরাহের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না? কাজেই বরাহ সেই বক্তৃতা-রূপ নীতি-উপদেশের সহিত, একটু 'প্রত্যক্ষ' মাদকতার চঞ্চল-মধুররস মিশাইলেন। বলিলেন,—

"বৎস, তুমি ইহা অপেক্ষাও কিছু স্পষ্ট প্রমাণ চাও?—প্রত্যক্ষ,—আপন-চোখে-দেখা?"

মিহির পূর্ব্বাপর নীরব। তিনি নীরবে পিতার কথাগুলি শুনিয়া যাইতেছিলেন,—একটিও কথা কন নাই। নীরবে শুনিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বুকের ভিতর সমুদ্রমন্থন হইতেছিল।

এখন, বরাহ স্বয়ং, যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণগ্রহণের কথা বলিলেন, তখন সেই পিতৃভক্ত পুত্র, যেন অতি বিনীতভাবে, মৌনে সম্মতিলক্ষণ প্রকাশ করিলেন।

বরাহ বলিলেন, "কিন্তু বৎস, সাবধান!—অঙ্গীকার কর, এ কথাও কস্মিন্‌কালে,—জীবনে বধূমাতাকে বলিবে না?"

মর্ম্মপীড়িত মিহির তাহাই স্বীকার করিলেন।

নির্ম্মম পাষাণ বরাহ বলিতে লাগিলেন,—"বধূমাতা ডাইনী কি না, তাহার প্রত্যক্ষ-প্রমাণ, একটু কষ্ট করিলে, হয়ত তুমি অদ্যই পাইবে। রাত্রিকালে যখন তুমি নিদ্রা যাও, সেই সময় ওঁর এই লীলাখেলা আরম্ভ হয়। তুমি আজ একটু অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিও দেখি? শয্যায় যথারীতি শয়ন করিও,—নিদ্রার ভাণ করিয়া, ঠিক নিদ্রিতের ন্যায় শুইয়া থাকিও,—বধূমাতা ডাইনী কিনা, হয়ত অদ্যই তাহা বুঝিতে পারিবে। আজ যদি একান্ত না হয়, ত দু'-একদিন মধ্যেই তাহা অবগত হইবে। দেখিবে,ঐ মায়াবিনী,তোমার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া, যেন বিজ্‌ বিজ্‌ করিয়া আপন মনে কি বলিতেছে।—ঘটনাক্রমে এ দৃশ্য একদিন আমার চোখে পড়ে। কৌতূহলী হইয়া দ্বিতীয় দিনেও দেখি, এই কুহক-ক্রিয়া।—

বৎস, ভয়ে—প্রাণের দায়ে, আমি এ সম্বন্ধবিগর্হিত কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছি জানিও। কিন্তু আবার বলি, বৎস, সাবধান! জীবনে ইহা প্রকাশ করিতে পারিবে না।—কি জানি, ডাইনীর মায়া,—ও বড় বিষম ব্যাপার!"

মিহির পিতার নিকট পুনরায় সত্যবদ্ধ হইয়া অধোবদনে নীরব রহিলেন।

সেই অবসরে বরাহ পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"হায়! পুত্রবধ্ যখন ডাইনী হইল, তখন আর আমার সংসারে সুখ রহিল কি! সংসার শ্মশান, জীবন শ্মশান,—এমন প্রাণপ্রতিম পুত্র-রত্নের নির্ম্মল হৃদয়ও শ্মশান হইল! হায় বিধাতঃ! তুমি জান—ইহার পরিণাম কি! কুলকামিনী যখন মায়াবিনী—ডাকিনী হইল, তখন আর তার অসাধ্য রহিল কি?—তাহাকে বিশ্বাসই বা কি? আবশ্যক হইলে, সে সব করিতে পারে।—আর করিয়াছে কিনা, তাই বা কে বলিল? তাই বলিতেছিলাম,—হায়! আমার সোণার সংসার শ্মশান হইল! জীবিত অবস্থায় আমার সমাধি হইল!"

বরাহের বক্তৃতা-স্রোত, এইরূপ কতদিক্ দিয়া যে প্রবাহিত হইল, তাহা বলা যায় না।

মিহির—মর্ম্মাহত, স্তম্ভিত, বিস্ময়-বিমোহিত মিহির—আদ্যন্ত শুনিয়া,—পিতার সেই ভয়ব্যাকুলতা দেখিয়া, নিজেও একটু ভয়চকিত ও চঞ্চল হইলেন বৈ কি? সেই ভয়-চঞ্চলতার সহিত একটু কৌতূহলও আসিল। ভাবিলেন,—

"হায়, এ কি শুনিলাম? প্রতিভা—মায়াবিনী? ঐ অনিন্দ্যসুন্দর রূপে, ঐ অপরূপ বিদ্যাবিনয়-মাধুরীতে, ভৌতিক

ক্রিয়ার সংযোগ? হায় ঈশ্বর! তবে তোমার এ সৃষ্টি—কি? যাই হউক, একবার দেখিতে হইল।—মহাগুরু পিতা বলিতেছেন,—একেবারে অবিশ্বাস করিতেও পারি না। কিন্তু—ওঃ! বুক যে ভাঙ্গিয়া যায়,—প্রতিভা পিশাচসিদ্ধা কুহকিনী?"

এদিকে ভীষণ খল বরাহ, পুত্রের অগোচরে, পুত্রবধূকেও বিধিমতে জপাইয়া প্রমাণ করিল,—"মিহিরের কি একটা উৎকট রোগ আছে,—ঘুমের ঘোরে তাহার মুখ দিয়া কেমন একটা ন্যক্কারজনক দুর্গন্ধ বাহির হয়,—আর সেই সঙ্গে কিল্-বিল্ করিয়া কতকগুলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট তার নাকে-মুখে দেখা দেয়,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে গুলো আবার মিলিয়েও যায়। তোমার বোধ হয়, অতি শৈশবকাল হইতে সহিয়া গিয়াছে বলিয়া, তুমি তাহা আদৌ বুঝিতে পার না। যা হোক, আমার নিকট এ রোগের এক অব্যর্থ মুষ্টিযোগ আছে,—তোমাকেই তার প্রক্রিয়া করিতে হইবে। কারণ, তুমি ভিন্ন অন্যে সে ক্রিয়া করিলে ফলিবে না। অথচ মিহিরকে তাহা কস্মিন্‌কালে বলিতেও পারিবে না—পূর্ব্বেও নয়, পরেও নয়। বলিলে, উল্‌টা উৎপত্তি হইবে,—রোগ বৃদ্ধি হইয়া তাহার প্রাণনাশ ঘটিবে। দেখিও মা, খুব সাবধান! হিত করিতে গিয়া যেন অহিত করিয়া বসিও না,—তোমার উপর আমার মিহিরের জীবন-মরণ।"

এমন ভাবে ও এরূপ কৌশলে, বরাহ এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলেন যে, তাহাতে প্রতিভার মনে কোনরূপ প্রশ্নই উঠিতে পারিল না। বিশেষ, পিতা যখন আপন সন্তানের রোগনির্ণয় ও সেই রোগ উপশমের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছেন, তখন তাহাতে সংশয়সূচক প্রশ্নই বা উঠিবে কেন?

প্রতিভা সরলভাবে ও সরল মনেই শ্বশুরের কথাটা গ্রহণ করিলেন।

শেষ বরাহ বলিয়া দিলেন,—"এখন মা, যে কথা বলি, মনোযোগ পূর্ব্বক শুন। খুব গভীর রাত্রে মিহির যখন গাঢ়-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িবে, সেই সময়, তুমি চুপি চুপি শয্যা হইতে উঠিবে। গৃহে আলোক জ্বালিও না,—অন্ধকারেই মিহিরের শিয়রে গিয়া বসিবে। তারপর মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া, আমি যে শিকড়টি দিতেছি, এই শিকড়টি তোমার দাঁতে কাটিয়া, দাঁত দিয়া তার নাকের কাছে ধরিবে।—এই লও শিকড়।—লজ্জা কি মা?—এমন কাজে লজ্জা করিতে নাই।—অর্দ্ধমুহূর্ত্তকাল এইরূপ করিতে পারিলেই—কার্য্যসিদ্ধি। যদি কিছু কসুর থাকে বুঝ, পরদিন রাত্রেও ঠিক এইরূপ করিও। তা হ'লেই একেবারে নিশ্চিন্ত,—ঐ ব্যাধির নামটি পর্য্যন্ত আর থাকিবে না। কিন্তু মা, আবার বলি, খুব সাবধান!—ঘুণাক্ষরে এ কথা প্রকাশ না হয়। কেন না, ইহাতে জীবন-মরণ সম্বন্ধ আছে। তা তোমাকে অধিক বলিতে হইবে না,—গুণবতী, বিদ্যাবতী, সতী-সাধ্বী তুমি।"

কূটবুদ্ধি বরাহ, কূটবুদ্ধিবলে, এই ভীষণ চক্রান্তের অনুষ্ঠান করিল। দুই জনকে দুই দিক্ দিয়া, এমনি কূটকৌশলে ঘিরিয়া ফেলিল। অথচ দুই জনে ভ্রমেও বুঝিতে পারিল না যে, ইহার মধ্যে তাহাদের মৃত্যুবাণ লুক্কায়িত আছে। তাহাদেরই বা অপরাধ কি? পিতা বা পিতৃস্থানীয় শ্বশুর যে, সহসা এমন ভীষণ ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশসাধনে অগ্রসর হইবে, তাহা কে মনে করিতে পারে,—বা কাহার মনে করা উচিত?

এক বলিবে, গণনা-বিদ্যা ত উহাঁদের আয়ত্ত,—প্রতিভা ও মিহির গণনা করিয়া দেখিলেন না কেন, যে, আসল ব্যাপারখানা কি?

উত্তর,—গণনার প্রশ্নই উহাদের মনে উঠে নাই। কেন উঠিবে? সন্দেহ বা অবিশ্বাস হইলে ত, ও প্রশ্ন মনে জাগিবে? তা আদৌ জাগে নাই। পরস্পরের যেরূপ সম্বন্ধ, তাহাতে সহসা সন্দেহ জাগাই একটু অস্বাভাবিক।

যাই হোক, গ্রহবৈগুণ্যেই নিরীহ দম্পতী আজ নিষ্ঠুর খলের বিষম ফাঁদে পা দিয়া জড়িত হইতে চলিলেন। তাঁহাদের শান্তিময় মিলন-মন্দিরে সহসা এক ভীষণ দৈত্য প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদের সুখ-সৌভাগ্য দলিত ও বিধ্বস্ত করিয়া দিল। সূর্য্যে গ্রহণ লাগিল। মিহিরের হৃদয়াকাশ ঘনমেঘে ঘিরিয়া ফেলিল। সোণার কমলিনী অগ্নি-তাপে ঝলসিয়া গেল।

প্রেমের পারিজাত আর ফুটিল না। সে মধুর সৌরভের আঘ্রাণ আর কাহারো ভাগ্যে ঘটিল না। ধরায় নন্দনকাননের শোভা দেখিয়া আর কেহ নয়ন সার্থক করিতে পারিল না।—অমৃতে গরল মিশিয়াছে,—সে মৃতসঞ্জীবন ঔষধ, হায়! আর কোথায় মিলিবে?

মহাপাপ বরাহ, যে মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়া, অব্যর্থ সন্ধানে, পতিপ্রাণা প্রতিভার সর্ব্বনাশ চেষ্টা করিল, দৈবের নির্ব্বন্ধে, তাহার প্রথম অংশ ফলিয়া গেল।—সেই দিন রাত্রেই পিতৃভক্ত মিহির, পিতার উপদেশ অনুযায়ী, নিদ্রার ভাণ করিয়া, গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া রহিলেন,—আর এদিকে, স্বামীর সেই চির শুভাকাঙ্ক্ষিণী—সতীসাধ্বী প্রতিভা, শ্বশুরের উপদেশ-

ক্রমে, সেই গভীর রাতে সেইরূপ চুপি চুপি শয্যা হইতে উঠিয়া, অন্ধকারে সেই ভাবে স্বামীর শিয়রে গিয়া বসিলেন; তার পর বরাহের উপদেশ মত, যথারীতি স্বামীর মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া, কথিত শিকড়টি সেইরূপ দাঁতে কাটিয়া, তারপর সেই শিকড়টি দাঁতে করিয়া ধরিয়া—সরল বিশ্বাসে স্বামীর নাকে স্পর্শ করিয়া রহিলেন।—অনভ্যাসবশতঃ ঘন ঘন তাঁহার নিশ্বাস পড়িতে লাগিল,—ভয়ে বুক কাঁপিতে লাগিল।—মিহির বুঝিলেন, পিতার উপদেশ, অক্ষরে অক্ষরে সত্য; প্রতিভা বুঝিলেন, তাঁহার শ্বশুরদেবের আদেশ অনুসারে, এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারাই, তিনি স্বামীকে প্রচ্ছন্ন রোগ হইতে মুক্ত করিতে পরিলেন।

তখন মর্ম্মাহত মিহির, মনে মনে মরণাধিক যন্ত্রণা অনুভব করিলেন।—মনে মনে বলিলেন, "হায়, এ কি দেখিলাম?—কেন দেখিলাম? দেখিবার অগ্রে, আমার মৃত্যু হইল না কেন? প্রতিভা—কুহকিনী? ঐ রূপ—যাহা দেখিলে চোখের পলক পড়ে না,—ঐ রূপ,—হায় ঈশ্বর! কি বলিব?—এত সাধের প্রতিভা আমার পিশাচসিদ্ধা ডাকিনী?—পিতার অনুমানই তবে সত্য?—ওঃ! মনে করিতেও যে বুক ফাটিয়া যায়! জগদীশ্বর, আমায় গ্রহণ কর,—এই শয্যাই যেন আমার কালশয্যা হয়!"

প্রতিভা মনে করিলেন,—"ধন্য আমি যে, স্বামীর এ বিষম রোগমুক্তির সহায় হইতে পারিলাম। শ্বশুরদেবের উপদেশ অনুযায়ী, কল্যও আর একবার এইরূপ করিব,—কি জানি, যদি আজ কিছু ত্রুটি থাকে।"

পরদিন রাত্রিতে মিহিরও আবার কি মনে করিয়া, যথারীতি শয্যায় শুইলেন। ভাবিলেন, "দেখি, আজও একবার পরীক্ষা

করি। আজও নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকিব,—দেখিব, আজই বা প্রতিভা কি করে।”

দ্বিতীয় দিনও প্রতিভা, ঠিক্ সেই সময়ে, সেই গভীর রাতে, সেইরূপ অন্ধকারে, চুপি চুপি আপন শয্যা হইতে উঠিয়া, বরাহ-কথিত প্রণালীতে, যথারূপে স্বামীর রোগমুক্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। হৃষ্টচিত্তে ভাবিলেন, “ঈশ্বরের ইচ্ছায় আর কোন আশঙ্কা নাই,—দুইদিনই স্বামীকে নিরাপদে শ্বশুরদেব-প্রদত্ত মুষ্টিযোগটি ব্যবহার করাইলাম। স্বামী আমার গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত; ইহার বিন্দুবাষ্পও জানিতে পারেন নাই,—অতএব এ কথা গোপন করার জন্য, আমায় আর সঙ্কুচিত হইয়াও থাকিতে হইবে না।”

মিহির ভাবিলেন, “না, আর অবিশ্বাস নাই,—বার বার দুইবার—দুই দিনই একরূপ।—আজও প্রতিভা সেইভাবে চোরের মত চুপি চুপি আমার শয্যায় আসিয়া, আমার মুখের নিকট মুখ রাখিয়া, নাকে কি আঘ্রাণ দিয়া গেল!—হাঁ, গন্ধটা কেমন বোট্‌কা-বোট্‌কা বটে।—তবে? হায়, আর কি বলিব? —তবে সত্য সত্যই এ জীবন শ্মশান হইল!—পিতৃদেব আমার পরম ধার্ম্মিক, তাঁর কথা কি মিথ্যা হইতে পারে? জীবন শ্মশান, অথচ এ দুর্ব্বহ দেহ-ভারও বহন করিতে হইবে।—কেননা, আত্মহত্যায় কাহারো অধিকার নাই।—কিন্তু কি নিদারুণ কষ্ট!—মুখ ফুটিয়া প্রতিভাকে দুটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, তাহারও উপায় নাই,—পিতার নিকট দৃঢ়রূপে সত্যবদ্ধ হইয়াছি।—ওঃ! প্রতিভা কুহকিনী? স্মরণেও যে হৃৎকম্প হয়! সর্ব্বস্ব ভুলিয়া, এত দিন তবে এ কুহক-প্রতিমার পূজা

করিয়া আসিয়াছি? জ্ঞানের প্রদীপ ভাবিয়া আলেয়ার আলোর অনুসরণ করিয়াছি? হায়! মন্দার-মালা সর্পে পরিণত?—দেবীর আসনে দানবীর অধিষ্ঠান?—জগদীশ্বর! এখনো আমার অস্তিত্ব কেন?—কিন্তু থাক্, এ মুখ আর ফুটিবে না,—ফুটিয়া কাজও নাই।—এ বুক খণ্ড খণ্ড হইয়া যাক্।—পিতৃদেব, আমায় ক্ষমা করুন; আমি অবোধ অজ্ঞান মোহান্ধ,—বারেকের জন্যও আপনার বাক্যে সন্দিহান হইয়াছিলাম,—আমায় ক্ষমা করুন।"

অশ্রুজলে মস্তক-উপাধান আর্দ্র হইয়া গেল,—মিহিরের সেই বড় দুঃখের রাত্রি এই ভাবে প্রভাত হইল।





সপ্তম পরিচ্ছেদ

বরাহ বুঝিলেন, ঔষধ ধরিয়াছে,—তাঁহার অব্যর্থ প্রক্রিয়ায় মিহিরের হাসি-মুখ ইহজন্মের মত মলিন হইয়াছে; মিহিরের অন্তরের অন্তরে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বীজ তীব্রভাবে অঙ্কুরিত হইয়াছে।—এখন এই অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত করিতে পারিলেই হয়। তাহার পর তাহাতে যে ফল ফলিবে, তাহা অব্যর্থ, অমোঘ, বিষময়।

তদবস্থায় দুই দিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিনে মহাপাপী বরাহ সেই বিষবৃক্ষের পরিবর্দ্ধন ও পরিপুষ্টির আশায়, আপন সন্তানের হৃদয়ে আর একটি উত্তেজক 'সার' নিক্ষেপ করিল।

সেই খল-অনুচর নীলকণ্ঠকে ডাকিয়া বলিল, "সময় উপস্থিত, তোমায় আর একটি কাজ বিশেষ চতুরতার সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে।"

নীলকণ্ঠ আদ্যন্ত শুনিয়া উৎসাহভরে বলিল, "কি অনুমতি করুন,—যেরূপে পারি, আমি তাহা সুসিদ্ধ করিব।—হাঁ, এই ঠিক হইয়াছে,—ফিকির খাটাইয়া এই যে 'ডাইনী' প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ইহা হইতেই আপনার সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

বরাহ। এখন দ্বিতীয় কাজ,—আরো একটু গুরুতর।—পারিবে কি?

নীল। প্রভু, আজ কেন দাসের প্রতি অবিশ্বাস করিতেছেন? আপনার কার্য্যে, কবে আমি অমনোযোগী বলুন?

বরা। না, তা নয়,—তবে কিনা কাজটা বড় কঠিন,—বড় সতর্কতার প্রয়োজন।—তা শোন;—এইবার ঐ ডাইনী বেটীকে কলঙ্কিনী প্রমাণ করিতে হইবে।—উহার চরিত্রও মন্দ,—মিহিরকে এ প্রমাণটিও হাতে হাতে দেখাইতে হইবে।—আমার কথার তাৎপর্য্যটা উপলব্ধি করিতে পারিলে কি?

নীল। (সাহ্লাদে) প্রভুর আশীর্ব্বাদে পারিয়াছি বৈ কি? (স্বগত) ওরে বাবা, এ বেটা বলে কিরে? একটা রক্তারক্তি ব্যাপার না ক'রে ছাড়্চে না দেখ্ছি। (প্রকাশ্যে) গুরুদেবের আমার অব্যর্থ সন্ধান! হাজার হোক, কত বড় মাথা!—যে-সে কি এমন মাথা খেলাইতে পারে? ঠিক বলিয়াছেন প্রভু, পত্নীর সকল দোষ স্বামীতে ভুলিতে পারে,—কিন্তু ও কলঙ্ক—ঐ চরিত্রদোষ,—রক্তমাংসের শরীরে কেহই সহ্য করিতে পারে না।—হাঁ, এই ঠিক্ আয়োজন।—তা আমি প্রস্তুত, আমায় কি করিতে হইবে, অনুমতি করুন।

বরা। অন্য কিছু নয়,—তোমায় দুইবার দুইরকম বেশ বদ্‌লাইতে হইবে।

নীল। এ আর বেশী কথা কি প্রভু? ছেলেবেলায় অমন অনেকবার অনেক রকম বহুরূপী সাজ্‌তে হ'য়েছে;—প্রভুর নিকট এ সময় বল্‌তে আর কুণ্ঠা কি?—এই ধরুন, পরের বাগান থেকে ফুল চুরির জন্য,—ফলটা-পাকুড়টা সংগ্রহের চেষ্টায়, সময়

সময় ভূত-প্রেত-বেম্মদত্যির পোষাক অবধি প'ত্তে হ'য়েছে। —শেষ মালীর তাড়া খেয়ে, পাঁচীল ট'প্‌কে, প্রাণে প্রাণে পরিত্রাণ।

বরা। হাঁ, তা তুমি পার্‌বে। তবে এ কাজটা কিছু সূক্ষ্ম রকমের ;—একবার একটি স্ত্রীলোক সাজা, আর একবার একটি ফুটফুটে যুবক সেজে চোখে ধাঁধাঁ দেওয়া।—কিন্তু আবার বলি, —বিশেষ সাবধান হ'তে হবে। তুমি আর আমি ছাড়া, জনপ্রাণী এর অঙ্কুর না জান্‌তে পারে। এরি উপর আসল কাজ নির্ভর ক'র্‌ছে জেনো।

নীল। প্রভূ, অধমকে আর বেশী বল্‌তে হ'বে না,—এ সব কাজে, বালককাল থেকেই আমি পোক্ত আছি। তবে কি ক'র্‌বো, জাত-ব্যবসা,—বিশেষ বাপ মর্‌বার সময়—হাতে ধ'রে ব'লে গেছেন,—তাই আপনার আশ্রয়ে এসে এই পাঁজী-পুঁথি খুলে বসা। এখন আর কি কি ক'ত্তে হবে, খুলে বলুন।— আমায় কি ঐ সব সাজ-গোছ সংগ্রহ ক'ত্তে হবে ?

বরা। হাঁ, এখনি—ঐ কাজটিই সর্ব্বাগ্রে। কিন্তু খুব সাবধান, —কাক-কোকিলেও না জান্‌তে পারে।—তা হ'লে সব গুলিয়ে যাবে।—হাঁ, দিব্য একটি গোঁফ আর বেশ সুশ্রী একটি ছোট দাড়ী চাই। আর ঐ স্ত্রীবেশ সংগ্রহের তত আবশ্যক নাই,— যেমন তেমন একখানা শাড়ী ও পর-চুলো হ'লেই চল্‌বে।— আর এদিকে ত তোমার মোচ্‌-দাড়ী—ও বালাই-ই নাই,— তা ভালই হইয়াছে।

নীল। আজ্ঞা হাঁ। তার পর,—আমায় আর কি কর্‌তে হ'বে ?

বরা। সেই কথাই এখন বল্‌ছি।—তুমি একবার ধাঁ ক'রে আমার ঐ ছোট ঘরটি দেখে এস দেখি?—মিহির একাগ্র মনে নীতি-শাস্ত্র অধ্যয়ন ক'র্‌ছে কি না?

চর বা চেলা 'যথা আজ্ঞা' বলিয়া চলিয়া গেল।

খল ববাহ আপনা আপনি বলিতে লাগিল,—"কি জানি, যদি কিছু জান্‌তে শুন্‌তে হঠাৎ এখানে এসে পড়ে? না, সতর্ক হওয়া ভাল। কথায় বলে,—'সাবধানের ঘরে মার্ নেই'।"

চেলা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মিহির মহাশয় বাহ্যজ্ঞান-রহিত হ'য়ে কি ভাব্‌ছেন।"

বরা। (স্বগত) ভাব্‌বে আর কি?—বউ বেটীর ব্যবহারটা মনের মধ্যে তোলপাড় ক'র্‌ছে।—হুঁ, এমন সন্ধিস্থান,—এ বারের সন্ধানটাও কি অব্যর্থ না হ'য়ে যেতে পারে? (প্রকাশ্যে) তা এখন শেষ কথাটা মন দিয়ে শুন। সেই ডাইনী বিশ্বাসের পর, আজ দু'দিন মিহির আর অন্দর-মুখও হয় না;—খাওয়া-দাওয়া-শোওয়া,—সবই এই বহির্ব্বাটীতে। বাবাজী আমার সে বেটীকে বুঝিয়েছে, কিছুদিন অনন্যকর্ম্মা হ'য়ে, আমার নিকট নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন কর্‌তে হবে ব'লে, বাড়ীর ভিতর যাবে না।

নীল। বাঃ! মিহির মহাশয়ও ত বেশ ফিকির খাটিয়েছেন? (স্বগত) কেমন বাপের বেটা!

বরা। কাজেই সে ডাইনী বেটী—এখন একা শোয়,—ঘরে একজন দাসী মাত্র থাকে। তা আজ সন্ধ্যের পর তোমায় একবার তকে-তকে, ধাঁ ক'রে গা ঢাকা দিয়ে, আমার অন্দরে প্রবেশ ক'ত্তে হবে। খিড়্‌কীর দিকে একটা এঁদো কুঠ্‌রী প'ড়ে আছে,—তার ত্রিসীমানায় কেউ যায় না,—সেইটের ভিতরে ঢুকে,—

সেখানে দুটো হোগ্‌লা আছে,—সেই হোগ্‌লা দুটো গা-ভোর জড়িয়ে, এক কোণে খাড়া হ'য়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে।—রাত্রি দুই প্রহরের পর জ্যোৎস্না, অনেকক্ষণ তোমায় ঐ ভাবে ঘরটায় থাকতে হবে।

নীল। (স্বগতঃ) ওরে বাবা! বেটার ত আমার উপর কোন দাদ্‌ তোল্‌বার মতলব নেই? (প্রকাশ্যে) তা জ্যোৎস্নার পরে কেন,—আগে হ'লেই ত ভাল হয়?

বরা। আহে, আমার কথাটা শোনই আগে? ঐ জ্যোৎস্নার ফিন্‌ফিনে আলোটুকু নিয়েই আমার কাজ। জ্যোৎস্না উঠ্‌বে, আর রাতও তখন দুপুর গড়িয়ে যাবে, ঐ সময়েই তোমায় স্ত্রীবেশ ধ'রে খিড়্‌কীর বাগান দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। বউ বেটীর শোবার ঘরের গা দিয়ে যে দোর আছে, সেই দোর খুলে তোমায় বেরুতে হবে। যেন দাসীটা বেরিয়ে গেল, এমনি ভাবে বেরুতে হবে। সেই সময় তুমি একটু শব্দ করিও; শব্দটা যেন আমাদের কাণে যায়। তারপর, দণ্ড খানেকেরও কম সময়ের মধ্যে, দিব্য নধরকান্তি একটি যুবা সেজে, চুপি চুপি ঐ বাগানে আস্‌বে, এবং ভয়ে ভয়ে চারিদিক দেখ তে দেখ্‌তে ঐ দোরের কাছে এসে উঁকি মার্‌বে, দুই একবার বা সঙ্কেতসূচক টুক্‌-টুক্‌ শব্দও কর্‌বে, যেন ডাইনী বেটী——বুঝ্‌লে কি না?

ীল। (স্বগতঃ) ওরে বাবা! এ বেটা যে চাঁড়ালেরও অধ (প্রকাশ্যে) আর আপনারা তখন কোথায়?

্রা। মিহিরকে তখন আমি কৌশল ক'রে ছাদে নিয়ে যাব। চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে দুই একটা মীমাংসা বুঝে নেব ব'লে যেন দেখ্‌তেই ছাদে উঠ্‌ব। এদিকে নির্ম্মল জ্যোৎস্না, চাঁদের

কলাও দেখা হবে, আর সেই কৌশলে আমার আসল উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে।—আগে থাক্‌তে এ সব গ'ড়ে-পিটে রাখ্‌বো।

নীল। তা হ'লে আপনারা খিড়্‌কীর দিকে সুমুখ ক'রে দাঁড়াবেন?

বরা। তা দাঁড়াব না? দাঁড়াব,—চাই কি চৌকী পেতে একটু ব'স্‌তেও পারি। কি জানি, সাজ্‌তে গুজ্‌তে যদি তোমার কিছু বিলম্ব হ'য়ে পড়ে।

নীল। না প্রভু, তা হবে না,—জেনে-শুনে কি আপনাকে কষ্ট দিতে পারি?

বরা। তার পর, আর একটা কাজ। দেখ, সব দিকে মাথা ঘামানো চাই। প্রথম তুমি ঐ যে শাড়ী প'রে স্ত্রীবেশে বেরুবে,—একটু দূরে গিয়ে ও-সব ফেলে দিও,—কেবল শাড়ীখানা রেখো। যখন মোচ-দাড়ী প'রে, নব্য যুবকটি সেজে আবার খিড়কীতে আসবে, তখন ঐ শাড়ীখানা একটু কাজে লাগ্‌বে।—কি বল দেখি?

শর্ম্মা নীলকণ্ঠ, যতই হোক চেলা,—ঝুনো গুরুজীর সূক্ষ্মবুদ্ধির ভিতর কি সহজে প্রবেশ করিতে পারে? আর সে, মুখে যত হাম্‌বড়াই করে, কাজে তত নয়।

বৃদ্ধ কলি বরাহ তাহা জানিতেন। কিন্তু কি করেন, অভাবে, শর্ম্মা নীলকণ্ঠকে একরূপ বানেয়া করিয়া লইতেছেন।

নীলকণ্ঠ কোন উত্তর দিতে পারিতেছে না দেখিয়া, বরাহ বলিলেন, "এটা আর কিছু নয়,—তোমার চতুরালীর সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার সেই যুবকবেশে ঐ শাড়ীখানা এমন ভাবে গায়ে জড়াবে, যেন দেখেই বোধ হয়, হঠাৎ কেউ

ধ'রে-ফেল্‌বার আশঙ্কায়—ঐটি ক'রেছ।—আমার অভিপ্রায়টা কি, এখন বুঝ্‌লে ?"

নীল। আজ্ঞা হাঁ, এইবার বেশ বুঝেছি। আপনারা সেই ফিন্‌ফিনে জ্যোৎস্নায়, দেখেই বুঝে নেবেন, বেটা মেয়েমানুষ সেজে নিশ্চয়ই বদ্‌ মত্‌লবে খিড়্‌কীতে ঢুকেছে। কিন্তু প্রভু, শেষটা ত আমাকে নিয়েই টানা-হেঁচ্‌ড়া হবে না ?

বরা। আরে রাম! তুমি ক্ষেপেছ নাকি ? দেখ, এর ভিতরও আমার একটা উদ্দেশ্য আছে। তাই না দেখে, মিহির বল্‌বে পুরুষ, আমি বল্‌ব, 'না, একটি স্ত্রীলোক; বোধ হয় বউ-মার দাসী, মুখ-হাত ধুতে খিড়্‌কীতে গেছিল।' এবার নিজেকে একটু খোলসা রাখ্‌তে হবে। বুঝ্‌লে না ?—তা হ'লেই বাবাজী আমার আরো মেতে উঠ্‌বেন।

নীল। আজ্ঞে হাঁ, তা বটে। (স্বগতঃ) উঃ! বেটা সাক্ষাৎ কলি! বদ্‌ মত্‌লবে, আমায় গুলে খেতে পারে।—(প্রকাশ্যে) তার পর, আমার পরিত্রাণের উপায় ?

বরা। সে জন্যে চিন্তা কি ? খিড়্‌কীর দোর দিয়ে অন্দরে ঢুকেই তাড়াতাড়ি ঐ নব্যযুবার বেশভূষা সমস্তই কূয়োর মধ্যে ফেলে দিও। তখনি আবার সেই এঁদো ঘরে ঢুকে, যে নীলকণ্ঠ —সেই নীলকণ্ঠ হ'য়েই, ধাঁ ক'রে সদর-দোর দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌বে। তার পর আর কি, একেবারে চোঁ দৌড়ে, চতু-স্পাঠীতে গিয়ে উঠে, নাক-ডাকিয়ে ঘুমুতে আরম্ভ কর্‌বে। কিন্তু খুব সাবধান, কৌতূহলী হ'য়ে, অন্দরে আর তিলমাত্র থেকো না;—কি জানি, কিসে কি হয়।

নীল (স্বগতঃ) বেটার আবার সে নিষ্ঠেটুকুও আছে!—

দূর হোক, ও-কথা আর ভাব্‌বা না। (প্রকাশ্যে) প্রভুর আমার এ অব্যর্থ সন্ধান। কোন দিকে একটুও ছুট-ফাঁক রহিল না। তা এ দাস আপনার নিতান্ত অনুগত,—দাসকে চরণে রাখ্‌বেন। এখন তবে আমি বিদায় হই।

বরা। হাঁ, যাও,—আর দেরী ক'রো না। সময় অল্প, এরি মধ্যে সব আয়োজন করতে হবে। (একটি মোহর দিয়া) এই নাও,—যা যা দরকার, জোগাড় করগে। তোমার পারিতোষিক, যথাসময়ে পাবে।

নীল। প্রভুর কৃপাই আমার পারিতোষিক ;—অন্য পারিতোষিকের প্রয়োজন কি ? (স্বগতঃ) কাজ সেরে বেটা ত ফাঁকি দেবে না ?

যোগ্য শিষ্য, যোগ্যতম গুরুর পদধূলি লইয়া প্রস্থান করিল।

বরাহ ভাবিতে লাগিল,—"এতক্ষণে আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। এইবার আমার পথ কণ্টকশূন্য হইবে। হাঁ, সুনিশ্চিত হইবে। মিহিরের মন সংশয়-তিমিরে আচ্ছন্ন ; এইবার সেই তিমিরে বিদ্যুৎ খেলিবে। কিন্তু আমি এ কি করিলাম ? জানিয়া-শুনিয়া এ মহাপাপে—এ মহা সর্ব্বনাশে——থাক্, ও চিন্তার আর সময় নাই। হস্তচ্যুত তীর ;—আর হাতে আসিবে না।—না, তাই বা কেন ? কি আমি করিয়াছি ? আমার মানগর্ব্বখর্ব্বকারিণী,—অতুলযশস্বিনী হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে, আর আমি মূকের ন্যায় তাহা দেখিব ?—পাগলের কথা ! আমি এমন পাগল নহি যে, যাহা করিয়াছি, তাহা বিশেষরূপে না ভাবিয়া করিয়াছি।—এখন এই ভাবনাই যেন সার্থক হয়।"





অষ্টম পরিচ্ছেদ



কাল রাত্রি। ধীরে ধীরে অন্ধকার অপসৃত হইতে লাগিল; ধীরে ধীরে জ্যোৎস্নাও ফুটিয়া উঠিল,—জ্যোৎস্নায় দিক্ আলোকিত হইল;—তবুও বলিব, আজ কাল রাত্রি। আজ প্রতিভার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের রাত্রি। আজ ভারতে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান মলিন হইবার রজনী। হায়, এমন রজনীর আবির্ভাব যদি না হইত?

জ্যোৎস্নাও উঠিল, আর পাপ বরাহের বুকটাও যেন দশ-হাত হইল।—কি জানি, আজ যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিত? মহাপাপী এতক্ষণ ঘন ঘন আকাশপানে চাহিতেছিল।

নির্ব্বিঘ্নে জ্যোৎস্না উঠিল দেখিয়া, খলের হৃদয়ে আহ্লাদ আর ধরে না। পূর্ব্বসূচনামত এতক্ষণ মিহিরের সহিত জ্যোতিষ-সংক্রান্ত যে কথোপকথন হইতেছিল,—জ্যোৎস্না উঠিল দেখিয়া, বড় স্ফূর্ত্তির সহিত বরাহ তাহার আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। উৎসাহভরে কহিলেন,—

"বৎস, শুভ ইচ্ছা যখন মনে জাগিয়াছে, তখন আজিই উহা সম্পন্ন করা ভাল।—চল, ছাদে উঠিয়া, হাতে-কলমে চন্দ্রগ্রহণের

স্বরূপ ও লক্ষণ নির্ণয় করি। সিংহলের গণনায় আর এখানকার গণনায়, আমার যেন একটু প্রভেদ ঠেকে।”

মিহির পিতৃবাক্যের প্রতিবাদ করিতে সাহস না করিয়া ‘যথা আজ্ঞা’ বলিয়া, পিতার সহিত ছাদে উঠিলেন। সেখানে গিয়া পিতাপুত্রে কিছুক্ষণ চন্দ্রের হ্রাস, বৃদ্ধি, কলা, কিরণ—এই সব বিষয়ে আলোচনা চলিতে লাগিল। কোন্ গ্রহের কোথায় স্থিতি, কাহার প্রভাব কিরূপ,—ইত্যাকার বিষয়েও নানা বাদানুবাদ চলিল।

বাদানুবাদ চলিল বটে, কিন্তু বরাহের মন পড়িয়া রহিয়াছে,—গুণধর শিষ্যের সেই সঙ্কেতের প্রতি। তাই এক একবার কথা কহিতে কহিতে, অন্যমনস্ক ভাবে তিনি ‘হুঁ’ ‘না,’ ‘হাঁ’ প্রভৃতি অসম্বন্ধ-বাক্য বলিয়া ফেলিতে লাগিলেন। মিহির ভাবিলেন, “বয়োবৃদ্ধ পিতার আমার স্মৃতিশক্তির হ্রাস হইয়াছে; তাই কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিতেছেন।—এ বয়সে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।”

নির্ম্মল জ্যোৎস্নাধারা প্রবাহিত হইতেছে, নির্ম্মল আকাশে চাঁদ হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে; নির্ম্মল জ্যোৎস্না অঙ্গে মাখিয়া, চকোর চকোরী সেই চাঁদের সুধা পান করিতেছে;—সব সুন্দর, সব শোভাময়; কেবল মিহিরের বুকের ভিতর বিষম বিষদহন,—বিষম মর্ম্মঘাতী জ্বালা। চিন্তা-জর্জ্জরিত মিহির মনে মনে বলিলেন,—

“হায়, সেই একদিন, আর এই একদিন!—সকলই স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। এমনই জ্যোৎস্না-রাত্রি দেখিলে, সিংহলের সেই উচ্চ প্রাসাদশিখর মনে পড়ে। মনে পড়ে, সেই শিখরে

দাঁড়াইয়া, কত আশার স্বপ্ন গণনা করিয়াছি!—এমনি নীরব নিশীথে কত সাধে সে রূপের প্রতিমা পূজা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি!—আর আজ হায়, সে আশা দুরাশা,—সে সাধ কল্পনা মাত্র। হৃদয়ের অস্থি-পঞ্জর ভাঙ্গিয়া, যেন সেই ভগ্নহৃদয় হইতে ধ্বনিত হইতেছে,—'প্রতিভা কুহকিনী,—প্রতিভা অবিশ্বাসিনী!' —কি ও, ও কিসের শব্দ?"

তাঁহারা যে ছাদে দাঁড়াইয়া, সেই ছাদের পাদদেশে—পার্শ্বে, অন্দরের খিড়্‌কী হইতে ঐ শব্দ উত্থিত হইল।

শব্দটি যে খুব বেশী, তা নয়,—তবে নীরব নিশীথকাল বলিয়া, উহা ঐরূপ বোধ হইল।

বরাহও যেন চকিতে বলিয়া উঠিলেন,—"হাঁ, তাই ত? কিসের ও শব্দ? এত রাত্রে অন্দরপার্শ্বের খিড়্‌কী হইতে ঐ শব্দ হয় কেন?"

পিতাপুত্রে চকিতে সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য যেন বরাহের সেই প্রাণপ্রিয় জ্যোতিঃশাস্ত্র আলোচনায় একটু বাধা পড়িল।

এমন সময় যেন একটি স্ত্রীমূর্ত্তি—সেই অন্দর-দ্বার খুলিয়া বরাবর খিড়্‌কী অভিমুখে গমন করিল। বরাহ বলিলেন, "ও কিছু নয়,—বধূমাতার পরিচারিকা বোধ হয় খিড়্‌কী সরিতে বাহির হইয়াছে। একটু এই দিকে এস।—হাঁ, তার পর বলিতেছিলাম কি, ঐ যে 'অয়ন-পথ',—কোন্ গ্রহ উহাতে কি ভাবে পরিভ্রমণ করেন?—তোমরা কিরূপ পাঠ করিয়াছ?"

মিহির তাঁহার শিক্ষার বিষয় পিতাকে জানাইলেন। বরাহ তাহার প্রতিবাদ করিয়া, প্রত্যক্ষভাবে চন্দ্রের গতি ও ক্ষয় লক্ষ্য

করিতে বলিলেন। অনেক তর্ক-যুক্তি করিয়া শেষ প্রতিপন্ন করিলেন,—অমুক কারণে গ্রহণের সূচনা হয় এবং অমুক কারণে তাহার আংশিক গ্রাস, অর্দ্ধগ্রাস ও পূর্ণগ্রাস হইয়া থাকে।—অবশ্য এ বিষয়ে তাঁহার সহিত মিহিরের এক-মত হইল।

তা এক-মত হউক, আর দুই-মতই হউক.—আসল কথাটা ত তা নয়,—বৃদ্ধের মনোগত ইচ্ছা,—ইচ্ছাটা যে কি, পাঠক তাহা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছেন,—কোন রকমে এই সময়ে মিহিরকে ছাদে আনা, আর দুইটা বাজে কথা কহিয়া সময়টা কাটানো।—তা সে উদ্দেশ্যটি কুচক্রী বরাহের সফল হইয়াছে।

এইবার সেই দ্বিতীয় অভিনয়ের পালা। বরাহ ঘন ঘন সতৃষ্ণ নয়নে সেই অভিনয়ের নায়কের আগমন-পথ চাহিয়া রহিলেন। এবং চন্দ্রের পরিমাণ নির্দ্দেশ ব্যপদেশে, কৌশলে, সেই দিকে পুত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রাখিলেন।

পরিমাণ যত নির্দ্দেশ হউক আর নাই হোক, বরাহের আকাঙ্ক্ষা এবার ষোলকলায় পূর্ণ হইল। কেন না, সেই নায়কটি, পূর্ব্ব সঙ্কেতমত, এবার ধীরে ধীরে সেই উদ্যানে পা ফেলিতে লাগিলেন।

বরাহ যেন তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না, মিহিরকে বলিলেন, "বাবা, চল, আজ রাত্রি অনেক হইয়াছে,—আর একদিন এ প্রসঙ্গের আলোচনা হইবে।—একদিনের কাজও এ নয়।—ওকি বাবা! একদৃষ্টে, ঐ অমন ক'রে কি দেখছ বাবা?"

চমকিত মিহির যেন একটু বিস্মিত ভাবে, মৃদুস্বরে বলিলেন, "এত রাত্রে, খিড়্‌কীর এ অন্দরে, পুরুষ যায় কোথায়?—একি!"

চকিত মিহির, ভয়চকিত বিস্মিতভাবে, পিতার পানে চাহিয়া বলিলেন, "একি! এমন সময়, অন্দরে পুরুষ? ঐ দেখুন, কেমন চুপি চুপি ভয়ে ভয়ে চ'লেছে।—ও কি! বরাবর যে, খিড়্কীর দোর দিয়ে আমার শোবার ঘরের দিকে———"

বরা। তা কি হ'য়েছ? ও পুরুষ কোথায়?—ও যে সেই চাক্‌রাণী বেটী? এই একটু আগে সেই যে খিড়্কী স'র্‌তে এসেছিল?—তা, ও ঘরে গে শোবে না?

মিহির। না বাবা, ও সে নয়,—নিশ্চয় ও পুরুষ!

বরা। বিলক্ষণ! বৃদ্ধ হ'য়েছি ব'লে কি, দৃষ্টিশক্তির এতই হ্রাস হ'য়েছে যে, এই ফিন্‌ফিনে জ্যোৎস্নায়, পুরুষ কি স্ত্রী, চিন্‌তে পার্‌বো না?

মি। (দৃঢ়তার সহিত) হাঁ বাবা, আমি ভাল ক'রেই দেখেছি, ও স্ত্রী নয়,—পুরুষ।

বরা। (হাসিয়া) তুমি পাগল হ'লে নাকি? আমি যে ওর পরণের শাড়ীর পাড়্ অবধি স্পষ্টই দেখেছি? এমন জান্‌লে কি পাড়্, তাও হয়ত একটু ভাল ক'রে দেখে তোমায় ব'লে দিতে পাত্তেম।

মি। আপনি যে অনুমান ক'চ্ছেন, তা ঠিক। শাড়ী খানা গায়ে জড়ানো আছে বটে, কিন্তু আমি খুব ভাল ক'রে দেখেছি, আপনার পায়ে হাত দিয়ে বল্‌তে পারি,—ও পুরুষ,—নিশ্চয়ই কোন কু-অভিসন্ধিতে অন্দরে ঢুকেছে। আমি ওর গোঁপদাড়ী অবধি স্পষ্ট দেখেছি। বোধ হয়, পাছে হঠাৎ কেউ ধরে ফেলে, তাই চোখে ধাঁধাঁ দেবার মত্‌লবে, স্ত্রীলোকের ঐ শাড়ী খানা, অমনি ক'রে গায়ে জড়িয়ে এসেছিল।

বরা। বল কি, তুমি যে আমায় অবাক্ কর্‌লে ?

মি। পিতা, আমি কি আপনার সাম্‌নে এ ধৃষ্টতা কর্‌তে পারি ? এই আপনার চরণ স্পর্শ ক'রে বল্‌ছি,—ও স্ত্রীলোক নয়,—পুরুষ !

বরা। থাক্, থাক্, রাত্রিকালে আর পায়ে হাত দিতে হ'বে না।—বাবা, তোমায় কি আমি অবিশ্বাস করি,—তাই আমার পায়ে হাত দিতে গেলে ? (গম্ভীরভাবে) চিন্তার কথা বটে। সত্য যদি, ও পুরুষ হয়, তবে—বউ মা যে, একা ঐ ঘরে আছেন ?

এই শেষ কথাটা, যেন বিষাক্ত শল্যের ন্যায়, সহসা গিয়া মিরিরের বুকে বাজিল। মর্ম্মাহত মিহির, অর্দ্ধস্ফুটস্বরে 'ওঃ !' বলিয়া, চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া, সেই খানে বসিয়া পড়িলেন।

বজ্রকঠিন বরাহ বুঝিল, আঘাতটা বড় বেশী মাত্রায় মিহিরকে লাগিয়াছে। পুত্রবধূর বিনাশের চেষ্টায়, অগ্রে না প্রিয়তম পুত্র গতাসু হয়।—এই চিন্তায় তাঁহার সেই চণ্ডালে রাগটা হঠাৎ চন্ চন্ করিয়া চড়িয়া উঠিল। কিন্তু সব মাটী হয় বুঝিয়া, তখনই আবার কষ্টে তাহা সংবরণ করিলেন। মিহিরের কৌতুহল এবং তৎসঙ্গে আরো কিছু উদ্রিক্ত করিবার জন্য বলিলেন, "কিন্তু তাও বলি, তা হ'লে আগে যে সেই দাসী বেটী খিড়্‌কী সর্‌তে বেরিয়েছিল, সেই বা গেল কোথায় ?"

মিহির আর থাকিতে পারিলেন না,—বলিয়া ফেলিলেন,—"সে দাসী কি দূতী, তাই বা কে বলিতে পারে ?"

বরা। সে কি বৎস, তুমি যে আমায় স্তম্ভিত করিয়া দিলে ? এমনি কি হইবে ? একেবারে, এতটা কি বিশ্বাস করা যায় ?

মিহির অতি কষ্টে বলিলেন, “কেন পিতা অবিশ্বাস করিবেন? যে নারী ডাইনী বা ডাকিনী হইতে পারে, সে যে অবিশ্বাসিনী বা কুলকলঙ্কিনী হইবে না, তাহার প্রমাণ কি? আপনি ত নিজেই এ উপদেশ একদিন আমায় দিয়াছিলেন?”

বরা। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সহসা এতটা বিশ্বাস করিতে যে, প্রবৃত্তি হয় না বাবা? এঁ্যা! সেই সোণার বধূমাতা আমার কুহকিনী—শেষ কলঙ্কিনী হ’লেন? হায়, অমন অপরূপ রূপের মন্দিরে,—অমন সর্ব্বজন-পূজিত গুণের আধারে, পিশাচের অধিষ্ঠান হ’লো? ওঃ! স্মরণেও যে মর্ম্মচ্ছেদ হয়!

মিহির সহসা যেন অত্যন্ত দৃঢ় হইলেন। সব আশা ফুরাইলে লোকে যেমন দৃঢ় হয়, বোধ হয় সেইরূপ দৃঢ় হইলেন। তাই অতি গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন,—“মর্ম্মচ্ছেদ হইলেও ইহা সত্য,—অতি কঠোর সত্য। আমি যেন অন্তরের অন্তর হইতে তাহা উপলব্ধি করিতেছি। পিতঃ, আপনি ইতস্ততঃ করিবেন না।—এমত অবস্থায় পুত্রের প্রতি পিতার যেরূপ কর্ত্তব্য হয়, আপনি নিঃসঙ্কোচে আমাকে সেই আদেশ করুন।—যতই কঠোর হোক,—এ দাস অম্লানবদনে তাহা পালন করিতে প্রস্তুত।”

পুত্রের উক্তি শুনিয়া, সেই অতি-বড় নিষ্ঠুর, বজ্রকঠিন বরাহও, মুহূর্ত্তকালের জন্য স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার দুর্দ্দমনীয় হিংসাবৃত্তিও যেন ক্ষণেকের জন্য বিলুপ্ত হইল। এমন কি, একবার যেন মনেও হইল,—“এ জটিল রহস্য-জাল সকলি ছিন্ন করিয়া দিই,—সত্যের মহিমালোকে চারিদিক্ উদ্ভাসিত হউক,—তৎসঙ্গে অধমের এ ভীষণ ষড়যন্ত্রও লোপ পাক্।”

কিন্তু সংস্কার বড় ভয়ানক জিনিস। মুহূর্ত্তকাল শ্মশান-বৈরাগ্যের পর, বরাহের সেই সংস্কারেরই জয় হইল।

অতি কুটিলপ্রকৃতি বরাহ, মনে আরো কুচক্র করিয়া বলিল, "তা বাবা, এমন সময় তুমি অমন অধৈর্য্য হইলে চলিবে কেন? চল, এখনি অন্দরে গিয়া ধীরভাবে সকল সন্ধান লই, সকল প্রমাণ গ্রহণ করি;—বধূমাতা ও দাসীকে একে একে সকল সংবাদ জিজ্ঞাসা করি। তার পর যাহা কর্ত্তব্য হয় করা যাইবে। অধীরতার ত এ সময় নয়? সংসারধর্ম্ম করিতে গেলে এমন কত সহিতে হয়।"

ধীর, শান্ত এবং যতদূর সম্ভব সংযত থাকা সত্ত্বেও, উপদেশ প্রদানকালে, বরাহ প্রকারান্তরে মিহিরকে বলিলেন—"এতটা অধৈর্য্য হওয়া ভাল নয়।"—বড় কষ্টে মিহির এ নিষ্ঠুর পিতৃ-উপদেশও সহিলেন। সংসারে অনেক বিজ্ঞ ও প্রবীণ আখ্যাধারী, সময় বুঝিয়া, সত্য সত্যই এরূপ উপদেশদানে কুণ্ঠিত হন না।

মর্ম্মাহত মিহির আর বেশী কিছু না বলিয়া, কেবলমাত্র এইটুকু বলিলেন, "প্রমাণাদি যাহা গ্রহণ করিতে হয়, আপনি গিয়া করুন,—আমার আর উহাতে প্রবৃত্তিও নাই, আস্থাও নাই। কেননা, আমি প্রত্যক্ষ যে প্রমাণ পাইয়াছি, তাহার পরে, অপরাধীর মুখের দুটা কল্পিত কথা শুনা, কিছু বেশী নয়। আপনি যাইতেছেন যান, আমি এই এইখানে—এই জ্যোৎস্নালোকে—ছাদেই শুইয়া থাকি।"

বরা। না বৎস, এমত অবস্থায়, আমি তোমায় কিছুতেই এখানে একাকী রাখিয়া যাইতে পারি না। এমন সময় একা থাকাটাও কিছু নয়। আচ্ছা, অন্দরে প্রমাণাদি গ্রহণে না যাও,

বাহিরে তোমার শয্যায় গিয়া শয়ন করিবে চল। আর আমিই বা মাথামুণ্ড কি প্রমাণ লইতে যাইব? কোন্ মুখে, এ কুল-কলঙ্কের কথা, দাসদাসীদের কাছে পাড়িব? হায়, আমার সব গেল,—আমার মাথা হেঁট হইল। কুক্ষণে আজ আমি চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে, তোমায় এখানে আনিয়াছিলাম। কি বলিব, বাবা, সকলি বিধিলিপি! মানুষের হাত কিছুই নাই। হায় রে! এই মানুষ,—এরি আবার এত অহঙ্কার!

অগ্রে বক্তৃতাবাগীশ, কূটচিন্তারত পিতা; পশ্চাতে মর্ম্মাহত, স্তম্ভিত, নীরব পুত্র।

মিহির আপন শয্যায় পড়িয়া, কাটা-ছাগলের ন্যায় ছটফট করিতে করিতে, বিনিদ্র নেত্রে রাত্রি পোহাইলেন। আর বরাহ খানিকক্ষণ হাঁক-ডাক ও তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া,—ভৃত্য-পরিচারিকাগণকে সুখের নিদ্রা হইতে উঠাইয়া, চোর বা বদ্-লোকের সংবাদ জানিতে চাহিলেন। বলা বাহুল্য, সেই সঙ্গে পুত্রবধূর শয়নগৃহের সেই পরিচারিকারও সবিশেষ জিজ্ঞাসা-পড়া হইল। কিন্তু সে বেচারী কিছুই বলিতে বা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কেননা, সে বেশ ভাল রকমেই বলিল যে, সমস্ত রাত্রির মধ্যে, সে বা বউঠাকুরণ কেউ-ই দ্বার খুলে নাই,—খিড়্‌কী যাওয়া ত দূরের কথা। বেগতিক বুঝিয়া, বরাহ ধীরে ধীরে স্বস্থানে সরিয়া পড়িলেন।

প্রতিভা সমস্ত শুনিলেন,—এইবার বুঝি কিছু কিছু বুঝিলেন। কেননা শ্বশুরদেবের মুখের ভাবভঙ্গি ও কথাবার্ত্তা গুলা, তাঁহার যেন কেমন-কেমন ঠেকিল। হঠাৎ মনে হইল, বুঝি বা তিনি প্রতারিত হইয়াছেন।

তখনি, আর কাহাকে কিছু না বলিয়া, ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানে যাহা বুঝিলেন, তাহাতে স্তম্ভিত হইলেন। বুঝিলেন, তাঁহারই সরল বিশ্বাসে, কাল-ধর্ম্মে, এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে।—পিতার সেই মর্ম্মভেদী অভিসম্পাত ফলিয়াছে।—যা হোক, সেজন্য তিনি বিচলিত হইলেন না।

এখন, মিহিরের জীবন রক্ষা পায়, কায়মনোবাক্যে সতী সেই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আর নিজের জন্য?—সে জন্য তিনি বহু পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুতই ছিলেন, এখনো রহিলেন;—কেননা, বিধিলিপিতে তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। কেবল মনে মনে বলিলেন, "হায় নিয়তি! এমনি করিয়া তুমি আপন ফল আপনি প্রসব কর? তবে তাই হোক,—আমার প্রাক্তন-ফলে বিধিলিপি পূর্ণ হোক।—হায়! মিহির আমায় অবিশ্বাস করিল? তবে আর আমার বাঁচিয়া ফল কি? কার্য্যও আমার সব ফুরাইয়াছে। তবে—হাঁ, এই ঠিক প্রায়শ্চিত্ত!—মা জগজ্জননি! এ সময় ছিন্নমস্তা মূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে একবার আবির্ভূতা হও! সিংহলত্যাগের দিন, নৌকারোহণের সময়, যে রূপ দেখাইয়া আমায় ইঙ্গিত করিয়াছিলে, আজও সেই রূপ দেখাও মা!—আমি প্রাণ ভরিয়া তোমায় দেখি। কি জানি মা, তোমার ঐ রক্তাপ্লুতা মূর্ত্তিতে তোমায় দেখিতে, আজ আমার বড় সাধ হইতেছে। সাধ পূরাও, মা-জননি!"





নবম পরিচ্ছেদ

।-*-।

প্রভাতে মিহির শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা নাই, দুশ্চিন্তায় চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ কৃষ্ণবর্ণ;—বড় মনঃকষ্টে তাঁহার কাল কাটিতে লাগিল। রাত্রির অন্ধকার বুঝি ছিল ভাল;—এই প্রকাশ্য দিবালোক, যেন তাঁহার অধিক যন্ত্রণাদায়ক হইল। আঁধারে মুখ লুকাইয়া, আঁধারেই চির-অবসানের প্রার্থনা, তিনি মনে মনে করিতে লাগিলেন। 'প্রতিভা অবিশ্বাসিনী,—সেই প্রেমের প্রতিমা কলঙ্কিনী'—এই বিষময়ী চিন্তা, তাঁহাকে অধীর, অস্থির, উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিতেছিল।

মর্ম্মঘাতী জ্বালা জুড়াইতে, মিহির পুনরায় শয্যায় আসিলেন। মস্তক-উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কান্না আসিল না। স্মৃতির বৃশ্চিক দংশন—যেন সে জ্বালার উপর জ্বালা বাড়াইয়া দিল। বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায়, ঘোর অন্তর্দাহে, শয্যায় পড়িয়া, তিনি ছট্‌ফট করিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্ঞান ছিন্ন-ভিন্ন, তর্ক ও যুক্তি নিস্তেজ হইয়া আসিল। অন্তরের অন্তর ভেদ করিয়া, তাঁহার অন্তরে চির-জাগরূক হইয়া রহিল,—পত্নীর

ব্যভিচার। বুকের ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বুকের একস্থানে জমিয়া, যেন রক্তাক্ত অক্ষরে লিখিত রহিল,—'প্রতিভা অবিশ্বাসিনী।' ডাকিনীগণের পৈশাচিক ক্রিয়া-কলাপ স্মরণ করিয়া, প্রতিক্ষণে তাঁহার হৃদয়ে ভয় ও ঘৃণার উদ্রেক হইতে লাগিল,—"হায়! আমার স্ত্রী ডাইনী!—ইহারই নাম রাক্ষসী-মায়া?"

ভাবিতে ভাবিতে ক্ষোভে, ক্রোধে, ঘৃণায়—আপনাআপনি তিনি বলিতে লাগিলেন, "ও! প্রতিভা কলঙ্কিনী? অত সাধের সৌন্দর্য্য-প্রতিমা,—ব্যভিচারিণী? তবে এ কি হইল? এ জগতে আর বিশ্বাস করিব কাহাকে? প্রতিভা, আমার মায়া কাটাইল? আমাকে ছাড়িয়া, গোপনে,—ওঃ! ভাবিতেও যে বুকের কলিজা ছিঁড়িয়া যায়!—প্রতিভা অবিশ্বাসিনী? জগদীশ্বর! তবে জগতে রূপের সৃষ্টি করিলে কেন? রূপে মোহ আনিলে কেন? মোহে আত্মবিস্মৃতি ঘটাইলে কেন?—ওঃ! প্রতিভা কুহকিনী? কুহকমন্ত্রে ঐ অপরূপ রূপের বিকাশ?—ঐ বিশ্ববিমোহিনী বিদ্যার পূর্ণস্ফূর্ত্তি? কিন্তু মনে করিলে, এখনি আবার ঐ রূপ, ঐ বিদ্যা—সকলই বিলুপ্ত করিতেও পারে!—ওঃ! কি ভয়ানক! কি বিষম বিভীষিকা! জগদীশ্বর রক্ষা কর,—আর যেন আমায় ঐ ডাকিনীর কুহকে পড়িতে না হয়!—আর যেন আমি ঐ কলঙ্কিনীর মোহে আকৃষ্ট না হই!—ওঃ, ওঃ, ওঃ!"

সদ্য-অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তি যেরূপ উৎকট যন্ত্রণায় অস্থির হয়, মিহির তদপেক্ষাও ভীষণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিলেন। হায়! মুখ ফুটিয়া বলিবারও যো নাই যে, সে যন্ত্রণা—কি?

এমন সময় বরাহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সুদক্ষ অভিনেতার ন্যায়, মুখ চোখের গম্ভীর ভঙ্গি করিয়া, ধীরভাবে বলিল, "বাবাজীর অনুমানই সত্য। সকল প্রমাণ লইয়া স্থির বুঝিলাম—"

মিহির। কি বলিতেছিলেন, বলুন।

বরা। বৎস, কি আর বলিব,—বলিতে মূক হইয়া যাই,—আমার নির্ম্মল কুলে এই কলঙ্ক?

বরাহ আপন শিরে আপনি করাঘাত করিল।

মিহির চক্ষের দৃষ্টি স্থির করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "তবে আমি ভুল বুঝি নাই;—কুহকিনীর কুহকেই এতদিন মুগ্ধ ছিলাম।"

বরা। শুধু কুহকিনী হইলেও কোনরূপে পরিত্রাণ ছিল,—এ কুহকিনী,—কুল-কলঙ্কিনী—দুই-ই। চিরদিনের জন্য আমার পবিত্রকুলে কলঙ্ক-কালিমা লেপিয়া দিল!

মি। আপনি যেরূপ বলিবেন, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত।—বলুন, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

বরা। তোমার আমার কি?—এ মহাপাপ ত ঐ দুষ্টার! ঐ দুষ্টারই সমুচিত শাস্তিবিধান কর্ত্তব্য।

মি। রাজদণ্ড, সমাজদণ্ড, অথবা পাপিষ্ঠাকে চিরদিনের মত নির্ব্বাসন,—আপনি কিরূপ আদেশ করেন?

কোপনপ্রকৃতি বরাহ, অতি কঠোরকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"কি বলিলে মিহির? রাজদণ্ড, সমাজদণ্ড, অথবা নির্ব্বাসন?—ইহাই প্রচুর? আমার পুত্র হইয়া তুমি এই কথা বলিলে?"

সর্পজিহ্বা বরাহের সে তীক্ষ্ণ চক্ষু বিষদহনে জ্বলিতে লাগিল। তাহার লোলচর্ম্ম, মাংসপেশী, শিরা—সহসা অতি দৃঢ় ও স্ফীত

হইয়া উঠিল। উগ্রকণ্ঠের গম্ভীর স্বর যেন কঙ্কর-প্রস্তর ভেদ করিয়া পুনরায় উত্থিত হইল,—

"কি বলিলে মিহির? সাধারণ লৌকিক দণ্ডেই, ঐ পাপিষ্ঠার পর্য্যবসান? জ্বালার উপর জ্বালা? সংসারে মুখ দেখাইব কিরূপে? আপনার কুলকলঙ্ক—সমাজে প্রকাশ করিব, আর সেই কলঙ্কের কালি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া, পিতাপুত্রে বাঁচিয়া থাকিব? কেন, এরূপ জীবনে প্রয়োজন?—কোন্ ইষ্ট সিদ্ধ হইবে?"

বরাহের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। সঙ্কল্পময়ী গম্ভীর-মূর্ত্তি বড় ভীষণ ও ভয়াবহ হইয়া উঠিল। গোক্ষুর-গর্জ্জনের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িয়া, সে মূর্ত্তি যেন দুর্ব্বাসার ক্রোধকেও পরাস্ত করিল।

মিহির, পিতার সেই ভীষণমূর্ত্তি দেখিয়া, ভয়ে ভয়ে বলিলেন, "তবে আপনার কিরূপ অনুমতি, প্রকাশ করুন;—আপনি যেরূপ ইচ্ছা করিবেন, তাহাই হইবে।"

বরাহ, তেজোদীপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"তাহা পারিবে কি? অতটা সাহস, শক্তি ও পুরুষকার—তোমার আছে কি? প্রকৃত বীরের ন্যায়,—আমার পুত্রের ন্যায় কার্য্য করিয়া,লোকের নিকট—তুচ্ছ লোক, —আপনার নিকট—চির-গৌরবান্বিত হইয়া থাকিতে পারিবে কি? সে সৌভাগ্য কি তোমার আছে?"

মিহির—মর্ম্মাহত, মৃতকল্প, যন্ত্রণাকাতর মিহির,—পিতার সে ভীষণ ক্রোধ ও ভয়াবহ মূর্ত্তি দেখিয়া, মুহূর্ত্তের জন্য আপনার সেই বিষম মানসিক কষ্ট ভুলিলেন,—মুহূর্ত্তের জন্য যেন সজীব হইয়া, সবটা মনপ্রাণ এক করিয়া, পিতৃ-আজ্ঞা পালনে, প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। স্থিরপ্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন,—

"বলুন, আপনার কি আদেশ? যতই কঠোর ও ভীষণ বা অসাধারণ হোক,—আপনি নিঃসঙ্কোচে বলুন।"

বরাহ। বলিব? মন প্রস্তুত করিয়া বলিতেছ,—বলিব?

মিহির। বলুন;—যাহা বলিয়াছি, তাহার অন্যথা হইবে না।

এতক্ষণে যেন বরাহ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বুঝিলাম, তুমি আমার পুত্র-নামের যোগ্য। আমার মান, মুখ ও বংশের গৌরব তুমি রাখিতে পারিবে বুঝিলাম। আর আমার কোন ক্ষোভ নাই। এই মুহূর্ত্তে আমার আকস্মিক মৃত্যু হইলেও আমি তাহা সুখের মরণ মনে করিতে পারিব।—একি, মন্ত্রী না?"

রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সংবাদ লইয়া, স্বয়ং মন্ত্রী সেই সময় বরাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিলেন। বরাহ গবাক্ষ-পথ দিয়া, একটু দূর হইতে তাহা দেখিতে পান। ব্যগ্রভাবে উঠিয়া একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "কি সংবাদ, মন্ত্রী মহাশয়?"

মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজের আদেশ অবগত আছেন। আগামী কল্য শুভদিনে আপনার গুণবতী পুত্রবধূ, নবরত্নসভা অলঙ্কৃত করিবেন;—এই শুভসংবাদ স্মরণ করিয়া দিতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি। তাঁহাকে আমার অভিবাদন জ্ঞাপন করুন।"

বরাহ অতিকষ্টে মনের ভাব চাপিয়া বলিলেন, "রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য। এই তাঁহার স্বামী এখানে দাঁড়াইয়া। তাঁহার হইয়া ইনিই আপনার অভিবাদন গ্রহণ করিলেন। তিনি এখন পূজাহ্নিকে নিযুক্তা;—উঠিতে একটু বিলম্ব হইবে।"

মন্ত্রী। বিলম্ব হইবে? তবে আমি বিদায় হইলাম।

একটু বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত আছি। কল্য সেই বিদ্যাবতীর বিদ্যার সম্মান ও পূজার সম্যক্ ভার আমার উপর ন্যস্ত। দেশ দেশান্তর হইতে লোকে পূজা ও প্রীতির উপহার লইয়া তাঁহার উদ্দেশে আসিতেছে। রাজপ্রাসাদ ও রত্নাসন অতি অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত হইতেছে।

আনুসঙ্গিক দুই চারি কথা কহিয়া মন্ত্রী বিদায় হইলেন।

বরাহের ভীষণ ঈর্যানল এইবার পূর্ণমাত্রায় জ্বলিয়া উঠিল। ষড়্‌যন্ত্রের তন্ময়তায়, বুঝি কল্যকার দিনটা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, মন্ত্রীর কথায় সহসা এককালে সকল স্মৃতি চিত্রিতবৎ তাঁহার সম্মুখে প্রতিভাত হইল।—সেই নবরত্নের সভা, সেই উচ্চাসন, সেই সম্মান, সেই পূজা, সেই আনন্দ-কোলাহল, সেই জয়ধ্বনি—ভাবিতে ভাবিতে বরাহ অধীর, অস্থির, উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।—হায়! তিনি বর্ত্তমানে, তাঁহার পুত্র বর্ত্তমানে, তাঁহার পুত্রবধূ এই বিজয়মাল্যের অধিকারিণী হইবে?

দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হইয়া কঠোরকণ্ঠে বরাহ বলিয়া উঠিলেন,—"মিহির, মিহির, ভ্রষ্টা-নারীর সমুচিত শাস্তি কি জান?"

মিহির সেই পূর্ব্ববৎ ধীর ও স্থিরভাবে বলিলেন, "কি, আপনি অনুমতি করুন।"

বরা। প্রস্তুত আছ? পিতার নিকট সত্যবদ্ধ হইয়া বলিতেছ,—প্রস্তুত আছ?—কি, নীরব রহিলে যে?

এবার মিহির যেন স্বহস্তে নিজ হৃৎপিণ্ড ছেদন করিয়া বলিলেন, "প্রস্তুত আছি।"

বরাহ সেইরূপ হুঙ্কার ছাড়িয়া উত্তর দিলেন,—"ভীষণ প্রাণদণ্ডই তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত!"

মুহূর্ত্তকাল দুই জনেই নীরব,—মাথার উপর একটা দাঁড়কাক ভীষণস্বরে 'ক-অ—ক-অ' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে চলিয়া গেল!

মিহিরের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ভীতি-কণ্টকিত দেহে তিনি সেই ভীষণ স্বর শুনিতে লাগিলেন।

বরাহ কি ভাবিয়া আবার বলিলেন, "না, একেবারে প্রাণে মারা হইবে না। একেবারে মারিলে, সে জুড়াইবে। তাহাকে দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া মারিতে হইবে। সেইরূপ মরণে, সেই পাপিষ্ঠা, ব্যভিচারের জ্বালা, অন্ততঃ কিছুক্ষণও অনুভব করিতে পারিবে।—এই না তুমি বলিতেছিলে, সেই পাপিষ্ঠার শাস্তি যতই কঠোর, ভীষণ বা অসাধারণ হোক্—তুমি তাহাতে প্রস্তুত আছ?"

মিহির মুখে কিছু বলিতে পারিলেন না,—মৌনে যেন সম্মতি-লক্ষণ প্রকাশ করিলেন।

তখন বরাহ—সেই ভীষণ খল—সেইরূপ কঠোরকণ্ঠে বলিল, "তবে আমার আদেশ শুন। আমার সন্তান হও ত, অবিচলিত-ভাবে ইহা পালন করিবে।—ঐ কলঙ্কিনী যেমন তোমার ন্যায় দেবোপম স্বামীরনিকট বিশ্বাসহন্ত্রী হইয়াছে,—পৈশাচিক মন্ত্রবলে তোমার প্রাণনাশেরও চেষ্টা করিয়াছে;—তেমনি ইহজন্মের মত ঐ ডাকিনীর জিহ্বা কাটিয়া দাও;—মারণ বা বশীকরণ মন্ত্র-উচ্চারণে উহার আর অধিকার থাকিবে না।—একি! চঞ্চল হইও না, মুখ বিবর্ণ করিও না;—আমার পুত্র হও ত, বজ্রকঠোর-ভীষণমূর্ত্তিতে আমার পানে চাহিয়া দেখ!"

মিহির মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া শয্যায় পড়িলেন।

চণ্ডাল বরাহ, সেই অবস্থায় পুত্রকে শয্যা হইতে উঠাইয়া বলিতে লাগিল,—"মিহির, এই তোমার অঙ্গীকার? এই তোমার

সত্যরক্ষা ? হায় ! তুমি না আমার পুত্র ? তবে এ নারীর প্রাণ কেন ? কর্ত্তব্যপালনে ইতস্ততঃ করিয়া, তুমি ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতেছ। তুমি কি জান না, দুষ্টা নারীর এইরূপ কঠোর দণ্ডবিধান—শাস্ত্রের আদেশ ?”

মিহির। কিন্তু——

বরা। আবার ‘কিন্তু’ কি ? যাহা করণীয়, তাহা অবশ্যই করিতে হইবে। মনে নাই কি,—যে কারণেই হোক,—করণীয় বুঝিয়াই, একদিন তোমায় নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলাম ? জন্মদাতা পিতা হইয়া নিরপরাধ পুত্র সম্বন্ধে যাহা করিতে আমি এতটুকুও কুণ্ঠা করি নাই, ব্যভিচারিণী পত্নী সম্বন্ধে,—তাহার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে, আজ তুমি কাপুরুষের ন্যায়—সেই কুণ্ঠা প্রকাশ করিতেছ ? হায় ! অভাবনীয়রূপে তোমার সহিত পুনর্ম্মিলন ঘটিল কি আমার—এই অন্তিমদশায় এইরূপ মনঃকষ্ট হইবে বলিয়া ? ‘পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ’—এ মন্ত্র উচ্চারণ কর কি পিতৃভক্তি দেখাইবার জন্য ?

উত্তেজক সুরায় যেন বিকারগ্রস্ত রোগী সতেজ হইয়া উঠিল। উন্মত্তবৎ হুঙ্কার ছাড়িয়া, এবার মিহির বলিতে লাগিলেন,—“পিতা, জন্মদাতা, মহাগুরু,—থাক্, আর বলিবেন না,—আর আমার পাপের ভরা বৃদ্ধি করিবেন না,—যথেষ্ট হইয়াছে। সত্যই আমি কুলাঙ্গার, তাই সকলই জানিয়া ও স্বচক্ষে দেখিয়া,কলঙ্কিনী পত্নীকে এখনো জীবিত রাখিয়াছি ! এই আমি চলিলাম,—এখনি চলিলাম। আপনারই ইচ্ছাক্রমে, এখনি সেই মায়াবিনীর পাপ-জিহ্বা সমূলে ছেদন করিয়া আনিয়া, আপনার চরণ বন্দনা করিব।—কৈ, অস্ত্র কোথায় ?”

বরা। হাঁ, এইবার তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র হইলে! জানিলাম, তোমার গর্ভধারিণী বৃথা তোমায় গর্ভে ধারণ করেন নাই। বংশের মান রাখিতে, পাপিনীর সমুচিত শাস্তি দিতে, কুলপ্রদীপ হইয়া তুমি জন্মিয়াছিলে।—হাঁ, এই ঠিক। এই সংহারমূর্ত্তিই এখন সময়োচিত। এই লও,—এই শাণিত খড়্গ গ্রহণ কর। কপালিনী পূজায়, এই খড়্গে, বন্যপশুর বলি হয়; আজ মায়াবিনীর মায়াজিহ্বার বলি,—এই অস্ত্রেই হোক্।—সাবধান, কুলটার মোহিনী মূর্ত্তি বা মায়া-কান্না দেখিয়া ভুলিও না;—সাপের মাথায়ও মণি থাকে জানিও!—ঐ দুষ্টা সেই ভীষণ ভুজঙ্গী মনে করিও।

পিতৃদত্ত অস্ত্র লইয়া, ভীষণ সংহারমূর্ত্তিতে মিহির প্রস্থান করিলেন। মনে মনে বলিয়া গেলেন,—"সত্যই প্রতিভা অবিশ্বাসিনী। নহিলে শাস্ত্রদর্শী পিতা আমার তাহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন কেন? হায় চন্দ্রচূড়! তোমার সেই কঠোর অভিশাপ আজ হাতে হাতে ফলিল। সত্যই তুমি বলিয়াছিলে,—'যে পিতামাতার চক্ষে ধূলি দিয়া অবিশ্বাসিনী হইতে পারিয়াছে, আবশ্যক হইলে, একদিন সে তোমার চক্ষেও ধূলি দিবে।'—হায়! মর্ম্মাহত পিতার সে ভীষণ অভিশাপ, আজ ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় ফলিয়া গেল!"

সর্প অপেক্ষাও খলস্বভাব বরাহ,—এতক্ষণে যেন নিষ্কৃতি পাইল। মনে মনে বলিল, "হাঁ, এই ঠিক্ হইয়াছে। স্বহস্তে নাশ না করিয়া, পুত্ররূপ যন্ত্রদ্বারা কৌশলে আমার প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিলাম। নহিলে অনেকের মনে অনেকরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারিত। এখন সে মরুক আর বাঁচিয়া থাক্,—সমান কথা।—

কেননা, "জিহ্বাকর্ত্তনে নিশ্চয়ই সে মূক হইয়া যাইবে,—কোনরূপ বক্তৃতাশক্তি তাহার থাকিবে না";—তখন সেই মূকের গণনার মূল্যই বা কি,—আর নবরত্ন সভার অধিকারই বা তার কোথায়?"

নর-পিশাচ মনের উল্লাসে আপন মনে নানারূপ ভাঙ্গা-গড়ার কল্পনা করিতে লাগিল।

সহসা সেই স্থানের এক হাত ভূমি বসিয়া পড়িল। মহাপাপী বরাহের মনে হইল, বুঝি বা ভূমিকম্প হইতেছে!





দশম পরিচ্ছেদ।

ভূমিকম্প না হউক, মিহিরের হৃৎকম্প হইল। ঘন ঘন—মুহুর্ম্মুহু সে কম্পন হইল। কম্পনে হাতের অস্ত্র হাত হইতে খসিয়া পড়িল; চরণ টলিল; বিদ্যুদ্বেগে শরীরের রক্ত চলাচল করিতে লাগিল।

উন্মত্ত মিহির সহসা আপন মনে বলিয়া উঠিলেন,—“হায়! এ আবার কি হইল? আমি এ কি হইলাম? সহসা কেন মনে হইতেছে, প্রতিভা অবিশ্বাসিনী নহে? কে আসিয়া যেন কাণে কাণে বলিয়া গেল,—ওহো, ও কে? কে তুমি? কৈ? আবার দেখা দাও,—আবার বল,—আবার আমার মৃতপ্রাণে সঞ্জীবন-সুধা ঢাল!—ওঃ! চরণ টলিতেছে, পৃথিবী ঘুরিতেছে, আমি ঘুরিতেছি—কে বলিল, প্রতিভা অবিশ্বাসিনী?—একি! কূপের নিকট এ পর-চুলা পড়িয়া কার? এ গুম্ফ, শ্মশ্রু—এ সব কার? তবে কি সব কৃত্রিম,—সকলি কল্পিত? পিতা কি —”

এবার মিহির আপন হাত আপনি দংশন করিতে লাগিলেন। সহসা যেন তাঁহার সম্মুখ হইতে প্রতারণারূপ কুজ্ঝটিকা কাটিয়া গেল,—সত্যের সূর্য্যালোক দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া প্রকাশিত হইল।—দৈবের মহিমায়, সন্ত্রস্ত নীলকণ্ঠের এই অসাবধানতা!

অবসাদের গভীর তপ্তশ্বাস ফেলিয়া মিহির বলিলেন,—“ওঃ!

মিথ্যা, দারুণ মিথ্যা,—ঈর্ষাজ্বালাজনিত মিথ্যা! চক্রান্ত,—অতি ভীষণ চক্রান্ত,—নির্ম্মম প্রাণঘাতী চক্রান্ত! হায় পিতা, তুচ্ছ সম্ভ্রমলোভে, এমন সর্ব্বনাশ করিলে? সন্তানের সরল প্রাণে গরল ঢালিয়া দিলে? প্রতিভা, প্রাণেশ্বরি, সতি!——"

প্রতিভার পূজার কক্ষ-সম্মুখে গিয়া, মিহির একেবারে বসিয়া পড়িলেন।

ধ্যাননিমগ্না সতী তখন পূজায় আসীনা। সম্মুখে ভীমা, ভৈরবী, কপালিনী মূর্ত্তি; প্রতিভা করযোড়ে মুদিত নয়নে, মাতৃপূজা করিতেছিলেন।

চক্ষু উন্মীলিত করিলেন। ভক্তিভরে সচন্দন রক্তজবা প্রতিমার পাদপদ্মে দিয়া বলিলেন, "মাগো, তবে বিদায় দাও,—জন্মান্তরে আসিয়া আবার তোমার পাদপদ্ম দেখিব!—যদি দেখাও মা, তবে দেখিব,—নচেৎ এই শেষ!"

মুখে অপরূপ লাবণ্য, চোখে করুণাদ্যুতি, হৃদয়ে অপরাজিতা ভক্তি!

হাসি-হাসি মুখে আবার বলিলেন, "মা, কোলে লইতে ডাকিতেছ, আবার লুকাইতেছ কেন? লজ্জা কি মা? কত রূপে কত জনকে লইতেছ, আমায় এ ভাবে লইতে সঙ্কোচ কেন মা? লও মা লও, আমার কার্য্য ফুরাইয়াছে,—এইবার ত আমার অবসান!"

হাসি-হাসি মুখে পশ্চাতে চাহিয়া বলিলেন, "একি, মিহির! প্রিয়তম! স্বামিন্! ভুল ভাঙ্গিয়াছে,—আমি অবিশ্বাসিনী নই—আপনা হইতেই বুঝিয়াছ? আঃ! এইবার আমি সুখে মরিতে পারিব।"

মিহির কাঁদিতে কাঁদিতে মুক্ত-অন্তরে বলিলেন, "প্রতিভা, প্রাণেশ্বরি, সতি! আমায় ক্ষমা কর। আমি না বুঝিয়া আপনার নিকট আপনি অপরাধী হইয়াছি,—নিজগুণে আমার ক্ষমা কর।"

প্র। ও কি! আর কেন মায়া বাড়াও? সুখের মরণে কেন এমন বাদী হও? তুমি কি জান না, এইরূপে মরিব বলিয়া, পিতামাতার অভিশাপ মস্তকে লইয়া, আমি সিংহল হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম? ভুলিয়া গিয়াছ কি, হতভাগ্য ভূষণের মরণ-কালীন আমার সে উক্তি? সকল জানিয়া-শুনিয়া কেন এমন মোহাচ্ছন্ন হও?

মি। সত্য প্রতিভা, আমি একদিনও তোমার মর্য্যাদা বুঝি নাই। অভিমানিনি, সেই দুঃখেই কি তুমি এমন নিষ্ঠুর কথা বলিতেছ?

প্র। কি নিষ্ঠুর কথা বলিলাম প্রিয়তম? কৈ, কথা বলিতে ত শিখি নাই? এ জগতে কাজ করিতে আসিয়াছিলাম,—কাজ করিয়া চলিলাম। সময় হইয়াছে, তাই চলিলাম। যিনি পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহার আহ্বানে চলিলাম। ইহাতে নিজেরও কিছু ক্ষমতা নাই, তোমারও কোন পৌরুষ নাই।

মি। আর আমায় দগ্ধিয়া মারিও না। আমি তোমার সম্মুখে আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব।

প্র। সাধ্য কি তোমার? আপন ইচ্ছায় তুমি কাজ করিবে? তা পার কি?—কেউ পারে কি?

মি। তবে?——

প্র। কি বলিতেছ?

মি। তবে এই স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ কি মায়া?

প্র। (হাসিয়া) এ মায়াবিনীর সকলই মায়া!-তুমি মায়া, আমি মায়া, আত্মপ্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী শ্বশুরদেব মায়া, জ্যোতিষগণনা মায়া, নবরত্নের সভা মায়া, রাজা বিক্রমাদিত্য মায়া,—এ বিশ্বসংসারই মায়াময়! মায়ার সংসারে মায়ার খেলা খেলিতে, দিনকত একটু হৈ চৈ করিব বলিয়া, তোমায় পতিত্বে বরণ করিয়াছিলাম; দুর্ভাগ্য ভূষণের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলাম; শ্বশুরদেব—পণ্ডিতপ্রবর বরাহের হৃদয়ে ঈর্ষার কালানল জ্বালিয়া দিয়াছিলাম;——অথবা আমি কে?—যন্ত্র-পুত্তলী মাত্র। এ ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাট্ যন্ত্রের চালক যিনি, তিনিই আমাকে দিয়া, এ মায়ার খেলা খেলাইয়া আসিয়াছেন। এখন আবার তাঁরই নিদেশানুসারে, তোমাদের পিতাপুত্রকে নিমিত্ত-স্বরূপ করিয়া চলিলাম। জগতে এমনি হয়। সবই সেই চক্রধারী করেন। ভ্রমান্ধ আমরা,—পরস্পরের দোষগুণ দিয়া আত্মবঞ্চনা পাপে পাপী হই। কৈ, তোমার পিতৃদত্ত সে অস্ত্র কোথায়?—কুহকিনী, ডাকিনী, কলঙ্কিনী আজ বিধিলিপি পূর্ণ করিবে!

মি। হায় প্রতিভা!—

প্র। একটি ভিক্ষা, আর কাঁদিও না, কাঁদিয়া আমার সঙ্কল্পে বাধা দিও না। দেবতায় হাসিবেন, নরলোকে ধিক্কার দিবে,—আমার আত্মপ্রসাদে বিঘ্ন ঘটিবে।

মি। এত দয়াবতী—বিদ্যাবতী তুমি,—তবে আমাদের পিতা-পুত্রে কই বা নিমিত্ত করিয়া যাইতেছ কেন?

প্র। ঐ টুকুই আমার ভোগ, তোমাদেরও ভোগ। ভোগা-ভুগির জন্যই এ সংসারে স[illegible]—দাও, অস্ত্র দাও, এ অংশে আর তোমায়, [illegible]বে না। তোমার করণীয়

কাজ—আমিই করিয়া যাইতেছি। যেদিক্ দিয়া হোক্, অতঃপর লোকে যেন তোমার নাম করিয়া বলিতে পায়,—'পিতৃবাক্য পালনের জন্যই পিতৃভক্ত মিহির, কুহকিনী—কলঙ্কিনী পত্নীর জিহ্বা কাটিয়াছিল!'

মিহির অতিমাত্র চমকিত হইয়া বলিলেন, "একি, তাহাও জানিয়াছ? সত্য প্রতিভা, আমি আজিও জানিলাম না,—কিরূপে তুমি এ ঐশী শক্তি ধারণ কর?"

প্র। ইহার নাম যদি ঐশী শক্তি হয়, তবে ঈশ্বরের কৃপা হইলে, সকলেই এ শক্তি লাভ করিতে পারে। কিন্তু এখন ও-কথার সময় নয়,—শ্বশুরদেব বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন,—তুমি শীঘ্রই তাঁর আদেশ পালন কর।—না, আমার যে ভুল হইতেছে,—এ আদেশ তুমি পালন করিবে কেন? পিতৃবাক্যে শ্রদ্ধাবান্ তুমি,— এ পাতক ত তোমায় স্পর্শিতে পারে না? সকল কার্য্যেই আমি নিমিত্তস্বরূপ হইয়াছি,—এ কার্য্যেও হইলাম।—ইহাই বিধির বিধান!

মি। তুমি, ও কি বলিতেছ প্রতিভা? কল্য মহাসমারোহে রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য তোমায় নবরত্নের আসনে বসাইবে জগতে অতুল যশস্বিনী হইয়া তুমি জ্ঞানালোক বিতরণ ক[illegible] —পিতার ঐ দুর্ব্বলতা ভুলিয়া যাও,—আমায়ও নিজগুণে [illegible] কর। মনের মধ্যে আর কোন অভিমান রাখিও না, [illegible] অনুরোধ।

দিব্য এক-গাল হাসি হাসিয়া, হাসিতে সুধা[illegible] প্রতিভা বলিলেন, "এখন মিহির, আর [illegible] সাজিলেও, আমার কোন হাত নাই। তু[illegible]ভা[illegible]

আসন,—ঐ ধূলার আসন ধূলাতে পড়িয়া থাক্,—প্রতিভার আসন পরলোকে। হায়! আমি কি করিতে পারি? আমার আয়ু ফুরাইয়াছে,—এই রূপেই আমার মৃত্যু হইবে,— ইহাই যে বিধিলিপি! ঐ দেখ, মা জগজ্জননী আমায় ডাকিতেছেন! মা, মা, ঐ রক্তাপ্লুতা, অপরূপ ছিন্নমস্তা মূর্ত্তিতেই এ সময় আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও!—যেন মা তোমার ঐ মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে, হাসিমুখে, আমি আমার কর্ম্মফল ভোগ করিয়া যাইতে পারি।—মিহির, মিহির, দাও, অস্ত্র দাও।—দিলে না? ফেলিয়া দিলে?—তবে তাই হোক,—মহামায়ার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক;—মায়ের হস্তস্থিত এই মন্ত্রপূত পবিত্র অসি লইয়াই আমি বিধিলিপি পূর্ণ করি।"

"ওঃ! ওঃ! ওঃ!"—বলিতে বলিতে, মিহির মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সযত্নে স্বামীর মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইয়া, সতী বলিলেন, "উঠ উঠ, আমার প্রাণাধিক! এ সময় এমন আকুলতা তোমায় সাজে না। অতি কঠিন কার্য্যে তুমি ব্রতী, মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয় মন দৃঢ় কর। আমার পূজনীয় শ্বশুরদেব—তোমার মহাগুরু পিতৃদেবকে বলিও, যাহার জন্য তাঁহার জীবনের শান্তি, সুখ, স্বাস্থ্য সকলি অন্তর্হিত হইয়াছে; যাহার জন্য তাঁহার দুর্দ্দমনীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রবল বাধায় রুদ্ধ হইতেছিল; যে জন্মান্তরীণ তপস্যারূপ আত্মপ্রতিষ্ঠা রক্ষার আশায় তিনি আমাকে ডাকিনী ও কলঙ্কিনী প্রমাণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন;—সেই আমি আজ মহামায়ার ইচ্ছায় তাঁহার মনোভীষ্ট পূর্ণ করিতে সক্ষম হইলাম। বলিও, ইহার বাড়া সৌভাগ্য আমার আর নাই। বলিও, ইহসংসারে

আর কেহ তাহার প্রতিদ্বন্দিনী রহিল না ,—তাহার বড় সাধের নববধূর আসন, তাহারই রহিল!—এই নাও তার ঈপ্সিত বস্তু! বলিও, সত্যই আর তাহা। কোন অন্তরায় রহিল না,—প্রতিভার মুখ ইহজন্মের মত নীরব হইয়াছে!"

ওহো-হো! দেখিতে না-দেখিতে, চক্ষের পলক ফেলিতে না-ফেলিতে, তোমার হস্তস্থিত সেই অসি লইয়া, সর্ব্বনাশী স্বহস্তে আপন জি[illegible]নি কাটিয়া, [illegible]র চরণে উপহার দিল।

গৃহে [illegible] ধার বহিল। [illegible]মোহর উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "হায় প্রতিভা, এ কি করিলে? আমার পাপে, পিতার দুর্দ্দমনীয় দবাকাঙ্ক্ষায়, স্বহস্তে এই সর্ব্বনাশ করিলে?"

রক্তাপ্লুতা সেই সে।। [illegible]নী, আর কিছু না বলিয়া,—বলিতে না পারিয়া, কেবলমাত্র আপন কপালে করস্পর্শ করি[illegible] ইঙ্গিতে বুঝাইলেন,—'**প্রাক্তন**'!

ইতি তৃতীয় খণ্ড।

গ্রন্থ সমাপ্ত।